উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

হার্দিকের স্কোয়ার কাটে আহত পন্থ » ১১

নেপোলিয়ানকে অস্ত্র করলেন ট্রাম্প

তাঁর বিরুদ্ধে আইন ভাঙার অভিযোগ উঠলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্রাট নেপোলিয়ানের উদ্ধৃতিকে ব্যবহার করে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
| ২৮° | ১৪° | ২৯° | ১২° | ২৯° | ১৪° | ২৯° | ১৩° |

সংঘে যোগ দিতে ডাক ভাগবতের » ৫

8 ফাল্গুন ১৪৩১ সোমবার ৫.০০ টাকা 17 February 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 269

# কুম্ভপথে রক্তাক্ত রাজধানী

দুই জনসমুদ্র।। বাঁদিকে প্রয়াগরাজে পুণ্যার্থীদের ভিড় রবিবার। ডানে শনিবার রাতে বিপর্যয়ের আগে নয়াদিল্লির স্টেশনে লাইনে নেমে পড়েছেন যাত্রীরা।

বিবেকানন্দপল্লি

## দরিদ্রদের কেউ পাননি আবাসের ঘর

**সৌরভ দেব**

**জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দপল্লি এলাকায় তিনটি বুথ রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৫ হাজার বাসিন্দা। এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র। অথচ আবাস যোজনায় ঘরপ্রাপকদের তালিকায় নাম ওঠেনি কারও। আবাস-বঞ্চনার ক্ষোভ তো দীর্ঘদিন ধরেই জমছিল। সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটল রবিবার সকালে। প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আবাস যোজনার ঘরের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন বিবেকানন্দপল্লি এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সরকারি ঘরের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে তাঁরা একাধিকবার জানিয়েছিলেন। তারপরেও কোনও লাভ হয়নি। বিবেকানন্দপল্লির প্রবীণ নাগরিক মালা রায়ের একচিলতে টিনের ছাউনির ঘর। সেখানেই কোনওরকমে মাথা গুঁজে থাকেন। একটু ভারী বৃষ্টি হলেই ঘর জলে ভেসে যায়। ঘরের জন্য আবেদন করেও পাননি। হতাশ মালা বলেন, 'ভোটের সময় নেতারা এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ঘরে পেয়ে যাব। কিন্তু এখন যে ঘরের তালিকা প্রকাশ হয়েছে তাতে আমাদের এলাকার কারও নাম নেই। আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।'

কথা হচ্ছিল বিবেকানন্দপল্লির আরেক বাসিন্দা দুলালি বালার সঙ্গে। তাঁরও একই অভিযোগ। তিনি বলেন, 'প্রায় এক বছর আগে আমরা ঘরের জন্য যাবতীয় নথি জমা দিয়েছিলাম। আমাদের পাশের গ্রামে অনেকেই ঘর পেয়েছেন। এমনকি আশপাশের গ্রামে অনেকেই ঘর পেয়েছেন, যাঁদের পাকা বাড়িও রয়েছে। কিন্তু আমাদের গ্রামে একজনও ঘর পাননি।'

*এরপর দশের পাতায়*

**পথে বিক্ষোভ**

- খড়িয়ার বিবেকানন্দপল্লিতে ৫ হাজার মানুষের বাস
- এই এলাকার বাসিন্দাদের অধিকাংশই গরিব এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে আছেন
- আবাস যোজনার ঘর না পেয়ে রবিবার তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে পথে নামেন
- পঞ্চায়েতের দাবি, প্রযুক্তিগত ত্রুটির জন্য এই বিভ্রাট

## মৃত ১৮, বিভ্রান্তির জেরেই স্টেশনে বিপর্যয়

**নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** মহাকুম্ভে যেতে গিয়ে শনিবার রাতে নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৮ হয়েছে। রবিবার মৃতদের তালিকা প্রকাশ করেছে দিল্লি পুলিশ। গুরুতর আহত কমপক্ষে ১০ জন। হতাহতদের বেশিরভাগ বিহার এবং দিল্লির বাসিন্দা। তবে দুর্ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও হুড়োহুড়ির কারণ নিয়ে জট কাটেনি। বরং রেল, পুলিশ এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া পরস্পর-বিরোধী খবরে প্রকৃত ঘটনা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

প্রয়াগরাজের পর দিল্লিতে পদপিষ্টের ঘটনায় ভিড় নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। হুড়োহুড়ির সময় রেলকর্মী ও পুলিশের দেখা মেলেনি বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। মৃত ও আহতদের উদ্ধারেও দেরি হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার অবশ্য 'কুম্ভ মুড'-এ দেখা গিয়েছে নয়াদিল্লি স্টেশনকে। শনিবারের দুঃস্বপ্ন ভুলে মহাকুম্ভে যাওয়ার জন্য যাত্রীদের হুড়োহুড়ির চেনা ছবিটাই ধরা পড়েছে। আগের রাতের চিহ্ন হিসাবে রয়ে গিয়েছে স্টেশনের একাংশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা যাত্রীদের চটি, জুতো, মালপত্র। দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। গুরুতর আহতরা পাবেন আড়াই লক্ষ টাকা। যাঁদের সামান্য চোট-আঘাত লেগেছে তাঁরা ১ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

পুলিশ সূত্রে দাবি, মহাকুম্ভে যাওয়ার জন্য শনিবার রাত ১০টার আশপাশে পরপর ২টি ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস। সেটি ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ার কথা ছিল। সেজন্য ওই প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের ভিড় উপচে পড়েছিল। কিন্তু ট্রেনটি আসতে দেরি হয়। তার পরিবর্তে জম্মুগামী একটি ট্রেন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রয়াগরাজ স্পেশাল নামে আরও একটি ট্রেনের ঘোষণা হয়। ফলে প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেসের যাত্রীদের মনে হয় তাঁদের ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম বদল করা হয়েছে। এরপরেই ১৬ নম্বরের যাত্রীরা তাড়াহুড়ো করে ১৪ নম্বরের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন। সেখানে আগে থেকে হাজির ছিলেন প্রয়াগরাজ স্পেশালের যাত্রীরা। মানুষের চাপে ওভারব্রিজ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ভিড়ের চাপে এক যাত্রী পড়ে যান। তখনই পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে, মোট ৪টি ট্রেন প্রয়াগরাজের দিকে যাচ্ছিল। তার মধ্যে ৩টি ট্রেন নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে চলছিল। যার জেরে স্টেশনে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ভিড় হয়েছিল। একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী আবার দাবি করেছেন, প্রয়াগরাজ স্পেশাল ট্রেনটি ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসার কথা থাকলেও আচমকা সেটি ১৬ নম্বরে আসবে বলে ঘোষণা করা হয়। ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার এটাও একটি কারণ। রেল অবশ্য যাবতীয় দাবি-অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে।

উত্তর রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক হিমাংশু শেখর বলেন, 'কোনও ট্রেন বাতিল হয়নি। শেষমুহূর্তে বদল হয়নি প্ল্যাটফর্মও। প্রতিটি ট্রেন সময়ে চলেছে।' তিনি জানান, স্টেশনে খুব ভিড় ছিল। অনেকে তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন।

*এরপর দশের পাতায়*

দিল্লিতে ১৮ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর মন ভেঙে দিয়েছে। এটি আরও বেশি করে মনে করিয়ে দিল যে, মানুষের সুরক্ষার ব্যাপারে পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা কত জরুরি। যাঁরা মহাকুম্ভে যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য উন্নত পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। রেলের অব্যবস্থার কারণে এতগুলি মানুষকে প্রাণ দিতে হল। রেলমন্ত্রীকে এর দায় নিতে হবে। এই কুম্ভের কোনও অর্থ হয়? এটা একদম ফালতু।

লালুপ্রসাদ যাদব
*আরজেডি সুপ্রিমো*

ভেঙে পড়েছেন স্বজনহারারা। দুর্ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও হুড়োহুড়ির কারণ নিয়ে জট কাটেনি। পরস্পর-বিরোধী খবরে প্রকৃত ঘটনা নিয়ে ধোঁয়াশা।

## রেলের দিকে উঠছে আঙুল

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে শনিবার রাতের ভয়াবহ পদপিষ্টের ঘটনায় রেল-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন উঠছে। যেসব প্রশ্নের কোনও উত্তর মেলেনি। নয়াদিল্লি রেলস্টেশন দেশের অন্যতম ব্যস্ত ও স্পর্শকাতর স্টেশনগুলির মধ্যে একটি। প্রতিদিন এখানে পাঁচ লক্ষেরও বেশি যাত্রী যাতায়াত করেন। নিরাপত্তার জন্য আরপিএফের বিশেষ গোয়েন্দা ইউনিটও এখানে মোতায়েন থাকে, যাদের কাজ হল যে কোনও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির আগাম তথ্য সংগ্রহ করা। তবুও কেন তারা স্টেশনে বাড়তে থাকা বিপুল জনসমাগমের আগাম বার্তা দেয়নি? এই প্রশ্ন এখন মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। দুর্ঘটনার সময়ে স্টেশনে মোতায়েন আরপিএফের সদস্যই বা এত কম ছিল কেন, উঠেছে সেই প্রশ্নও।

দিল্লি পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, যাত্রীরা 'প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস' এবং 'প্রয়াগরাজ স্পেশাল' ট্রেনের মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অনেকেই ভেবে নিয়েছিলেন, তাঁদের ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে। ফলে প্ল্যাটফর্ম বদল করতে গিয়ে প্রচণ্ড ভিড় তৈরি হয়। এর মধ্যেই চারটি প্রয়াগরাজগামী ট্রেনের মধ্যে তিনটি দেরিতে চলছিল। ফলে স্টেশনে যাত্রীদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়, যা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঠেলে দেয়।

ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৫০০ জেনারেল টিকিট বিক্রি হচ্ছিল। কিন্তু ট্রেন ছিল মাত্র দুটি!

*এরপর দশের পাতায়*

## '৪৪ বছরে এত ভয়ংকর রাত দেখিনি'

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** এক রাতের অতল অন্ধকার, রয়ে গেল কিছু প্রশ্ন, কিছু কান্না। শনিবারের ভয়াবহ রাত পেরিয়ে এসেছে রবিবারের সকাল। তবে সেই রাতের স্মৃতি যেন এখনও রয়ে গিয়েছে প্ল্যাটফর্মের বাতাসে, মানুষের চোখের জল আর হাহাকারে। নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে রবিবার সকালে যে দৃশ্য দেখা গেল, তাতে একটা কথা স্পষ্ট, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। ভারী বুটের আওয়াজ, আরপিএফ ও দিল্লি পুলিশের ব্যস্ত টহলদারি, লাগাতার নজরদারি, যেন রাতের সেই ভয়াবহতার সব চিহ্ন মুছে ফেলতে ব্যস্ত প্রশাসন।

৪৪ বছর ধরে নয়াদিল্লি স্টেশনে কুলি হিসেবে কাজ করছেন কৃষ্ণকুমার যোগী ও বলরাম। ট্রেন থেকে নামা যাত্রীদের মালপত্র বয়ে দেওয়া তাঁদের নিত্যদিনের কাজ। কিন্তু শনিবার রাতে, তাঁদের হাত কাঁপছিল অন্য কারণে। তাঁরা একটার পর একটা নিথর দেহ তুলেছেন অ্যাম্বুল্যান্সে। বলরামের কণ্ঠে কষ্ট, 'রাতভর চোখের পাতা এক করতে পারিনি। ঘুম আসেনি। তাই সকাল হতেই প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছি, যদি কিছু করতে পারি।' একটু থেমে বললেন, '৪৪ বছরে স্টেশনে এত ভয়ংকর রাত দেখিনি। রেলের এমন অব্যবস্থা, তা আর না বলাই ভালো।'

আবার ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের সিঁড়ির নীচে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা মুক্তেশ্বর যাদবের চোখে শুধুই আতঙ্ক আর আক্ষেপ। ৬০ বছরের মানুষটির কান্নাভেজা গলা, 'এই তৎপরতা যদি কাল দেখা যেত! তাহলে এতগুলো প্রাণ অকালে চলে যেত না!' উত্তরপ্রদেশের বালিয়া থেকে স্ত্রী লালি দেবীর সঙ্গে কুম্ভে যাওয়ার জন্যই এসেছিলেন তিনি। কিন্তু এখন তাঁর হাতে শুধুই স্ত্রীর পরিচয়পত্র, আর মনে ভয়, যদি তিনি আর খুঁজে না পান লালিকে।

*এরপর দশের পাতায়*

## দাবি-পালটা দাবি

- শনিবার রাত ৯.৩০ থেকে ১০.১৫-র মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে
- ১৪ এবং ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে মহাকুম্ভগামী প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস এবং প্রয়াগরাজ স্পেশাল ছাড়ার কথা ছিল
- প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস আসতে দেরি হচ্ছিল
- সেই সময় মাইকে ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রয়াগরাজ স্পেশাল আসার কথা ঘোষণা হয়
- এক্সপ্রেসের যাত্রীরা ভাবেন তাঁদের ট্রেন ১৬ নম্বরে আসছে
- তাড়াহুড়ো করে ১৪ থেকে ১৬-য় যাওয়ার পথে ঘটে দুর্ঘটনা

রেল অবশ্য যাবতীয় দাবি খারিজ করে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, কোনও ট্রেন বাতিল হয়নি। শেষমুহূর্তে বদল হয়নি প্ল্যাটফর্মও। প্রতিটি ট্রেন সময়ে চলেছে।

## চেয়ারম্যান আজ বসবেন চেয়ারে

**অভিষেক ঘোষ**

**মালবাজার, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** তিনি মাল পুরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন মাসখানেক ধরেই। কিন্তু সেই যে দায়িত্ব নেওয়ার দিন অল্প সময়ের জন্য চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসেছিলেন উৎপল ভাদুড়ি, তারপর থেকে আর কিন্তু সেই চেয়ারে বসেননি। প্রোটোকল মেনেছেন। সোমবার তাঁর চেয়ারম্যান পদে 'অভিষেক'। সোমবার থেকে তিনি আক্ষরিক অর্থেই 'চেয়ারম্যান'।

মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের পদের দায়িত্ব পালনের শপথ নেবেন উৎপল। সেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সম্পন্ন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মালবাজার শহরের বেশ কয়েকজন প্রবীণ নাগরিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সোমবার মহকুমা শাসক শুভম কুণ্ডল তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন। দুপুর ১২টায় মাল মহকুমা শাসকের দপ্তরের কনফারেন্স হলে চেয়ারম্যান পদে শপথবাক্য পাঠ করবেন উৎপল। তিনি বলেন, 'শপথগ্রহণটা সম্পূর্ণ একটি আনুষ্ঠানিক বিষয়। শপথ নেওয়ার পর পুরসভার নাগরিকদের প্রতি আমার দায়িত্ব বেড়ে যাবে।'

ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখে মাল পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান পদে উৎপল ভাদুড়ির নাম সমর্থন করেন তৃণমূলের সমস্ত কাউন্সিলাররা। দলনেতা তথা কাউন্সিলার নারায়ণ দাসের এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা নিজেও। সেদিন রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক মাল গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে পুরসভায় পৌঁছে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন উৎপলকে। সেদিন মন্ত্রীর অনুরোধে কিছুক্ষণের জন্য চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসলেও তারপর থেকে তিনি আর সেই চেয়ারে বসেননি। সেই চেয়ারের পাশে রাখা অন্য একটি চেয়ারে বসতেন উৎপল।

সেই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বুলু, জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ, যুব সভাপতি সন্দীপ ছেত্রী, মাল ব্লক সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ, টাউন সভাপতি অমিত দে সহ দলের বিভিন্ন পদাধিকারীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তৃণমূল কাউন্সিলারদের পাশাপাশি বিজেপির একজন কাউন্সিলার সুশান্ত সাহাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমন্ত্রিত অতিথির তালিকায় আছেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহাও।

বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'আমাদের শহরের উন্নয়ন থমকে আছে। আশা করছি, উৎপল চেয়ারে বসে নিরপেক্ষভাবে পুরসভার উন্নয়নের কাজ করবেন।' কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত দাস বলেন, 'এর আগে অনেক দুর্নীতি হয়েছে মাল পুরসভায়। আশা করছি নতুন চেয়ারম্যান স্বচ্ছভাবে প্রশাসন পরিচালনা করবেন।'

*আজ সরকারিভাবে পুরসভার দায়িত্ব নেবেন উৎপল ভাদুড়ি।*

*এরপর দশের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

## বোর্ড মিটিং 'বন্ধ' জলপাইগুড়ি পুরসভায়

**সৌরভ দেব**

**জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** যে কোনও পুরসভায় প্রতি মাসে একবার করে বোর্ড মিটিং হওয়ার কথা। জলপাইগুড়ি পুরসভার সেই বোর্ড মিটিং গত চার মাসে একবারও হয়নি। বোর্ড মিটিং না হওয়ার কারণে কাউন্সিলাররা তাঁদের অভাব-অভিযোগ কিছুই জানাতে পারছেন না পুর কর্তৃপক্ষকে। আবার, মিটিং না হওয়ায় আয়ব্যয়ের হিসেব পেশ সহ বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করা বা একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ।

কেন বোর্ড মিটিং হচ্ছে না? এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর নেই কর্তৃপক্ষের কাছে। কেন বোর্ড মিটিং হচ্ছে না তা জানতে পুর কর্তৃপক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন খোদ জেলা শাসক। ওই বৈঠকের পর পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, প্রতি মাসে বোর্ড মিটিং হবে। কিন্তু পুজোর পর থেকে রবিবার পর্যন্ত কোনও বোর্ড মিটিং হয়নি। কর্তৃপক্ষের সাফাই, বোর্ড মিটিং না হলেও প্রতি মাসেই কোনও না কোনও বিষয়ের ওপর বিশেষ বৈঠক হচ্ছে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ডিসেম্বর মাসে আমরা রিভাইজড বাজেট মিটিং করেছি। এছাড়াও টোটো এবং পার্কিং সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিশেষ মিটিং হয়েছে। আগামী সপ্তাহে চেয়ারম্যান পারিষদের সদস্যদের বৈঠক হবে। তারপরেই বোর্ড মিটিং ডাকা হবে।' সৈকতের কথাতেই পরিষ্কার, বোর্ড মিটিং নিয়ে এখনও কোনও দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি।

একমাত্র বোর্ড মিটিংয়েই হাউস বিল্ডিং এবং কমার্সিয়াল বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হয়ে থাকে। কয়েক মাস ধরে বোর্ড মিটিং না হওয়ায় ১০০টিরও বেশি হাউস বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। একইভাবে বাড়ি মিউটেশন অনলাইনে হলেও তা বোর্ড মিটিং আলোচনার মাধ্যমেই পাশ হয়। সেই কাজও হচ্ছে না।

এর আগে নিয়মিত বোর্ড মিটিং না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তৃণমূলেরই তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও তিনি সরব হয়েছেন। তপন বলেন, 'প্রতি মাসে বোর্ড মিটিং হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ একমাত্র বোর্ড মিটিংয়ে সব ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা একসঙ্গে বসে খোলামেলা আলোচনা করা যায়। তাতে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। কী কারণে প্রায় চার মাস ধরে বোর্ড মিটিং হচ্ছে না তা কর্তৃপক্ষই বলতে পারবে।'

জেলা শাসকের সেই নির্দেশ টেনে পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলার অম্লান মুন্সি বলেন, 'এখন তো দেখা যাচ্ছে প্রশাসনের নির্দেশও শুনছে না কর্তৃপক্ষ।'

গত বছর অক্টোবর মাসে পুজো উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া বিশেষ বৈঠকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল পুরসভার বোর্ড মিটিং।

*এরপর দশের পাতায়*

*ফের বিতর্কে জলপাইগুড়ি পুরসভা।*

**কাজ আটকে**

- চার মাস ধরে পুরসভার বোর্ড মিটিং হচ্ছে না
- ১০০টিরও বেশি হাউস বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের অপেক্ষায়
- বাড়ি মিউটেশন অনলাইনে হলেও পাশ হয়নি

# মেলার শেষ প্রস্তুতি

**হলদিবাড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** দিনরাত এক করে জোরকদমে চলছে ঐতিহ্যবাহী হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নের প্রস্তুতি। আগামী মঙ্গলবার ও বুধবার মেলা হবে। সোমবার বিকেলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৮১তম এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন হুজুর সাহেবের ইসালে সওয়াব বংশধর গদিনশিন হুজুর খন্দকার মহম্মদ নুরুল হক।

হুজুরের মাজার চত্বরে প্রায় ৩৩ বিঘা জমিতে এই মেলার আয়োজন করা হয়। ইতিমধ্যে প্রতিবেশী রাজ্য সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা নিজেদের পসরা নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে হাজির হতে শুরু করেছেন। কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলম সরকার বলেন, 'ইতিমধ্যে ব্যবসায়ীরা নিজেদের পসরা নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে হাজির হয়েছেন। প্রায় তিন হাজার দোকান বসবে বলে আশা করা হচ্ছে।'

ইসালে সওয়াব কমিটির কোষাধ্যক্ষ নুর নবিউল ইসলাম জানান, হুজুরের মাজার এবং মেলার নিরাপত্তার জন্য বসানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ওয়াচটাওয়ার। পুলিশের পাশাপাশি মেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে থাকছেন মেলা কমিটির নিজস্ব ৭০০ জন স্বেচ্ছাসেবক। হুজুর সাহেবের বংশধর সাজু হুজুর বলেন, 'মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের মানুষের কাছেও এই মেলা সমান জনপ্রিয়। সম্প্রীতির এক অনন্য নজির তৈরি হয় এই ঐতিহ্যবাহী মেলায়।' কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির এড়াতে প্রস্তুত হলদিবাড়ি থানার পুলিশও।

## আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে
**প্রথম কদম ফুল**
সন্ধে ৭.৩০
**আকাশ আট**

### সিনেমা

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৭.০০ প্রণমি তোমায়, ১০.০০ রাখে হরি মাকে কে, দুপুর ১.০০ মহাগুরু, বিকেল ৪.০০ মস্তান, সন্ধে ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.৩০ সত্যমেব জয়তে, ১.০০ সিনেমাওয়ালা।
**জি বাংলা সিনেমা :** বেলা ১১.৩০ মিলন তিথি, দুপুর ২.০০ শতরূপা, বিকেল ৫.০০ পূজা, রাত ১০.০০ মেমসাহেব, ১২.৩০ ভয়।
**জলসা মুভিজ :** দুপুর ১.৩০ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.১০ সন্ত্রাস, সন্ধে ৭.০০ বাঙালি বাবু ইংলিশ মেম, রাত ৯.৫৫ সহজ পাঠের গপ্পো।
**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ মাল্যদান
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ সাথী
**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ মর্যাদা
**ডিডি ন্যাশনাল :** দুপুর ১.০০ মেরি জবান
**জি সিনেমা :** বেলা ১১.৩৪ কুগল কুটাপ্পা, দুপুর ২.০০ বিবাহ, বিকেল ৫.২৭ হিরো-দ্য বুলেট, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্ধ, রাত ১১.১৭ রাক্ষসী
**অ্যান্ড পিকচার্স :** বেলা ১১.০৫ এক বিবাহ অ্যায়সা ভি, দুপুর ১.১৬ ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া, বিকেল ৫.০৬ রাবণাসুরা, সন্ধে ৭.৩০ বিবাহ, রাত ১০.৪৮ অ্যাটাক

মহাগুরু দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া
দুপুর ১.১৫ অ্যান্ড পিকচার্স

কোকো বিকেল ৫.১৫
স্টার মুভিজ

**সোনি ম্যাক্স :** বেলা ১১.৪৫ আজহার, দুপুর ২.১৫ জিতা, বিকেল ৪.৪৫ অব তক ছপ্পন-টু, সন্ধে ৭.০০ সুরমা, রাত ৯.৩০ ম্যায় হুঁ লাকি দ্য রেসার।
**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি :** দুপুর ১২.৩২ খালি পিলি, ২.৩১ ইংলিশ ভিংলিশ, বিকেল ৪.৫১ ভীড়, সন্ধে ৬.৩৬ তমাশা, রাত ৯.০০ তলাশ, ১১.৪০ ব্লার।

মহাকুম্ভ রাত ১০.৩০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল

## জাতীয় গেমসে বাংলার ৪৭ পদকে উত্তরের প্রাপ্তি ২

# আঁধারেই উত্তরের খেলার জগৎ

**সোয়েব আজম**

**শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** মালদা থেকে ঝাড়গ্রামের দূরত্ব ৩৮২ কিমি। ২০১৮ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সেই সেই দূরত্ব পার করেছিল গাজোলের ধোবাপাড়ার ছেলে জুয়েল সরকার। ঝাড়গ্রামে বেঙ্গল আচারি অ্যাকাডেমির ছাত্র জুয়েল বাংলার তিরন্দাজিতে এখন পরিচিত নাম।

জুয়েল উত্তরাখণ্ডে জাতীয় গেমসে উত্তরবঙ্গের একমাত্র সোনাজয়ী অ্যাথলিট। বাকি দুই পদকজয়ী শিলিগুড়ির অনুকূল সরকার ও বাবন বর্মন। খো খো-তে পুরুষদের দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছে তারা। বাকি ছবিটা শুধুই হতাশার। বাংলার মোট ৪৭ পদকের মধ্যে উত্তরবঙ্গের প্রাপ্তি মাত্র ২!

হতাশা আরও বাড়ে ময়নাগুড়ির অ্যাথলেটিক্স কোচ রানা রায়ের কথায়। তাঁর কোচিংয়ে ধূপগুড়ির মল্লিকপাড়া বিদ্যানিকেতনের মাঠ থেকে উঠে এসেছেন জ্যোৎস্না রায় প্রধান, হিমাশ্রী রায়, ভৈরবী রায়, অন্বেষা রায়ের মতো অ্যাথলিটরা। যাঁরা পরে সর্বভারতীয় স্তরে সফল হয়েছেন। রানার আক্ষেপ, 'ছোটবেলায় আমরা স্বেচ্ছায় মাঠে যেতাম। এখন ছেলেমেয়েদের ডেকে মাঠে নিয়ে আসতে হয়। চোখের সামনে হিমাশ্রী, ভৈরবীদের চাকরি-সাফল্য দেখেও মল্লিকপাড়ার মাঠে বাচ্চারা আসতে চায় না।'

*জুয়েল সরকার।*

### সমস্যা যেখানে

- রাজ্য বা জাতীয় স্তরে সফল হওয়ার পরেও চাকরি নেই
- ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে খেলোয়াড়রা
- সিন্থেটিক ট্র্যাক, ইন্ডোর খেলাগুলির জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই
- বর্ষার কাদা-জলের মাঠে প্র্যাকটিস করা যায় না
- নতুন প্রজন্মের খেলায় আগ্রহ ক্রমশ কমছে

উত্তরবঙ্গের জেলার কর্মকর্তারা প্রধান সমস্যা হিসেবে তুলে ধরছেন ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা। একই সঙ্গে রয়েছে ইন্ডোর খেলাগুলির জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব। উত্তরবঙ্গে নেই অ্যাথলেটিক্সের জন্য প্রয়োজনীয় সিন্থেটিক ট্র্যাক।

আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সঞ্চয় ঘোষ বলেন, 'আগে জেলার চা বাগানে নিয়োগ হত। ফলে প্রতিটি বাগানে খেলার দল তৈরি হত। এখন সেটা হয় না। খেলার অন্যান্য চাকরিও কমে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা না থাকায় খেলোয়াড়রা হারিয়ে যাচ্ছে।' শিলিগুড়ির বিধাননগরের হাইজাম্পার আশরাফ আলির কথা মনে করিয়ে মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাথলেটিক্স সচিব বিবেকানন্দ ঘোষের প্রশ্ন, 'জাতীয় স্তরে পাঁচটা সোনা জিতেও ওর চাকরি জোটেনি। আর্থিক নিরাপত্তা না পেলে সাধারণ বাড়ির ছেলেমেয়েরা খেলায় আসবে কেন?'

পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা মনে করিয়ে দেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দত্ত। ফোনে তিনি বললেন, 'জেলার অনেক অ্যাথলিট জাতীয় স্তরে খেলেছে। কিন্তু সারাবছর প্র্যাকটিসের অভাবে তারা পিছিয়ে পড়ছে।'

আলিপুরদুয়ারের কর্তা সঞ্চয় তুলে ধরেন উত্তরবঙ্গের দীর্ঘ বর্ষার কথা, 'জুলাই-অগাস্ট মাসে যখন রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা হয়, তখন উত্তরবঙ্গজুড়ে ঘোর বর্ষা। তখন প্র্যাকটিসের সুযোগ পায় না অ্যাথলিটরা। ফলে কলকাতায় সিন্থেটিক ট্র্যাকে নেমে খেই হারিয়ে ফেলাটাই স্বাভাবিক।'

তাই উত্তরের অ্যাথলিটদের প্র্যাকটিসের জন্য তাকিয়ে থাকতে হয় কলকাতার সাই, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন কিংবা অসমের গুয়াহাটিতে ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামের দিকে। কলকাতা থেকে গুয়াহাটি প্রায় ১০০০ কিমিরও বেশি দূরত্বের মাঝে হারিয়ে যায় কত স্বপ্ন!

এই ঘোর আঁধারের মাঝে আবার ফিরে যাই ময়নাগুড়ির ৬৩ বছরের রানার কাছে। শিক্ষকতার চাকরি থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন ২০২১ সালে। তারপরও রোজ ভোর পাঁচটায় উঠে বাড়ির কাজ সেরে ময়নাগুড়ির মাঠে আসেন কোচিং দিতে। বিকেলে পৌঁছে যান ধূপগুড়ির মল্লিকপাড়ার মাঠে। ৩৮ বছর ধরে রানার এই রুটিনের সঙ্গী সুপার স্পেন্ডার। এখনও চালিয়ে যান কীভাবে জানতে চাইলে একগাল হেসে রানার উত্তর, 'বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এখনও জড়িয়ে আছি। প্রতি বছর একটা না একটা প্রতিভা চোখে পড়েই। তখন নতুন উদ্যমে শুরু করি। এভাবেই এতগুলো বছর পার করে ফেললাম।'

এত সমস্যার মাঝেও রানার মতো মানুষজনের জন্যই টিমটিম করে জ্বলছে উত্তরবঙ্গের খেলার আকাশ।

## জলের দাবিতে মিছিল

**হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** পানীয় জল সরবরাহের পাইপ ভেঙেছে প্রায় একবছর। তা মেরামত করে পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেয়নি কেউ এমন অভিযোগে ও পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে রবিবার কালচিনি ব্লকের লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বনাথপাড়ায় বিক্ষোভ মিছিল করলেন স্থানীয়রা। এলাকার বাসিন্দা রবি মুর্মু বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সহ সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। দ্রুত সমাধান না হলে আমরা বড় আন্দোলন করতে বাধ্য হব।'


### ক্রয়-বিক্রয়

Suitable space approx 1000-4000 sq ft available on rent for Classroom, coaching centre, office at a prime location in Maynaguri, Dist. Jalpaiguri. Proposal for joint venture in Classroom coaching of school subjects may be considered. Contact- 9733322111. Email : baijmng@gmail.com

**DHUPGURI MUNICIPALITY**

| Sl.No. | Tender ID |
|---|---|
| 1 | 2025_MAD_815425_1 |
| 2 | 2025_MAD_815706_1 |

Bid submission end date- 03.03.2025 at 17.00
Sd/- Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

**QUOTATION NOTICE**

The undersigned invites sealed quotations from the reputed agency for the procurement of laboratory equipments for the department of Physics, Chemistry, Biology and Geography for financial year 2024-25. The last date of submission of sealed quotation will be 24/02/2025, by 3:00 pm. For further details, please contact office.

Head Mistress
Maharani Indira Devi Balika Vidyalaya
Cooch Behar

### বিক্রয়

কোচবিহার, রেলগুমটি পোলট্রি ফার্ম-এর উলটোদিকে বাড়ি সহ 5 কাঠা জমি বিক্রি হবে। যোগাযোগ- 9678028596. (C/114613)

### কর্মখালি

শিলিগুড়ি স্থানীয় অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই, সত্বর যোগাযোগ Ph : 8250576319, 8918829592. (C/115046)

●

শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে Aquapuro Systems LLP Company-তে Sales-এর জন্য Sales Representative প্রয়োজন। Salary - 12,000+Incentive Extra ও অন্যান্য সুবিধা। WhatsApp : 9635393135/8670330060. Call - 1800212000123. (M/M)

### অ্যাফিডেভিট

আমি আব্দুল লতিফ আহমেদ, পিতা- মজিরুদ্দিন আহমেদ, ঠিকানা- গ্রাম- দঃ নুনখাওয়াডাঙ্গা, পো- লক্ষ্মীকান্তপাড়া, থানা-বানারহাট, জেলা- জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি ইএম কোর্টে Affidavit দ্বারা মহম্মদ আব্দুল লতিফ নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No- 2615 dated- 7/2/25. আব্দুল লতিফ আহমেদ ও মহম্মদ আব্দুল লতিফ একই ব্যক্তি। (C/115045)

**ক্যান্টিনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা**

টেন্ডার নং. ঃ সি-ক্যান্টিন-এনজেপি-গুডস-২৫-১, তারিখ ঃ ১৩-০২-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ৫ বছরের জন্য গুডস শেড, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে একটি ক্যান্টিন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য লাইসেন্স বরান্দের জন্য টেন্ডার। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ১,৪৬,০০০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৩৬০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৩-০৩-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে


# দুদিন বাড়তি বাস চালাবে পরিবহণ নিগম

**দেবদর্শন চন্দ**

**কোচবিহার, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলা উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত বাস চালাবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। আগামী ১৮ এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি হলদিবাড়িতে হুজুর সাহেবের বার্ষিক ইসালে সওয়াবের আয়োজন করা হয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার কথা ভেবে এই উদ্যোগ নিয়েছে নিগম। মেলার দু'দিনই মাথাভাঙ্গা, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং চ্যাংরাবান্ধা ডিপো থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এ বিষয়ে নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'মাথাভাঙ্গা, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং মেখলিগঞ্জ থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত অতিরিক্ত বাস চালানো হবে। যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে কোচবিহার এবং দিনহাটা থেকেও বাস চালানো হবে।'

দু'দিনের এই মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই উপচে পড়া ভিড় হয়। মেলার দিনগুলিতে শহর তো বটেই, দূরদূরান্তের জেলা, এমনকি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকেও প্রচুর মানুষের সমাগম হয় সেখানে। মাজার প্রাঙ্গণে ধূপকাঠি, মোমবাতি জ্বালান পুণ্যার্থীরা। ইসালে সওয়াব কমিটির সম্পাদক লুৎফর রহমান বলেন, 'অতিরিক্ত বাস চালানোয় মেলায় ভিড় আরও বাড়বে বলে আমরা আশাবাদী।'

# পশুদের উত্ত্যক্ত কাণ্ডে রিলকে দায়ী করছেন ওঁরা

**গোপীকৃষ্ণ সামন্ত**

**শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** বর্তমানে 'মানুষ' কি তাঁর 'মান' এবং 'হুঁশ' দুটিই হারিয়ে ফেলছে সোশ্যাল মিডিয়ায় রিল তৈরির নেশায়? না হলে আজ কীভাবে তাঁরা পশুদের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠছেন!

মানুষ-পশুর সংঘাত নিয়ে গত কয়েকদিনে উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি ঘটনায় বিরক্ত সকলেই। মনোবিদ থেকে শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক থেকে বনকর্তা। তাঁদের অধিকাংশের তোপে রিল। তাঁদের আলোচনায় উঠে

### সোচ্চার বিশেষজ্ঞরা

আসছে ভিডিও বা রিল বানানোর জন্য বন্যপশু বা সারমেয়দের নানাভাবে উত্ত্যক্ত করার ঘটনা।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের অধ্যাপক উত্তম মজুমদারের কথায়, 'অনেক সময় দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করেই চোখের সামনে হাতি বা কোনও বন্যপশুদের দেখলে তা ক্যামেরাবন্দি করতে চাইছেন অনেকে। কিন্তু তাতে যে বন্যরা বিরক্ত হয়ে পড়ছে সেটা হয়তো বুঝতে পারছেন না কেউ। পৃথিবীটা যে সকলের, এই বোধের অভাব এখনও রয়ে গিয়েছে। অবিলম্বে এই দৃষ্টিভঙ্গির বদল প্রয়োজন।'

বন দপ্তরের সচেতনার পরেও এমন কেন ঘটছে? উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বললেন, 'মানুষ সচেতন না হলে, এধরনের ঘটনা আটকানো অসম্ভব।'

**ঘটনা ১ :** ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল লোকালয়ে চলে আসা হাতিটিকে তাড়াতে আর্থমুভার দিয়ে আঘাত করা হয়। বহু মানুষ মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করতে থাকেন।

**ঘটনা ২ :** সম্প্রতি মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপুচাপুর চা বাগানে এক চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়। চিতাবাঘটির লেজ ধরে টানাটানি করার পাশাপাশি সেই দৃশ্য মোবাইলবন্দি করা হয়।

**ঘটনা ৩ :** নকশালবাড়িতে একটি সারমেয় তার সন্তানদের জন্য খাবারের খোঁজ করতে গেলে এক ব্যক্তি কুকুরটির ওপর আঘাত করে। চারপেয়েটির ডানদিকের চোখটি ঝুলে পড়ে। চোখটি বাদ দিতে হয়।

**ঘটনা ৪ :** শিলিগুড়ির দুর্গানগর এলাকায় শীতের সন্ধ্যায় একটি পথকুকুরকে নালায় ফেলে ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি করে এক তরুণ।

**ঘটনা ৫ :** সম্প্রতি গরুমারা-লাটাগুড়ির জঙ্গলে শাবক সহ একটি হাতিকে দেখে ভিডিও, রিল বানানোয় বিরক্ত হয়ে একসময় সে তেড়ে আসে।

বর্তমান আধুনিক যুগে আমাদের সকলেরই হাতে হাতে ঘুরছে দামি মোবাইল। স্কুলের গণ্ডি টপকানোর আগেই পড়ুয়াদের হাতে চলে আসছে এই যন্ত্র। লাইক, কমেন্ট, শেয়ারের নেশায় বুঁদ বাঙালি ভুলে যাচ্ছে রিল বা ভিডিওর বিষয় কোনটা হওয়া উচিত আর কোনটা নয়।

কিন্তু কেন বাঙালি এতটা রিলসের ভক্ত হয়ে উঠছে? সমীক্ষা বলছে বর্তমান প্রজন্ম কম বয়সেই স্বনির্ভর হতে চাইছে। এর জন্য সহজ পথ হিসাবে বেছে নিচ্ছে, ইউটিউব, ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মকে। কিন্তু কেন? এর উত্তর এখন বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খুলে নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত লাইক, সাবস্ক্রাইবের গণ্ডি টপকাতে পারলেই টাকা রোজগারের পথ খুলে যাচ্ছে। আর এতেই মজেছে বাঙালি।

পশুপ্রেমী সংগঠন নির্বাক আরণ্যকের সভাপতি দেবর্ষিপ্রসাদ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'ভিডিও বা রিল বানাতে গিয়ে যেভাবে বন্যপশু বা সারমেয়দের উত্ত্যক্ত করা হচ্ছে এটা কখনোই কাম্য নয়। এটা সামাজিক ব্যাধি।' চিকৎসকরা বলছেন, বর্তমানে প্রজন্মের একটা বড় অংশ মাদক আসক্তির থেকেও বেশি রিলসে আসক্ত হয়ে পড়ছে। অবিলম্বে এই ট্রেন্ডে লাগাম না লাগাতে পারলে সামনে হয়তো ভয়ংকর দিন অপেক্ষা করছে। এর জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট তৈরির ক্ষেত্রে যেমন কঠোর নিয়মের কথা তাঁরা বলছেন, ঠিক তেমনই শিশুদের হাতে মোবাইল দেওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ তাঁরা দিচ্ছেন। অন্যদিকে পশুপ্রেমী ও বনকর্তারা বলছেন, বন, জঙ্গল বা পাহাড়ের পথে বন্যপশুদের দেখলেই রিল বা ভিডিও করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

**মেষ :** কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। ঘরের কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকবেন। **বৃষ :** নিজের শরীর নিয়ে অযথা উৎকণ্ঠা। বাবার সঙ্গে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। **মিথুন :** মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। নতুন অফিসে যোগদান। **কর্কট :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সমস্যায় যেচে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **সিংহ :** দীর্ঘদিনের বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ। **কন্যা :** হিংস্র পশু থেকে সাবধান। ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। **তুলা :** কোনও কারণে প্রচুর অর্থব্যয় হতে পারে। মেয়ের চাকরি হওয়ায় আনন্দ। **বৃশ্চিক :** পিঠ ও কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। নতুন সম্পত্তি কেনার ভালো সুযোগ পেতে পারেন। **ধনু :** খেলোয়াড়, গায়ক ও অভিনেতারা আজ উল্লেখযোগ্য সুযোগ পাবেন। প্রেমে সফল। **মকর :** নতুন কাজে যোগ দিতে পারেন। জনসেবায় থেকে মানসিক আনন্দ। **কুম্ভ :** কেউ মিথ্যে অপবাদ দিতে পারে। দাম্পত্যের ঝামেলা কাটায় স্বস্তি মিলবে। **মীন :** ব্যবসার জন্য ধার করতে হতে পারে। পাওনা আদায় হবে।

### দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ ফাল্গুন, ১৪৩১, ভাঃ ২৮ মাঘ, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ৪ ফাগুন, সংবৎ ৫ ফাল্গুন বদি, ১৮ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৪, অঃ ৫।২৯। সোমবার, পঞ্চমী রাত্রি ২।৪৪। চিত্রানক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।৫৪। শূলযোগ দিবা ৮।০। কৌলবকরণ দিবা ১।৪০ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ২।৪৪ গতে গরকরণ। জন্মে-কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, অপরাহ্ণ ৪।৩৬ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, শেষরাত্রি ৫।৫৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ২।৪৪ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।৩৮ গতে ৯।৩ মধ্যে ও ২।৪০ গতে ৪।৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৬ গতে ১১।৫২ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পূর্বে নিষেধ, দিবা ৮।০ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১০।২৪ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ১১।৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ১১।৫২ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ২।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।৩৮ মধ্যে পুনঃ দিবা ১০।২৪ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দীক্ষা নবশষ্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২৬ মধ্যে ও ১০।৩৫ গতে ১২।৫৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৮ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ২।৩৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।১৮ গতে ৪।৫২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

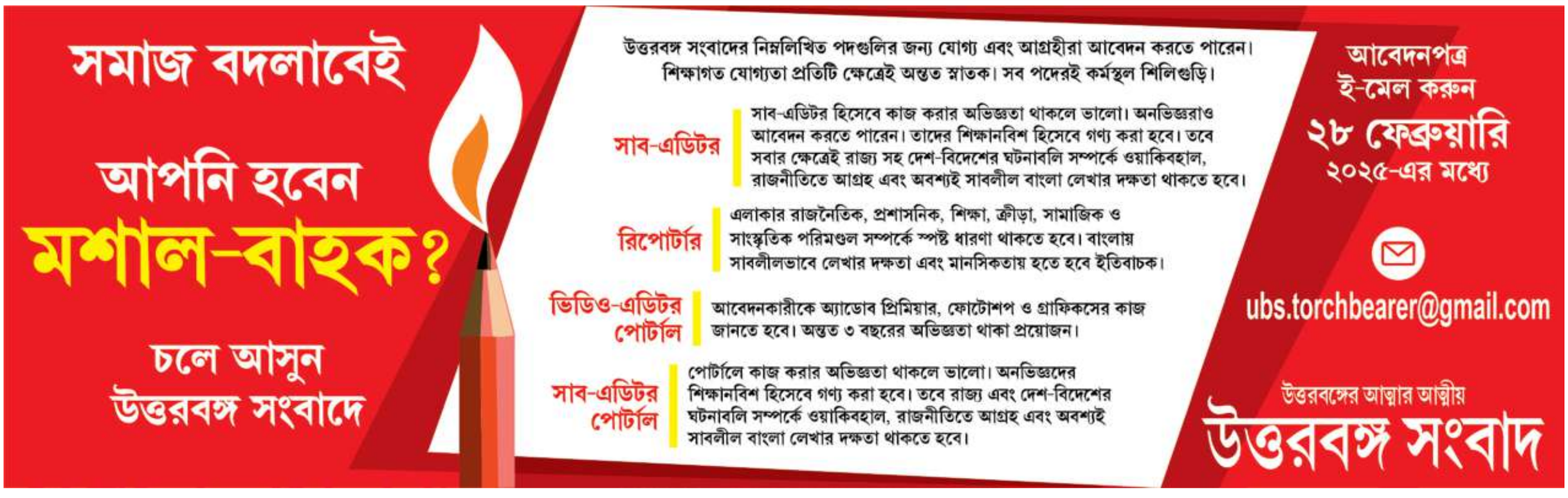

# পরিষেবা নিতে গেলে শুধু রেফার

গ্রামের কয়েক লক্ষ মানুষ এখনও অসুস্থ হলে ছুটে আসেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও গ্রামীণ হাসপাতালেই। হাসপাতালগুলির হাল কেমন, খতিয়ে দেখল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।
আজ **মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল।**

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

**শুভজিৎ দত্ত ও রহিদুল ইসলাম**

**চালসা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :**গত বছর সুশ্রী কায়াকল্পে গোটা রাজ্যে স্থান ছিল যুগ্মভাবে দ্বিতীয়। তবে সেই মর্যাদা এখন টিকিয়ে রাখাই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের কাছে। পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে ওই হাসপাতাল। পরিষেবার জন্য সেখানে গেলেই শুধু অন্যত্র রেফার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী। নেই সিজারের ব্যবস্থাও। এতে পরিষেবা নিতে এসে সমস্যায় পড়ছে রোগীরা।

এই যেমন সামসিং চা বাগানের মায়া প্রধানের অভিজ্ঞতার কথাই ধরা যাক। হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ডাক্তারবাবু এক্স-রে করাতে বলেছেন। সেটার ব্যবস্থাও নেই মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। রেফার করা হয়েছে মালবাজারের বড় হাসপাতালে। সামসিং থেকে মঙ্গলবাড়ি আসতে খরচ হয় ৫০ টাকা। যাতায়াত মিলিয়ে ১০০ টাকা। এবার যদি আবার অন্যদিন বাড়ি থেকে মালবাজারে যেতে হয় তবে বাড়তি খরচ আরও ১০০ টাকা।

*পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল।*

বাগানে কাজ করি। আমাদের পক্ষে কি আর এসব সম্ভব।'

সম্প্রতি চালসার বাসিন্দা আশুতোষ সরকার ওই হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে আসেন। তাঁর চোখের সমস্যা রয়েছে। তিনি বলেন, হাসপাতালে এসে শুনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নেই। অগত্যা ভরসা ১০ কিলোমিটার দূরের সেই মালবাজারের সরকারি হাসপাতাল কিংবা গাঁটের কড়ি খরচ করে কোনও ডাক্তারের প্রাইভেট চেম্বার।' পরিকাঠামোর অভাবে এভাবে হয়রানি পোহাতে হচ্ছে অনেককেই।

ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অরিন্দম মাইতি বলেন, 'ডাক্তার বা কর্মীসংখ্যার ঘাটতির কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তারাও বিষয়টি দেখছে। মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে আমাদের প্রচেষ্টায় কোনও খামতি নেই। পুরস্কার প্রাপ্তি কিন্তু সেই উদ্যোগেরই ফসল।'

হাসপাতালের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়বে একটি ঝাঁ চকচকে ভবন। যা কোভিড ব্লক নামে পরিচিত। এখন আর সেখানে কোনও রোগী নেই। সেখানেই চলছে হাসপাতালের আউটডোর। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল হাসপাতালে আলাদা কোনও ওপিডি ভবন নেই। সেখানে

> ২০২০ সালে বানারহাটকে আলাদা ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সম্প্রতি সেখানকার সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে (প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র) গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীতকরণের সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নে ৩০ কোটি ৩২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৬৯ টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। আলাদা ব্লক হিসেবে ঘোষিত ক্রান্তির উত্তর সারিপাকুড়ি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নিয়ে কোনও সরকারি ঘোষণা নেই।

রোগীর চাপ যথেষ্ট। দিনে গড়ে ৫০০-৫৫০ পরিষেবা নিতে আসেন। ৩০ শয্যার ইন্ডোরে প্রতিদিন গড়ে ২০ জন ভর্তি থাকেন। সিজারের ব্যবস্থা না থাকলেও নর্মাল ডেলিভারি হয় প্রতি মাসে গড়ে ৪০-৫০টি।

ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘাটতি সেখানে সমস্যা আরও বাড়িয়েছে। মাত্র ৩ জন চিকিৎসক দিয়ে কোনওরকমে কাজ চলছে। এছাড়া, ১৩ জন নার্স, জেনারেল ডিউটি অ্যাসিস্ট্যান্ট (জিডিএ) ৪ জন। স্থায়ী সাফাইকর্মী তো নেই-ই। বাইরে থেকে ২ জনকে নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। এত সমস্যা। তবে সেগুলো প্রশাসনের কানে তুলবে কে? দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পদে কেউ নেই। ফলে অভিভাবকহীন ওই গ্রামীণ হাসপাতাল।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে সুশ্রী কায়াকল্পে রাজ্যে মঙ্গলবাড়ি হাসপাতালের স্থান ছিল ২৯তম। ২০২৩-এ দৌড় শেষ হয় ১৫তম স্থানে। চা বাগান ও বনবস্তি ঘেরা মেটেলি ব্লকের গ্রামীণ হাসপাতালটি যে ক্রমশ প্রগতির পথে তা নিয়ে সংশয় নেই। তবে পরিকাঠামোর উন্নয়ন না হলে এই কৃতিত্ব ধরে রাখা যে মুশকিল আড়ালে-আবডালে অস্বীকার করছেন না স্বাস্থ্যকর্তারাও। মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হুসেন হাবিবুল হাসান বলেন, 'রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে আরও জোর দিচ্ছে। আমাদের হাসপাতালে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলোও আশা করছি দ্রুত মিটে যাবে।'

## পুলিশি অভিযান

**জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** জেলাজুড়ে শনিবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৪১৭ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের মধ্যে যেমন পুরোনো মামলায় ফেরার থাকা ধৃতরা রয়েছেন। একইভাবে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজের জন্য নতুন করে মামলা রুজু করে শতাধিক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সকাল থেকে নির্দিষ্ট কিছু মামলায় ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুরোনো মামলায় ফেরার থাকা ৪৪ জনকে ধরা হয়েছে। এছাড়া মদ্যপান, ঝামেলা বাধানোর আশঙ্কার অভিযোগে জেলার বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে ৩০১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন জায়গায় জুয়ার ঠেকে হানা দিয়ে ৩৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এছাড়া, ৪৮৫ লিটার চোলাই তৈরির উপকরণ নষ্ট করার পাশাপাশি ৫০১টি অবৈধ মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মদ বিক্রির অভিযোগে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'জেলার প্রতিটি জায়গায় অভিযান চলেছে। মোটর ভেহিকল আইনে ৮৩৪ জনের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়েছে। পুলিশের এই অভিযান নিয়মিত চলবে।'

## ফকির সাহেবের মাজারে ভিড়

**রাজগঞ্জ, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** ফকির সাহেবের ৭৫তম বার্ষিক উরস উৎসব উপলক্ষ্যে রবিবার আমবাড়ি বড়ভিটায় ফকির সাহেবের মাজারে বসল বিরাট মেলা। এই মেলায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। মাজারে গিয়ে মোমবাতি এবং ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দোয়া ও প্রার্থনা করেন সকলে। মেলায় উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু জেলা সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, 'সম্প্রীতির বাংলায় নানা সম্প্রদায়ের মানুষ উৎসবে মাতেন। দেশ আমাদের মা। মায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার কথা কোথাও নেই। যারা এই কাজ করছেন তাঁরা ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী।' মেলায় আসা পুণ্যার্থীদের মধ্যে শিলিগুড়ি শান্তিপাড়ার প্রফুল্ল দাস বাউল ও লালসাধু বাবা জানান, বাউল ও সুফীদের মতে আল্লা ও ভগবান এক।

*বোর্ড লাগানো সত্ত্বেও বিপজ্জনক সেতু দিয়ে যান চলাচল।*

# ঝুঁকির যাতায়াত কুর্তি সেতুতে

**রহিদুল ইসলাম**

**চালসা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** মাটিয়ালি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাতাবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র ভরসা কুর্তি সেতু। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই ওই সেতুটির বেহাল দশা। ইতিমধ্যে মেটেলি থানা ও বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সেতুটিকে দুর্বল ঘোষণা করে বোর্ডও লাগানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও একপ্রকার জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ওই সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে কয়েক হাজার জনগণকে। ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে মেটেলি বাজারের বেহাল সেতু সংস্কারের কাজ শুরু

**সংস্কার দাবি**

হয়েছে। বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার 'লাইফলাইন' কুর্তি সেতুরও নতুন করে নির্মাণের কাজ করা হোক। এই দাবিতেই এবার সরব হয়েছেন এলাকাবাসী।

ওই সেতুর ওপর দিয়ে রোজ বহু স্কুল, কলেজ পড়ুয়া যাতায়াত করে। চলে টোটো, বাইক সহ অন্য ছোট গাড়িও। বিধাননগরের সঙ্গে সড়কপথে যোগাযোগের এটাই প্রধান রাস্তা। কিন্তু রাস্তার ওপরে ওই সেতুটির কয়েক দশক ধরে কোনও সংস্কার করা হয়নি। ফলে সেটি দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেতুটির নীচে ফাটল দেখা দিয়েছে। রেলিংও ভাঙা। সেতুর পাশে রাস্তার একাংশ ধসে গেছে। ইতিমধ্যে দুর্বল ওই সেতুর উপর দিয়ে প্রশাসনের তরফে ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেতুটি ভেঙে গেলে সড়কপথে বিধাননগরের সঙ্গে বাতাবাড়ির যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। সমস্যায় পড়তে হবে কয়েক হাজার বাসিন্দাকে। দুর্বল ওই সেতুর ওপর যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। দীর্ঘ বছর ধরেই বিধাননগর এলাকার বিভিন্ন মহল ওই সেতু সংস্কারের দাবিতে সরব হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। সেতু সংস্কারের জন্য বহুদিন আগেই মাটি পরীক্ষা হয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগেও এলাকার জনগণ এই সেতু নির্মাণের দাবিতে সরব হয়েছিলেন।

এলাকার বাসিন্দা মোস্তফা আলম, মোকসেদ আলিরা জানান, অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে কুর্তি সেতু। সেতু নির্মাণের লিখিত দাবি প্রশাসনিক আধিকারিক সহ জনপ্রতিনিধিদের লিখিতভাবেও জানানো হয়েছে। কিছুদিন আগে মেটেলির সেতুটি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে নতুন করে নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এই সেতুটিও খারাপ অবস্থায় রয়েছে। বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাজমিনারা বেগম বলেন, 'এলাকার জনগণের বাতাবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হল ওই কুর্তি সেতু। গ্রাম পঞ্চায়েতের বিগত বোর্ড সেতুটিকে দুর্বল ঘোষণা করে বোর্ড লাগিয়েছিল। আমরাও বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানাব।' জেলা পরিষদের সদস্য রেজাউল বাকি বলেন, 'সত্যিই ওই সেতুটি সংস্কার করার বিষয়ে বহু আগেই জেলা পরিষদ সহ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে জানিয়েছি।'

## প্রকৃতি পাঠ শিবির

**চালসা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** অনুষ্কা ওরাওঁ, রবি মুন্ডা, রুনিকা তিরকি, কবির লোহার। ওদের কারও বাড়ি কাদম্বিনী চা বাগান, কারও বাড়ি থালঝোরা, কারও আবার নয়া সাইলি চা বাগানে বাড়ি। ডুয়ার্স এলাকার বিভিন্ন জায়গার হলেও ওদের একটাই মিল। এই পৃথিবীর রূপ, রং, সৌন্দর্য ওরা প্রত্যক্ষ করতে পারে না। এই পৃথিবীর আলো ওদের কাছে অন্ধকার। এমনই ৫০ জন দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়েকে নিয়ে শুরু হল চারদিনব্যাপী প্রকৃতি পাঠ শিবির। রবিবার মাটিয়ালি ব্লকের দক্ষিণ ধূপঝোরা ভগৎপাড়া এলাকায় মূর্তি নদীর পাশে শুরু হল এই শিবির। জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে শিবিরের সূচনা হয়।

হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও লাটাগুড়ি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, গরুমারা ওয়াইল্ডলাইফ ডিভিশন ও গয়েরকাটা আরণ্যক পরিবেশপ্রেমী সংস্থার যৌথ সহযোগিতায় এবার ২৩তম ওই প্রকৃতি পাঠ শিবির হচ্ছে। শিবিরে বিভিন্ন নদীর নামে করা হয়েছে থাকার টেন্ট।

ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, 'এই ক্যাম্পে যারা এসেছে ওরা হয়তো পৃথিবীর রূপ, রং দেখতে পায় না। কিন্তু সব বোঝে, অনুভব করতে পারে। আগামী ৪ দিন তাদের প্রকৃতির বিভিন্ন গাছপালার সঙ্গে যেমন পরিচয় করানো হবে তেমনি পরিবেশের যাবতীয় বিষয়েও জানানো হবে। নিজেরা কীভাবে স্বাবলম্বী হবে সেই বিষয়েও খুঁটিনাটি বিষয় শেখানো হবে তাদের। গরুমারার কুনকি হাতিদের সঙ্গেও তাদের পরিচয় করানো হবে।'

## সচেতনতা

**বানারহাট, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** রবিবার বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যক্ষ্মারোগীদের নিয়ে এক সচেতনতামূলক প্রচার চালায় শিলিগুড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সোমী। এদিন লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের যক্ষ্মারোগীদের ফের পরীক্ষা করে মোট ৫০ জনকে কম্বল দেওয়া হয়। এদিন দুজন রোগীকে আগামী ছ'মাস পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হবে। উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার অজিত সিং, চা বাগানের শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক সুদীপ্ত দাস প্রমুখ।

*শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে জল্পেশমেলার প্রস্তুতি চলছে। রবিবার অভিরূপ দে'র তোলা ছবি।*

## আহত ২

**চালসা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** জাতীয় সড়কে বাইক ও টোটোর দুর্ঘটনায় আহত হলেন দুই বাইক আরোহী। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে চালসা-বাতাবাড়িমুখী জাতীয় সড়কের টিয়াবন এলাকায়। আহত দুই বাইক আরোহী গরুবাথান এলাকার বাসিন্দা। নাম ভুবন সার্কি ও শংকর বাসফোর। রবিবার টোটো ও বাইক বাতাবাড়ি থেকে চালসার দিকে আসছিল। টিয়াবন এলাকায় কোনওভাবে বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোর পিছনে ধাক্কা মারে। খবর পেয়ে মেটেলি থানার পুলিশ এসে আহত দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে যায়।

# আবাসে বঞ্চিত, দলবাজির অভিযোগ

**বাণীব্রত চক্রবর্তী**

**ময়নাগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** শহর লাগোয়া ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। ব্যাংকান্দি, দক্ষিণ মৌয়ামারি এবং বাগজান নিয়ে গঠিত পঞ্চায়েতটি। গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ১১, তৃণমূলের সাতটি আসন এবং বিজেপির দখলে চারটি। আবাস যোজনার ঘর পাননি প্রায় আড়াই হাজার মানুষ। আবাসের এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছে বিরোধীরা। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক চঞ্চল সরকার বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের নীতিই দলবাজি করা। অসংখ্য মানুষ এখনও পর্যন্ত আবাস যোজনার ঘর পাননি।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান নীলিমা রায়।

শহরের সীমান্তবর্তী এলাকা নিউ ময়নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন। এপারে ময়নাগুড়ি শহর। রেললাইন পেরিয়ে ওপারে ব্যাংকান্দি এলাকা। পাঁচজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে একজন বিজেপির। বাকিরা তৃণমূল কংগ্রেসের। ব্যাংকান্দির ১৬/৯১ নম্বর আমবাড়ি বুথের বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা লক্ষ্মী অধিকারী বলেন, 'বুথের মাত্র হাতেগোনা তিনজন এখনও পর্যন্ত আবাস যোজনার ঘর পেয়েছেন। বেশিরভাগ মানুষেরই বসবাসযোগ্য ঘর নেই।'

আরেক বাসিন্দা মনা রায়ের গলাতেও অভিযোগের সুর। তিনি

**অনিয়ম**

- ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সবক'টি বুথে আবাসের ঘর পাননি বেশিরভাগ বাসিন্দা
- বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে দলবাজির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে
- স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান অবশ্য তদন্তসাপেক্ষে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মেলার আশ্বাস দিয়েছেন

জানালেন, চার মেয়েকে নিয়ে ভাঙা ঘরে কোনওরকমে মাথাটুকু গুঁজেছেন। তাঁর কথায়, 'অনেকদিন ধরে দাবি জানিয়েও আবাস যোজনার ঘর পাইনি। বাড়িতে কুয়ো নেই, জল টেনে নিয়ে আসি ভাশুরের বাড়ি থেকে।' স্বামী প্রদীপ রায় পেশায় দিনমজুর। বাসনপত্র ধোয়ার জন্য পাশের বাগজান নদীর জলই ভরসা। পেশায় ভ্যানচালক নির্মল রায় বলেন, 'রাস্তাঘাটের সমস্যাতেও জেরবার এলাকার বাসিন্দারা।'

শহর থেকে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ময়নাগুড়ি কলেজের দিকে এগিয়ে গিয়ে দুই কিলোমিটার দূরত্বে জাতীয় সড়কের দু'পাশে বাগজান এলাকা। এখানকার জাতীয় সড়কের দু'পাশে পৃথক দুটি বুথের দুজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের একজন তৃণমূল কংগ্রেস এবং অন্যজন বিজেপির। বাগজান খেকটারবাড়ির বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিশ্বজিৎ রায় বিরোধী দলনেতা। বিশ্বজিতেরও একই অভিযোগ। শহরের দেবীনগরপাড়া ঘেঁষে দক্ষিণ মৌয়ামারি এলাকা। দুজন সদস্যের একজন বিজেপি এবং অপরজন তৃণমূল কংগ্রেসের। এখানেও একই সমস্যার কথা শোনা গিয়েছে। ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নীলিমা রায় বলেন, '৭৮ জনকে আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজ চলছে। ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দিলে তদন্তসাপেক্ষে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মিলবে।'

ময়নাগুড়ি-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মনোজ রায় জানালেন, যাঁরা ঘর পাননি, তাঁরা ঘরের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি আবেদন জানাতে পারেন। আবেদন জানালে বিডিও অফিসে নাম চলে আসবে। তদন্তসাপেক্ষে পদক্ষেপ করা হবে।

# নিরাপত্তায় জোর জটিলেশ্বরে

*জটিলেশ্বর মন্দিরে প্রস্তুতি চলছে।*

**অভিরূপ দে**

**ময়নাগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে জল্পেশ মন্দিরের মতো জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ময়নাগুড়ি জটিলেশ্বর মন্দিরেও। গত কয়েক বছরে জটিলেশ্বর মন্দিরেও পুণ্যার্থীর ব্যাপক ঢল নামে।

তাই এবছর প্রশাসনের তরফ থেকেও বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না।'

কয়েক বছর আগে 'ডুয়ার্স মেগা ট্যুরিজম' প্রকল্পের অধীনে জটিলেশ্বর মন্দিরের পুরোনো কাঠামো অক্ষত রেখেই কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রকের প্রায় আড়াই কোটি টাকা আর্থিক সহযোগিতায় রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে জটিলেশ্বর মন্দির চত্বর ঢেলে সাজানো হয়। এরপর থেকে জটিলেশ্বর মন্দিরে পুণ্যার্থীদের সমাগম বাড়তে থাকে। শ্রাবণ মাসের পাশাপাশি শিবরাত্রির সময় পুণ্যার্থীর ঢল নামে। এবছর শিবচতুর্দশীর ভোরে শেষ হচ্ছে প্রয়াগের কুম্ভস্নান পর্ব।

সেকারণে জল্পেশ মন্দিরের মতো জটিলেশ্বর মন্দিরের পুকুরেও শিবরাত্রির দিন পুণ্যার্থীদের স্নানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে। জটিলেশ্বর মন্দির লাগোয়া ১৫ বিঘা জমিতে মন্দিরের পুকুর রয়েছে। সেই পুকুরের ঘাটে স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্নান করতে নেমে যাতে পুণ্যার্থীদের কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা পুকুরের পাশে মোতায়েন থাকবেন।

এছাড়া, শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্দিরের পুরোহিত সুভাষ মিশ্র। চলবে নামযজ্ঞ।

ইতিমধ্যে মন্দির সাফাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। শিবরাত্রির আগে গোটা মন্দির রং করা হবে।

ইতিমধ্যে পুলিশের তরফ থেকে জল্পেশ মন্দিরের পাশাপাশি জটিলেশ্বর মন্দিরও পরিদর্শন করা হয়েছে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে লাগানো হচ্ছে একাধিক সিসি ক্যামেরা। মন্দিরের ইজারাদার সুনীলচন্দ্র রায় বলেন, 'জটিলেশ্বর মন্দির সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সকালের নমাজ।। *কলকাতায় ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের অনুপম চৌধুরী।*

# বন্ধ বাগান নিয়ে তথ্যে বিভ্রান্তি

**পূর্ণেন্দু সরকার**

**জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা রাজ্যের বন্ধ চা বাগান নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রক যে তথ্য পেশ করেছে, তার সঙ্গে নাকি বাস্তবের মিল-ই নেই। আলিপুরদুয়ারে দশটি এবং জলপাইগুড়িতে ছয়টি চা বাগান বন্ধ রয়েছে বলে জানান শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ। বাস্তবে আলিপুরদুয়ারে বন্ধ চা বাগানের সংখ্যা চার এবং জলপাইগুড়িতে দুই। কেন্দ্রের পেশ করা তথ্যের গরমিল নিয়ে চা শ্রমিক ইউনিয়ন এবং চা বাগান মালিক সংগঠনের মধ্যে শোরগোল ছড়িয়ে পড়েছে।

এ বিষয়ে সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'আমি সংসদে রাজ্যের বন্ধ চা বাগানের সংখ্যা জানতে প্রশ্ন করেছিলাম। বন্ধ চা বাগানগুলি নিয়ে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, সেটাও জানতে চেয়েছি। কিন্তু এখনও মন্ত্রীর পেশ করা উত্তরপত্র আমার কাছে এসে পৌঁছায়নি।' যদিও বন্ধ চা বাগান নিয়ে কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর রিপোর্ট ইতিমধ্যে সংসদের ওয়েব

> আমি সংসদে রাজ্যের বন্ধ চা বাগানের সংখ্যা জানতে প্রশ্ন করেছিলাম। বন্ধ চা বাগানগুলি নিয়ে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, সেটাও জানতে চেয়েছি। কিন্তু এখনও মন্ত্রীর পেশ করা উত্তরপত্র আমার কাছে এসে পৌঁছায়নি।
>
> **মনোজ টিগ্গা** *সাংসদ*

*বন্ধ রায়পুর চা বাগান।*

পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে।

মন্ত্রীর পেশ করা তথ্যে জলপাইগুড়ি জেলায় মানাবাড়ি, রায়পুর, সোনালি, বামনডাঙ্গা টন্ডু, কুমলাই এবং সামসিং, এই ছয়টি বাগানকে বন্ধ দেখানো হয়েছে। রাজ্যের শ্রম দপ্তর এবং চা বাগান মালিক সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিসিপিএ) সূত্রে অবশ্য জানানো হয়েছে, জেলায় বর্তমানে বন্ধ রয়েছে শুধুমাত্র সোনালি এবং রায়পুর চা বাগান দুটি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর রিপোর্টে আলিপুরদুয়ার জেলায় বন্ধ বাগানের সংখ্যা দশ। মধু, জয়বীরপাড়া, রহিমাবাদ, ঢেকলাপাড়া, লঙ্কাপাড়া, রায়মাটাং, দলমোর, দলসিংপাড়া, কালচিনি, রামঝোরা বাগানগুলি বন্ধ রয়েছে বলে রিপোর্টে রয়েছে। আদতে জেলায় দলসিংপাড়া, লঙ্কাপাড়া, ঢেকলাপাড়া এবং দলমোর চা বাগান বন্ধ রয়েছে। সবচেয়ে অবাকের বিষয়, কয়েকদিন আগেই কালচিনি, রায়মাটাং এবং তোর্সা চা বাগান খুলেছে। অথচ কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রকের কাছে সেই খবরই নেই। একইভাবে গত কয়েকবছর ধরে সামসিং, কুমলাই, মানাবাড়ি, বামনডাঙ্গা চা বাগান খোলা থাকলেও কেন্দ্র সে বিষয়ে জানে না।

পশ্চিমবঙ্গ চা বাগান শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অমল রায় আক্ষেপের সুরে বললেন, 'এটা খুবই দুর্ভাগ্যের যে বন্ধ চা বাগান নিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় নেই। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে একের পর এক বাগান খুলেছে। কিন্তু খুললেও চা বাগানের শুখা মরশুমে বাগানগুলি যে ফের বন্ধ হবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা দেখছি না।'

তৃণমূল চা শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনার জানান, একসময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বীরপাড়ায় নির্বাচনি প্রচার সভায় এসে ডুয়ার্সের বন্ধ চা বাগান খুলে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েও বাগান খোলেননি। যে ক'টি চা বাগান খুলেছে গত কয়েক বছরে তার সবটাই তৃণমূল সরকারের আমলে। বাকিগুলি খোলার প্রয়াস চলছে। তাঁর কথায়, 'কেন্দ্র তো চা শিল্পের উন্নতিতে কিছুই করছে না। উলটে বিভ্রান্তিকর পরিসংখ্যান দিয়ে রাজ্যের বন্ধ চা বাগান খোলার মতো ভালো উদ্যোগকে ধামাচাপা দিতে চাইছে।'

চা বাগান মালিকদের সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (সিসিপিএ) তরফেও এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সিসিপিএ'র উত্তরবঙ্গের কনভেনার অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'শ্রম দপ্তরের কাছে কোন জেলায় কোন কোন বাগান বন্ধ রয়েছে, তার তথ্য রয়েছে। বাস্তবভিত্তিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে আগামীতে চা শিল্প নিয়ে কাজ করতে হবে। শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রক একটু সতর্ক হয়ে শ্রম দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই এই সমস্যাটা হত না।'

## নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন বিরোধীদের

# ১১-০ জিতে সমবায় তৃণমূলের

**পূর্ণেন্দু সরকার**

**জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** নাগরাকাটা, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ১১টি সমবায় সমিতির সবকটিতে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যত বিরোধী শূন্য করে বোর্ড গঠন করল। জানুয়ারির শেষে সমিতির নির্বাচন হয়েছিল। নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে ২ ফেব্রুয়ারি।

এই ১১টির মধ্যে রয়েছে সদর ব্লকের কৃষক সাথী, কৃষিনগর, জোরদিঘি বামনপাড়া, সারিয়াম কালীবাড়ি, দক্ষিণ মণ্ডলঘাট, পিডি গড়ালবাড়ি, ইউনিসপুর, কমলাপুকুরি, বড়ুয়াপাড়া, পূর্ব পাহাড়পুর এবং নাগরাকাটার খয়েরবাড়ি জিপি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি। সমবায় সমিতিগুলিতে তৃণমূল কার্যত বিরোধী শূন্য করে ক্ষমতায় এসেছে বলে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

যদিও বিজেপির জেলা সভাপতি

> রাজগঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, সমিতির নির্বাচন হবে। তাই প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে জিতেছিলাম। কিন্তু এবার তো জানানোই হয়নি। না জানালে বিরোধীরা মনোনয়ন জমা দেবে কী করে। একতরফা নির্বাচন করেছে তৃণমূল।
>
> **বাপি গোস্বামী** *জেলা সভাপতি, বিজেপি*

বাপি গোস্বামী বলছেন, 'রাজগঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, সমিতির নির্বাচন হবে। তাই প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে জিতেছিলাম। কিন্তু এবার তো জানানোই হয়নি। না জানালে বিরোধীরা মনোনয়ন দেবে কী করে। একতরফা নির্বাচন করেছে তৃণমূল।'

ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গোবিন্দ রায় জানান, অতীতে বামেদের দখলেই ছিল সমবায় সমিতিগুলি। কিন্তু এবার জেলার সর্বত্র সমিতি নির্বাচনে স্বচ্ছতা দেখা যায়নি। বিরোধীদেরও জানানো হয়নি। তাই বিরোধী প্রার্থী ছিল না।'

যদিও সৌরভ চক্রবর্তী জানান, এবার যে ১১টি সমবায় সমিতিতে তৃণমূল জিতেছে, সেখানে বিরোধীরাও সংখ্যায় কম হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। কিন্তু তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের সামনে বিরোধীরা গোহারা হেরেছেন। আগামী একমাসের মধ্যে ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি ব্লকেও সমবায় সমিতির নির্বাচন হবে। এদিন ১১টি জয়ী সমবায় সমিতির সদস্যদের সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়।

গতবছর ডিসেম্বরে হলদিবাড়ি, জলপাইগুড়ি সদর ও রাজগঞ্জ ব্লকের ১২টি সমবায় সমিতিতে তৃণমূল বোর্ড গঠন করেছিল। সেবার নির্বাচনে সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বিজেপি বেশ কয়েকটি আসনে জয়ী হয়েছিল।

## ছোট্ট তারা

ধূপঝোরা সিএস ২ নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া সোনিয়া বেগম। ১১ বছরের এই ছাত্রী পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ ও খেলাধুলোতেও পারদর্শী। এবছর জেলা ক্রীড়ায় বল থ্রোয়িংয়ে তৃতীয় স্থান পায় সে।

*চলছে ধান ঝাড়াই। ময়নাগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন শুভদীপ শর্মা।*

## টি ট্যুরিজমের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা

**মালবাজার, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** চা বাগানের মোট জমির ৩০ শতাংশ টি ট্যুরিজমের জন্য তুলে দেওয়া হবে শিল্পপতিদের হাতে। সরকারি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় সরব হল অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ।

রবিবার মালবাজারে বিডিও অফিস চত্বরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্রাইবাল বোর্ডের অফিসের কনফারেন্স হলে একটি বৈঠক করে তারা। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার পরিষদ নেতৃত্ব বৈঠকে উপস্থিত ছিল। সেখানে মূলত চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি শিল্পপতিদের দেওয়ার বিষয়ে সমস্ত শ্রমিক নেতার মতামত নেন বিকাশ পরিষদের রাজ্য সভাপতি বিরসা তিরকে। সেইসঙ্গে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি নিয়েও আলোচনা হয় বৈঠকে। মজুরি নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিরসা।

এদিকে, দু'বছর ধরে রাজ্য সরকারের ট্রাইবাল বোর্ডের সদর কার্যালয় বন্ধ পড়ে আছে। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে অনেক আগে। বিরসা তিরকে সহ অন্য নেতাদের অভিযোগ, ট্রাইবাল বোর্ড সরাসরি মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের দপ্তরের অধীনে থাকলেও তিনি বোর্ডের অফিস ফের খোলার বিষয়ে কোনও সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন না। বিরসা ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি রাজু বরা, দার্জিলিং জেলার জুনাস কেরকেট্টা, জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি অমরদান বাক্সলা, বিকাশ পরিষদের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি শুক্রা মুন্ডা প্রমুখ।

বিরসা তিরকে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'চা বাগানের মাটিতে আমাদের শরীরের রক্ত ও ঘাম মিশে আছে। আমাদের শ্রমের জন্য মালিকদের মুনাফা হয়। সেই জমিতে টি ট্যুরিজম হলে শ্রমিকদের কোনও লাভ হবে না। তরাই-ডুয়ার্সে নতুন শিল্প অবশ্যই প্রয়োজন। তবে চা বাগান ধ্বংস করে কেন শিল্প গড়তে চাইছে সরকার, তা নিয়ে আমরা চিন্তিত।'

অন্যদিকে এবিষয়ে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যা করেছেন, তা শ্রমিকদের ভালোর জন্য করেছেন। টি ট্যুরিজম হলে পরোক্ষে শ্রমিকরাই উপকৃত হবেন।'

# স্ক্যাম কলের তথ্য জানতে পড়ুয়াদের সমীক্ষা

**অনসূয়া চৌধুরী**

**জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** শহরের পাঁচ জায়গায় স্ক্যাম কল নিয়ে সমীক্ষা চালালেন জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। শনিবার কলেজের ছ'টি বিভাগের এটিইএলআইইআর ফোটোগ্রাফি ক্লাবের উদ্যোগে এবং রোটার‍্যাক্ট ও সাইবার সিকিউরিটি ক্লাবের যৌথ প্রয়াসে এই সমীক্ষার আয়োজন করা হয়। মেকানিক্যাল, সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ও ইনফরমেশন টেকনলজি বিভাগের প্রায় ২০ জন পড়ুয়া এই উদ্যোগে যোগ দেন।

শহরের মেডিকেল কলেজ, সদর হাসপাতাল, কদমতলা মোড়, এসি কলেজ সহ বিভিন্ন এলাকায় স্ক্যাম কলের বিষয়ে সমীক্ষা চালান তাঁরা। সমীক্ষায় উঠে আসা তথ্য থেকে জানা যায়, ৭০ জনের মধ্যে প্রায় ২৫ জনই স্ক্যাম কলের শিকার। যার মধ্যে বেশিরভাগই লোন ও চাকরি সংক্রান্ত। নানা প্রলোভন দেখিয়ে ওটিপি জেনে নেওয়াই প্রতারকদের আসল উদ্দেশ্য।

এদিন স্ক্যাম কলের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে ধূমপান বিরোধী সচেতনতামূলক বার্তাও দেওয়া হয়। তামাক ছাড়তে ও প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে পড়ুয়াদের তরফে বুকলেট বিলি করা হয়। এই উদ্যোগের বিষয়ে কলেজের এটিইএলআইইআর

*সার্ভে করছেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। রবিবার।*

ফোটোগ্রাফি ক্লাবের সম্পাদক মহম্মদ রিফায়েতুল্লাহ বলেন, 'বর্তমানে ৫জি টেকনলজির দুনিয়ায় স্ক্যাম কলের সঙ্গে কমবেশি আমরা সকলেই পরিচিত। স্ক্যামাররা এখন প্রতিনিয়ত তাদের প্রতারণার পদ্ধতি পরিবর্তন করে চলেছে। যার ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন ও টাকা খোয়াচ্ছেন।' চাকরি ও লোনের প্রলোভনের মাধ্যমেই যে প্রতারণা বেশি হয় তা এই সমীক্ষার মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বলেও তিনি জানান। চাকরি পেয়ে যাওয়ার খবরে অনলাইনে কিছু টাকা পাঠানো হোক বা লোনের জন্য সামান্য কিছু সার্ভিস চার্জ-টাকা হাতাতে এমনই রকমারি পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রতারকেরা। সেসব জানতেই এই সমীক্ষা করা হয়েছে। এইসব তথ্য সাইবার সিকিউরিটি ক্লাবের কাছে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কম্পিউটার সায়েন্সের বিভাগীয় প্রধান সুভাষ বর্মন বলেন, 'এই ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। বাস্তব থেকে তথ্য হাতে পাওয়া মানে সাধারণ মানুষের আসল সমস্যা জানতে পারা। এই সমীক্ষার অ্যালগরিদম আমাদের স্ক্যামের বিরুদ্ধে প্যাটার্ন তৈরি করতে সাহায্য করবে। অ্যাপের মাধ্যমে সহজেই স্ক্যাম কল চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।' তিনি আরও জানান, আজকাল ফোন কল ধরা না পর্যন্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে স্ক্যাম কল কি না, তা বোঝা সম্ভব নয়। ফোন রিসিভ করার পরে নম্বর ব্লক করে দিলে পরবর্তী সময়ে সেই নম্বর থেকে আর কল আসে না। কিন্তু স্ক্যামাররা অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করে ফের নিজেদের কাজে নেমে পড়ে। সুতরাং এই ধরনের স্ক্যাম কল চিহ্নিত করার অ্যাপ তৈরি করা গেলেও সাধারণ মানুষের প্রতারিত হওয়া অনেকটাই আটকানো যাবে বলে ধারণা তাঁর।

## প্রতিষ্ঠা দিবস

**নাগরাকাটা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** লিম্বু-সুব্বা জনজাতির এরাজ্যের একমাত্র মন্দির লুকসানের ইউমা মাঙ্ঘিম (মায়ের মন্দির)-এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল রবিবার। পাশাপাশি তাঁদের সামাজিক সংগঠন লিম্বু সুব্বা বিকাশ সমিতিরও প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। ওই মন্দিরটির ১৬তম ও সংগঠনের ৩২তম প্রতিষ্ঠা দিবস এদিন পালিত হয়। সেই উপলক্ষ্যে নানা আয়োজন করা হয়েছিল। পাশাপাশি অপূর্ব স্থাপত্যশৈলীর ওই মন্দিরটিকে পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরার দাবিও এদিন উঠে আসে।

লিম্বু-সুব্বা বিকাশ সমিতির সভাপতি জেঠা সুব্বা বলেন, 'মন্দিরটিকে ঘিরে পর্যটনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এতে এলাকার অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে। এছাড়া লিম্বু-সুব্বাদের সংস্কৃতি, পরম্পরার কথাও বহু মানুষ জানতে পারবেন।'

এছাড়া রাজ্য সরকার বর্তমানে লিম্বু-সুব্বাদের ডেভেলপমেন্ট বোর্ডটিকে ফের সজীব করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকেও এদিন স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। ২০১০ সালে ইউমা মাঙ্ঘিম মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। প্রকৃতির উপাসক লিম্বু-সুব্বাদের ওই মন্দিরে আসলে কোনও বিগ্রহ নেই। সেখানে প্রকৃতিকেই দেবতা রূপে পুজো করা হয়। জনজাতির নিজস্ব লোকাচার উভৌলিপুজোর মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এই আয়োজনে লিম্বু-সুব্বাদের পোশাক-আশাক, খাদ্য, পানীয়, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির প্রদর্শনীর জন্য বিভিন্ন স্টল ছিল। আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি সহ সিকিম এমনকি পাশের দেশ ভুটান থেকেও অনেক মানুষ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সিকিম থেকে আসা ভারতীয় লিম্বু মহাসংঘের সভাপতি এসআর খজুম নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি মাতৃভাষা চর্চার উপরও জোর দেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন লিম্বু-সুব্বা বিকাশ সমিতির সাধারণ সম্পাদক গণেশ লিম্বু সহ অনেকে।

## নতুন অফিস

**ওদলাবাড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** গজলডোবায় উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের অফিস উদ্বোধন হল রবিবার। গজলডোবার ১২ নম্বর এলাকায় এদিন নতুন অফিস ঘরের উদ্বোধন করেন মাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমীলা মাতব্বর। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৎস্যজীবী ফোরামের গজলডোবা শাখার সভাপতি জয়চাঁদ সরকার, রাজ্য কমিটির সদস্য শ্যামলেন্দু বিশ্বাস প্রমুখ।

# ১৯ মণ্ডল সভাপতির নাম ঘোষণা পদ্মের

**জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** জলপাইগুড়ির বিজেপির সাংগঠনিক জেলার ১৯ জন মণ্ডল সভাপতির নাম দল ঘোষণা করল। রবিবার রাতে ১৯ জন মণ্ডল সভাপতির নামের তালিকা প্রকাশ পায়। প্রথম পর্যায়ে ৩৪টি মণ্ডল সভাপতির মধ্যে ১৯ জনের নামের তালিকা প্রকাশ পেয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। অবশিষ্ট মণ্ডলগুলির সভাপতিদের নাম চলতি মাসের মধ্যেই প্রকাশ পাবে বলে জানা গিয়েছে। যে ১৯টি মণ্ডল সভাপতির নাম ঘোষণা হয়েছে তার মধ্যে চার থেকে পাঁচটি মণ্ডলের সভাপতি পরিবর্তন হয়েছে। কী কারণে বাকি মণ্ডলগুলির সভাপতিদের নাম প্রকাশ পেল না? দলীয় সূত্রে খবর, মণ্ডল সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবার দল থেকে বয়সের সময়সীমা ৪৫ বছর বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যাঁদের বয়স ৪৫ বছর হবে তাঁরাই একমাত্র মণ্ডল সভাপতি পদের জন্য যোগ্য হিসেবে গণ্য হবে। মণ্ডল সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেহেতু এবার ৪৫ বছর বয়সকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে সে কারণে একাধিক নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। যে ১৯ জনের নামের তালিকা এদিন ঘোষণা হয়েছে তার মধ্যে ধূপগুড়ি টাউন মণ্ডল, জলপাইগুড়ি টাউন মণ্ডলের একটি পদ, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির এবং মালবাজারে মণ্ডল সভাপতি রদবদল হয়েছে। বিজেপির নামের তালিকা প্রকাশ প্রসঙ্গে জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী বলেন, 'এদিন ১৯ জন মণ্ডল সভাপতিদের নাম ঘোষণা হয়েছে। অবশিষ্ট মণ্ডলগুলির সভাপতিদের নাম চলতি মাসের মধ্যেই প্রকাশ পাবে।'

## বিশ্বশান্তি কামনায় শোভাযাত্রা

**চালসা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** রবিবার চালসায় বিশ্বশান্তি কামনার লক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করা হল। পাশাপাশি এদিন মহাবাড়ি বস্তি এলাকায় প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবনের শিলান্যাস এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্রহ্মাকুমারী সেন্টারের তরফে এই শোভাযাত্রাটি হয়। চালসার গোলাই থেকে জাতীয় সড়ক ধরে মহাবাড়ি বস্তি পর্যন্ত হয় শোভাযাত্রা। মহাবাড়ি এলাকায় ব্রহ্মাকুমারী সেন্টারের শিলান্যাসও করা হয়। শিলান্যাস করেন প্রধান অতিথি

**চালসা**

ব্রহ্মাকুমারী উত্তরবঙ্গ ইনচার্জ বিকে কেশর। চালসা-মহাবাড়ি আশ্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিকে প্রভা জানান, এদিন আশ্রম নির্মাণের শিলান্যাস করা হয়। এই আশ্রমে সব ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক জনজাতির সকলে আসতে পারবেন। শোভাযাত্রায় জলপাইগুড়ি জেলা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে পুণ্যার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রহ্মাকুমারী উত্তরবঙ্গ ইনচার্জ বিকে কেশর, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিকে নিতু, বিকে প্রকাশ ভাইজি, জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট চিকিৎসক পিনাকী সরকার সহ অন্যরা।

# শেড, রাস্তা নির্মাণে ঘুচবে হাটের বেহাল দশা

**গয়েরকাটা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে গয়েরকাটায় হাটশেড নির্মাণ শুরু হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাটের কাজ হচ্ছে। তা এখন প্রায় শেষ লগ্নে। একইসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে গয়েরকাটা হাটে পেভার্স ব্লক বসিয়ে রাস্তা নির্মাণ হয়েছে। জোড়া কাজে হাটের সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে আশাবাদী ব্যবসায়ীরা। তবে এখনও শেষ হয়নি শৌচাগার ও মাছ হাটের শেডের কাজ। সেগুলি দ্রুততার সঙ্গে নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত গয়েরকাটা হাট ডুয়ার্সের একটি পুরোনো হাট হিসেবে পরিচিত। এর ওপর গয়েরকাটা সহ আশপাশের কয়েকটি চা বাগানের বাসিন্দারা নির্ভরশীল। হাটের পুরোনো শেডগুলি দীর্ঘদিন জরাজীর্ণ ছিল। যার ফলে হাট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন ক্রেতারা। এমন পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা হাটের হাল ফেরাতে প্রশাসনিক মহলে দাবি জানান। এরপর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে হাটশেড নির্মাণ শুরু হয়। গয়েরকাটা হাটের কাপড় ও বই-ব্যাগপত্র বিক্রির নির্দিষ্ট জায়গায় ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে আটটি শেড। মাছ হাটে শেড নির্মাণের কাজ এখনও চলছে। কাজ শেষ হলে হাটের বেহাল দশা ঘুচবে বলে আশাবাদী ব্যবসায়ীরা।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী বলছেন, 'হাটের দখল হওয়া কিছু জমি পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি যে শেড ও রাস্তা নির্মাণ হয়েছে, তাতে ব্যবসায়ী-ক্রেতাদের সুবিধা হবে। হাটের ফাঁকা জায়গায় আরও কিছু

**আশাবাদী গয়েরকাটার ব্যবসায়ীরা**

*গয়েরকাটা হাটের নবনির্মিত হাটশেড।*

শেড নির্মাণের জন্য আমরা মন্ত্রী উদয়ন গুহকে অনুরোধ করব। এছাড়া বাকি কাজ দ্রুত শেষের ব্যাপারেও আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আর্জি রাখব।'

হাটের ব্যবসায়ী মৈনাক ঘোষের বক্তব্য, 'আগে এই হাটে জলকাদার খুব সমস্যা ছিল। রাস্তা ও শেড নির্মাণ হওয়ায় বর্ষায় এই সমস্যা অনেকটা মিটবে বলে মনে হচ্ছে।' হাটের সবজি ব্যবসায়ী কমল শা বলছেন, 'রাস্তায় আগে জল জমে থাকত। দোকানদারিতে সমস্যা হত। এখন সেই সমস্যা ঘুচবে।'

গয়েরকাটা হাট ব্যবসায়ী সমিতির সহ সম্পাদক মনোজ পাটোয়া বলেছেন, 'কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। ক্রেতারাও ধীরে ধীরে হাটমুখী হবেন বলে আমরা আশাবাদী। যে সমস্ত কাজ বাকি আছে, সেগুলি যাতে দ্রুত শেষ হয় সেই দাবি প্রশাসনের কাছে রাখব।'

## দুর্ঘটনায় আহত জওয়ান

**বানারহাট, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** বাইক ও ছোট গাড়ির সংঘর্ষে আহত হলেন বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনিতে কর্মরত এক সেনা জওয়ান। ঘটনায় জওয়ানের হাতে ও পায়ে গুরুতর চোট লাগে। ঘটনাটি ঘটে রবিবার দুপুরে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিপাড়া গোলাই লাইন এলাকার ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ ও বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনির জওয়ানরা। এরপরে সেনা জওয়ানকে সেনাছাউনির হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি বিন্নাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়।

রবিবার দুপুরে জওয়ান তেলিপাড়া থেকে বাইকে বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় তেলিপাড়া গোলাই লাইনে রাস্তা পার হওয়ার সময় উলটো দিক থেকে একটি ছোট গাড়ি সেই বাইকে ধাক্কা মারে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাড়ির ধাক্কায় বাইকচালক ছোট গাড়ির ওপরে ছিটকে পড়েন।

বিন্নাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি ভয়েস সুব্বা জানান, গাড়িচালক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। এদিন তিনি শিলিগুড়ি থেকে জয়গাঁ যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

### ধন্যবাদ কর্মসূচি

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বৃদ্ধির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আগেই ধন্যবাদ জানিয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন'। এবার তারা এই ডিএ বৃদ্ধি নিয়ে সরকারের হয়ে প্রচারে নামতে চলেছে।

### তৎপর নবান্ন

একশো দিনের কাজের বকেয়া আদায় করতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। তার আগে ভুয়ো জব কার্ড সংক্রান্ত তথ্য চাইল নবান্ন।

### মৃত্যু খুদের

ভাইকে সাইকেলে চাপিয়ে আঁকার ক্লাসে নিয়ে যাচ্ছিলেন দিদি। আচমকা ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু ভাইয়ের। গুরুতর জখম দিদি। হুগলির তারকেশ্বরের ঘটনা।

### হাইকোর্টে শাহজাহান

জামিনের আবেদন করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ শেখ শাহজাহান। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির সম্ভাবনা।

## বৈবাহিক বিরোধের মামলায় নয়া মোড়

**কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** বৈবাহিক বিরোধে স্বামী ও তাঁর আত্মীয়দের জড়ানোর প্রবণতা অস্বাভাবিক নয়। তাই বৈবাহিক কলহ সংক্রান্ত মামলাগুলির ক্ষেত্রে আদালতের আরও সতর্ক হওয়া ও বাস্তবসম্মত বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তার। এই ধরনের একটি মামলায় স্বামী ও তাঁর পরিজনদের বিরুদ্ধে আইপিসির ৪৯৮এ ধারায় অভিযোগ এনেছিলেন স্ত্রী। তবে দুই ননদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। তখনই এই সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ রেখেছেন বিচারপতি।

২০০৯ সালে বিয়ে হয় ওই দম্পতির। ২০১০ সালে তাঁদের কন্যাসন্তান হয়। কিন্তু ২০২১ সাল থেকেই তাঁদের মধ্যে বিবাদ চরমে ওঠে। ওই মহিলা তাঁর সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান। ওই বছরই তিনি লেকটাউন থানায় ৪৯৮এ ধারায় স্বামী ও তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। মহিলার অভিযোগ, স্বামী ও তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পণের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করছিল। তাঁর ননদরা তাঁকে ফোনে হুমকি দিচ্ছিলেন। এই এফআইআর খারিজের দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই মহিলার ননদরা।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, আবেদনকারী দুই ননদের বিয়ে হয়েছে ২০০৭ ও ২০০৯ সালে। ওই মহিলা লিখিত অভিযোগে বা বিবৃতিতে ননদদের বিরুদ্ধে আনা হুমকির অভিযোগের নির্দিষ্ট তারিখ, সময়, মোবাইল নম্বর উল্লেখ করেননি। এই পরিস্থিতিতে অভিযুক্তদের ভূমিকা নিশ্চিত করা অসম্ভব। তাঁর আনা অভিযোগের যথার্থতা নেই বলেই মনে করছে আদালত।

## মীনাক্ষীকে নিয়ে চর্চা সিপিএমে

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** তাঁর নামে ভরেছিল ব্রিগেডের মাঠ। দলীয় কর্মসূচিতে তিনিই থাকেন সামনের সারিতে। এই মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের আগামী নিয়ে এখন বিস্তর চর্চা চলছে সিপিএমে। দলের নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্য সম্মেলন শেষ হলে রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়। আর পার্টি কংগ্রেসের পরে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। বর্তমানে মীনাক্ষী রাজ্য কমিটির সদস্য। তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হবে কি না তা নিয়ে দলের অন্দরে দ্বিমত তৈরি হয়েছে।

ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে রাজ্য সম্মেলন রয়েছে। তা থেকে রাজ্য কমিটি গঠন করা হবে। তারপর এপ্রিলে তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে রয়েছে সিপিএমের পার্টি কংগ্রেস। তখন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হবে। ফলে ওই সময় মীনাক্ষীর স্থান কেন্দ্রীয় কমিটিতে হবে কি না তা নিয়েই এখন চর্চা। সিপিএমের একাংশের বক্তব্য, তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে আনা হলে তরুণ প্রজন্মের জন্য তা বার্তা হয়ে দাঁড়াবে। সিপিএমের বিরুদ্ধে বিরোধীরা অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধতন্ত্রের অভিযোগ আনেন। ফলে নতুন করে বিভিন্ন কমিটিতে বয়সবিধিও বেঁধে দিয়েছে আলিমুদ্দিন। মীনাক্ষীকে রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান দেওয়া হলে বিরোধীদের এই ভাবনাও নিপাত যাবে।

*প্রয়াগরাজ যাওয়ার ট্রেন ধরতে আসানসোল স্টেশনের বাইরে। রবিবার।*

### মহাকুম্ভে যেতে স্টেশনে লাগামছাড়া ভিড়

# নয়াদিল্লির ছায়া আসানসোলেও

**রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়**

**আসানসোল, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** প্রয়াগরাজ যাওয়ার জন্য শনিবার রাতে নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর ঠিক দু'দিন আগে আসানসোল স্টেশনে অন্য একটি ট্রেনে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ভিড়ের কারণে অনেক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল। কোনওভাবেই নয়াদিল্লির ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না নয় তার জন্য রবিবার সকালে পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের ডিআরএম চেতনানন্দ সিং আসানসোল স্টেশন পরিদর্শন করেন। ট্রেন চলাচল এবং যাত্রীদের সুবিধার বিষয়ে সবকিছু খতিয়ে দেখেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

ডিআরএম বলেন, 'দু'দিন আগে আসানসোল স্টেশনে একটা ট্রেনে চাপার জন্য যে ভিড় দেখা গিয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর শনিবার রাতের দিল্লির ঘটনার পরে আমরা আরও সতর্ক হয়েছি।'

কিন্তু ডিআরএমের পরিদর্শনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রবিবার সন্ধ্যায় লাগামছাড়া ভিড় জমল আসানসোল স্টেশনে। উদ্দেশ্য, প্রয়াগরাজ যেতে আসানসোল-মুম্বই ট্রেন ধরা। এই ট্রেনের জেনারেল বগিতে চাপার জন্য আসানসোল স্টেশনের বাইরে কয়েক হাজার যাত্রীর মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

রেলের তরফে এই সব যাত্রীকে সরাসরি ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাওয়ার জন্য পার্সেল রুমের পাশের গেট খুলে দেওয়া হয়েছিল। আরপিএফের পাশাপাশি রেল পুলিশ ও আধিকারিকরা ছিলেন। ভিড় সামলানোর জন্য দড়ি দিয়ে ব্যারিকেড করা হয়েছিল। কিন্তু এই ট্রেনে চাপার জন্য যে এত ভিড় হবে সেই আন্দাজ রেল আধিকারিকদের ছিল না। ফলে সেই ভিড় সামলাতে রেলের হিমসিম অবস্থা হয়। একটা সময় দিল্লির মতো অবস্থা হবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। শেষপর্যন্ত সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ গোটা পরিস্থিতি কোনও মতে সামাল দেওয়া সম্ভব হয়।

এদিন ডিআরএম আরও জানান, প্ল্যাটফর্ম চত্বরের বাইরে একটি হোল্ডিং এরিয়া তৈরি করা হচ্ছে, যাতে যাত্রীদের এক লাইন ধরে ট্রেন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়। আসানসোল স্টেশনের দ্বিতীয় গেট থেকে সাধারণ বগির যাত্রীদের সরাসরি ট্রেনে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, একবার ঘোষণা হয়ে গেলে, কোনও অবস্থাতেই ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন করা হবে না। পাশাপাশি যাত্রীদের কিছুটা ধৈর্য ধরতেও অনুরোধ করেছেন।

তাঁর কথায়, 'কুম্ভগামী ট্রেনে উপচে পড়া ভিড় হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে মানুষ ধৈর্য রাখতে পারছেন না।' সকালের ডিআরএমের সেই আশঙ্কা যে কতটা সত্যি, তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আসানসোল স্টেশনে প্রমাণিত হল।

*রবিবারের কলকাতা ময়দান। ছবি : আবির চৌধুরী*

## ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের বৈঠকে দেব

**কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বৈঠকে যোগ দিলেন তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী তথা দেব। রবিবার ঘাটালের টাউন হলে মনিটরিং কমিটির বৈঠক ছিল। সেখানেই যোগ দেন দেব।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের বাস্তবায়ন নিয়ে এদিন তিনি বলেন, 'আজ ঘাটালের মানুষ বুঝতে পারছেন, ২০২৪ সালে আমি কেন ভোটে দাঁড়ালাম। একটাই শর্ত ছিল, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের বাস্তবায়ন করা। দিদি আমাকে কথা দিয়েছিলেন। এক বছরও হয়নি মাস্টার প্ল্যানের এক তৃতীয়াংশ দিয়েছেন। টেন্ডারের কাজ শুরু হচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলার পর শিলান্যাসের দিনক্ষণ ঠিক হবে বলে জানিয়েছেন সাংসদ।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নজরদারির জন্য মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এদিন এই কমিটি বৈঠকে বসে। মন্ত্রী মানস ভুঁইয়াও বৈঠকে ছিলেন।

### বাংলাদেশ নিয়ে ধীরে চলো নীতির পক্ষে মোহন

# সংঘে যোগ দিতে ডাক ভাগবতের

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** সমগ্র হিন্দুসমাজকে নিয়ে সংগঠন করতে চায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস। রাজ্যে ১০ দিনের প্রবাসের শেষে রবিবার বর্ধমানের তালিত সাই কমপ্লেক্সে এক প্রকাশ্য সভায় একথা বলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। এদিনের সভায় সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, অগ্নিমিত্রা পাল থাকলেও শুভেন্দু অধিকারী হাজির ছিলেন না।

জন্মলগ্ন থেকে দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করাই আরএসএস-এর ঘোষিত লক্ষ্য। এদিন ভাগবত বলেন, 'সংঘ কী করতে চায়? এককথায় বললে, সংঘ সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজের সংগঠন করতে চায়।' এরপর নিজেই বলেন, 'কেন হিন্দুসমাজকে নিয়ে সংগঠন? জবাবে ভাগবতের ব্যাখ্যা, একমাত্র হিন্দুসমাজই বিশ্বের বিবিধতাকে স্বীকার করে চলে।' পুরোনো বিতর্ক উসকে ভাগবত বলেন, 'ভারতবর্ষ ১৯৪৭-এ হয়নি। ভারতবর্ষ অনেক পুরোনো। আর সেইসময় থেকেই তার এই স্বভাব। যারা সেই স্বভাবকে মানতে পারেনি, তারা আলাদা দেশ তৈরি করে চলে গিয়েছে।' রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বার্তা দেশের সংখ্যালঘু মুসলিমদের উদ্দেশেই। যে বার্তার মধ্যে দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার সংকল্প স্পষ্ট। তবে ভাগবতের দাবি, আরএসএস-এর এই হিন্দুত্ব হল বসুধৈব কুটুম্বকম।

তাঁর সাফাই, হিন্দুসমাজের মনে রয়েছে অপার আত্মীয়তা। প্রত্যেকের স্বতন্ত্রতাকে সম্মান দিয়ে চলার এই শিক্ষা কেবল হিন্দুদেরই আছে। বাংলাদেশের নাম না করে ভাগবত বলেন, দেশের সামনে অনেক সমস্যা আছে। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে আমরা কতটা সংঘবদ্ধ। আমাদের



**মোহন উবাচ**

- একমাত্র হিন্দুসমাজই বিশ্বের বিবিধতাকে স্বীকার করে চলে
- আরএসএস চায় দেশের পুরো সমাজটাই সংঘ হয়ে যাক

একতা কতটা আছে। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের সাত্যকি, অর্জুন ও কৃষ্ণের বনে শিকার করতে গিয়ে মায়া রাক্ষসের মোকাবিলা করার প্রসঙ্গ টেনে ভাগবত বলেন, সাত্যকি, অর্জুন হার মানলেও সফল হন কৃষ্ণ। কারণ, কৃষ্ণ মায়া রাক্ষসকে আক্রমণ না করে তার শক্তি পরীক্ষা করেন। আর কৃষ্ণকে আক্রমণ করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে রাক্ষস, ঠিক তখনই কৃষ্ণ তাকে বেঁধে ফেলতে সক্ষম হন।

পর্যবেক্ষকদের মতে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কেন এখনও হাত গুটিয়ে বসে আছে কেন্দ্র তা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে গেরুয়া শিবিরে। এদিন পৌরাণিক কাহিনীর দৃষ্টান্ত দিয়ে ভাগবত বোঝালেন, বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতের ধীরে চলো নীতির কৌশলই সঠিক। দেরি হলেও সঠিক সময়েই প্রত্যাঘাত করবে দিল্লি। তবে শতবর্ষ পরেও আরএসএস-এর কাজ ও তার উদ্দেশ্যকে নিয়ে দেশের আপামর মানুষের মনে যে বিরূপ ধারণা এখনও কাটেনি তা বিলক্ষণ বুঝেছেন ভাগবত। তবে তাঁর মতে, এটা অপপ্রচার। সংঘের নিঃস্বার্থ দেশসেবায় যাদের স্বার্থে আঘাত লাগে তারাই আরএসএসকে নিয়ে এই অপপ্রচার করে। সেই 'অপপ্রচার' দূর করতে তাই এদিন সাধারণ মানুষকে সংঘে যোগ দিয়ে সংঘকে চেনার আহ্বান জানালেন ভাগবত।

ভাগবত বলেন, 'একশো বছর ধরে করছি, একে বুঝতে তাই সময় লাগে। যারা ভয় পায় তারাই অপপ্রচার করে তাই আমার প্রার্থনা, সঙ্গে আসুন ওকে দেখুন স্বয়ং সেবক হোন। ভালো না লাগলে চলে যাবেন। এখানে কোনও জোরাজুরি নেই।' দেশে ৭০ হাজারের বেশি শাখা। তবু কেন সংঘের আরও বিস্তার চান তিনি। সে প্রশ্নের জবাবেও ভাগবত বলেন, আরএসএস চায় দেশের পুরো সমাজটাই সংঘ হয়ে যাক। ভাগবতের এই বার্তাকে যদিও কটাক্ষ করেছে বামেরা। সিপিএমের শমীক লাহিড়ির মতে, ভাগবতের এই প্রত্যাশা নতুন কিছু নয়। তবে এই সর্বগ্রাসী প্রত্যাশা আরএসএসের কখনও পূর্ণ হবে না। হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন চিরকাল অধরাই থেকে যাবে।

## তালিকা তৈরি হচ্ছিল পার্থর বাড়িতে

**কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** আরও বিপাকে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রাথমিকে নিয়োগে চাকরিপ্রার্থীদের নাম সুপারিশ করেছিলেন প্রভাবশালীরা। সেই তালিকা পার্থর বাড়িতে বসেই তৈরি হত। প্রভাবশালীদের অনেকেই পার্থর অফিসে যেতেন। সেখানেই বৈঠকও হত। পার্থর প্রাক্তন অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিআইয়ের কাছে এমনটাই জানিয়েছেন। আদালতে জমা দেওয়া সিবিআইয়ের নথিতে এই বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওই নথিতে জানানো হয়েছে, বিকাশ ভবন থেকে উদ্ধার হওয়া সমস্ত নথি পার্থর প্রাক্তন ওএসডিকে দেখানো হয়েছিল। তখনই তিনি জানিয়েছিলেন, প্রভাবশালীদের সুপারিশ করা চাকরিপ্রার্থীদের নামের তালিকা পার্থর বাড়িতে বসে তৈরি হত। ওই প্রভাবশালীরা প্রায়ই পার্থর অফিসে গিয়ে চেম্বারে বৈঠকও করতেন। তবে বৈঠকে কী আলোচনা হত, তা তিনি জানেন না। ওই তালিকা সংক্রান্ত সিডি প্রাক্তন ওএসডির হাতে দিয়েছিলেন পার্থ এবং সেটি মানিক ভট্টাচার্যের হাতে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে ৩২৪ জনের নামের তালিকা তৈরি হয়েছিল তাঁদের মধ্যে দুজন বাদে বাকি কাউকেই চিনতেন না প্রবীর। ওই দুজন পার্থর সঙ্গে অফিসে দেখা করতেও আসতেন বলে দাবি করেছিলেন তিনি। এমনকি নামের তালিকাগুলিতে টিকচিহ্ন দিয়ে গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখার নির্দেশ দিতেন পার্থ। বর্তমানে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে সিবিআইয়ের নথিতে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বিস্ফোরক অভিযোগ আরও বিপাকে ফেলেছে তাঁকে। ইডির মামলায় জামিন পেলেও সিবিআইয়ের মামলায় এই অভিযোগগুলি তাঁর বিরুদ্ধে হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

# বাংলাদেশিরা না আসায় লাটে ব্যবসা

**নির্মল ঘোষ**

**কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের নাগরিকদের ভারতে আসার ট্যুরিস্ট ভিসা দেওয়া বন্ধ হয়েছে। এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে কলকাতার একটি অংশের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। নগরীর নিউ মার্কেট, মার্কুইস স্ট্রিট, কলিন স্ট্রিট প্রভৃতি এলাকার অধিকাংশ দোকানেই বিক্রি কমেছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে বেশ কিছু হোটেল, রেস্টুরেন্ট। ওই এলাকায় দোকানদারদের মধ্যে রীতিমতো হাহাকার পড়ে গিয়েছে।

সামনেই রমজান মাস। অন্যান্য বছর এই সময়ে নিউ মার্কেট এলাকা রীতিমতো গমগম করত। দোকানে দোকানে ভিড় উপচে পড়ত। জামাকাপড় থেকে খাওয়ার দোকান, সর্বত্রই কেনাকাটার ধুম থাকত। এই ক্রেতাদের একটা বিরাট অংশই বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু বাংলাদেশের ঘটনার পর সেই দেশের নাগরিকদের ভারতে আসার ভিসা দেওয়া আপাতত দেওয়া বন্ধ হয়েছে। তাতেই হাহাকার পড়েছে নিউ মার্কেট এলাকার দোকানদারদের মধ্যে।

নিউ মার্কেটের প্রাণকেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে ফুটপাথে মেয়েদের জামাকাপড় বিক্রি করেন আবদুল

### নিউ মার্কেট এলাকায় চূড়ান্ত হতাশা

খালেক। বাংলাদেশিরা না আসায় তাঁর বিক্রি অন্তত ৪০ শতাংশ কমেছে। তিনি জানান, অন্যান্য বার রমজান মাসের আগে যে ভিড় থাকত, তা এখন উধাও। পাশেই বিখ্যাত ওষুধের দোকান। দোকানের কর্মী মানস ঘোষ বলেন, ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ বিক্রি কমেছে। বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসা করতে আসা রোগীদের একটা বিশাল অংশ এই দোকান থেকে ওষুধ কিনতেন। আগে ভিড়ে দোকানে ঢোকা যেত না। এখন দিনভর মাছি তাড়াতে হচ্ছে।

নিউ মার্কেটের পাশেই মার্কুইস স্ট্রিট। কলকাতায় আসা বাংলাদেশিরা মূলত এই এলাকার বিভিন্ন হোটেল ও গেস্টহাউসে থাকেন। সবসময় গমগম করত এলাকা। ভিড়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটা দায় ছিল। এখন রীতিমতো শুনসান এই এলাকা। এখানেই বিখ্যাত কুতরি দোকান। রবিবার দুপুর, নেই কোনও খরিদ্দার। দোকানের মালিক মহম্মদ খুরশিদ বলেন, 'বাংলাদেশিরা না আসায় চরম সমস্যায় পড়েছি। দিনভর বসে থাকাই সার। নেই কোনও খরিদ্দার। সাত-আটজন কর্মীর বেতন দিতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে।' একই হাল হোটেলগুলির। দিনে একজন খরিদ্দারও ঢুকছেন না বলে জানালেন একটি বিখ্যাত হোটেলের ম্যানেজার মাজিদ খান। রুমের ভাড়া অর্ধেক করে দিয়েও খরিদ্দার পাওয়া যাচ্ছে না। আগে বাংলাদেশিদের পছন্দের হোটেল এখন বেহাল। একই বক্তব্য, গেস্টহাউসের স্টাফ রমজান তাজ-এর। গেস্টহাউসের ১৫টি রুমের মধ্যে মাত্র তিনটি রুম ভর্তি। পাঁচ-ছয় মাস ধরে এই হাল। আরেকটি হোটেলের কর্মী সাজিদ খান জানান, ২৩টি রুমের মধ্যে ৩-৪টি রুমে কাস্টমার আছে। হাজার টাকার রুম ৫০০ টাকায় ভাড়া দিতে হচ্ছে।

এই এলাকার অধিকাংশ দোকানই বাংলাদেশি পর্যটক নির্ভর। বাংলাদেশিরা না আসায় ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে 'ঢাকা মেজবান', 'চট্টগ্রাম মেজবান', 'তৈয়াব রেস্টুরেন্ট', 'হোটেল ইনসা' সহ বহু রেস্টুরেন্ট। সমস্যায় পড়েছেন টাকা লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরাও। বিভিন্ন লেনদেনকারী সংস্থার মালিক রীতিমতো আতঙ্কিত ভবিষ্যৎ নিয়ে। দোকানের ভাড়াই তুলতে পারছেন না তাঁরা। এইভাবে চললে কিছুদিনের মধ্যে এই এলাকা অন্ধকারে ডুববে বলে তাঁদের মত।

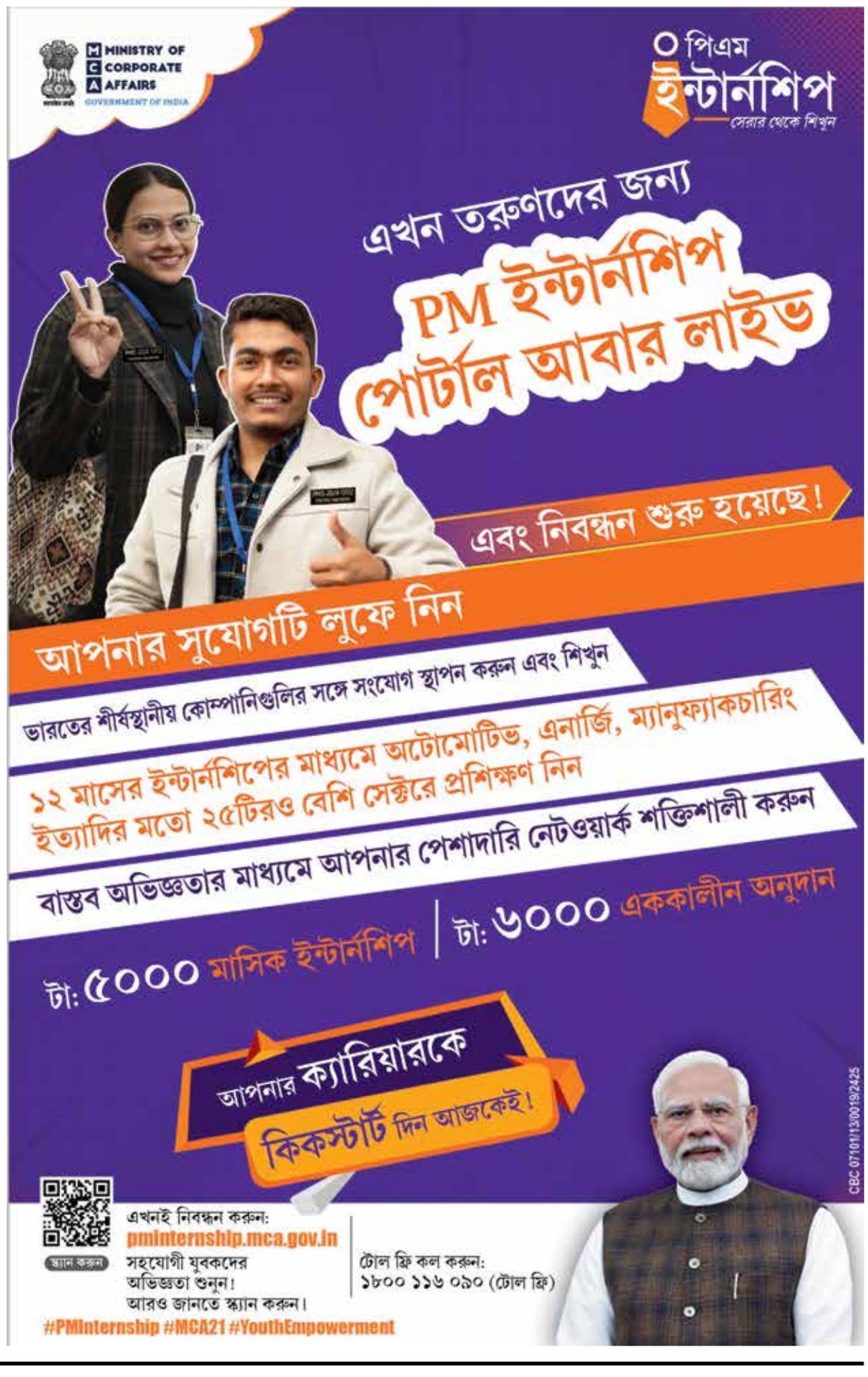

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৬৯ সংখ্যা, সোমবার, ৪ ফাল্গুন ১৪৩১

# খয়রাতির খেসারত

রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাসিক অনুদানের পরিমাণ না বাড়ায় অনেক মহিলা কিঞ্চিৎ হতাশ বলে শোনা যাচ্ছে। বিধানসভায় বাজেট পেশের বহু আগে থেকে সংবাদমাধ্যমের বাঁধাধরা খবর ছিল দুটো- এক) রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) এবার বাজেটে বাড়ছেই। যা নিয়ে মামলা এখন শীর্ষ আদালতের বিচারাধীন। দুই) লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে মহিলাদের মাসিক ভাতা বাড়ানো হবে। প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীটি মিলে গিয়েছে। ৪ শতাংশ হারে বাড়ানো হয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ।

আন্দোলনকারীরা অবশ্য এতে আদৌ খুশি নন। কিন্তু বেড়েছে তো বটেই। তবে টিভির সামনে আশা নিয়ে ঠায় বসে থাকলেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপভোক্তাদের নতুন কোনও প্রাপ্তিই হল না বাজেটে। তবে বাজেটে এই প্রকল্পে ২৬৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ফলে যাঁরা এই ভাতা পাচ্ছেন, তাঁদের বঞ্চিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। রাজ্যের দাবি অনুযায়ী এই মুহূর্তে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে মাসিক ভাতা পাচ্ছেন ২ কোটি ২১ লক্ষ মহিলা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এবারের বাজেটে যা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার ৫০ শতাংশই মহিলাদের জন্য। তাঁর ভাষায়, এটা 'মেয়েদের জন্য বাজেট।' মমতা এই দাবি করলেও বাজেট তথ্য থেকে স্পষ্ট যে, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী প্রকল্পে বরাদ্দ এবার কমেছে। এই প্রকল্পগুলি কিন্তু মেয়েদের জন্যই। তাহলে রাজ্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়ল কোন কোন খাতে? বেড়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নে (সাড়ে ২৯ হাজার কোটি থেকে বাড়িয়ে ৪৪ হাজার কোটি), নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণে (সাড়ে ২৬ হাজার কোটি থেকে বাড়িয়ে ৩৮ হাজার ৭০০ কোটি), জনস্বাস্থ্য কারিগরিতে ( সাড়ে চার হাজার কোটি থেকে বাড়িয়ে ১১ হাজার ৬০০ কোটি)।

কন্যাশ্রী, রূপশ্রী'র পাশাপাশি বরাদ্দ কমেছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে। তবে লক্ষাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সত্তর হাজার আশাকর্মীকে স্মার্টফোন দেওয়ার প্রস্তাব আছে বাজেটে। সেই খাতে বরাদ্দ ২০০ কোটি। বাস্তব হল, অধিকাংশ আশাকর্মীর স্মার্টফোন আছে। তাই স্মার্টফোন না দিয়ে ভাতা বাড়ালে ভালো হত বলে মনে করছে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন।

উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ হয়েছে আবাস যোজনায় ১৫৪৫৬ কোটি, স্বাস্থ্যসাথীতে ১৮৫৮ কোটি, সবুজ সাথীতে ৪৯৩ কোটি, জয় বাংলা পেনশনে ১০৬০৩ কোটি। তুলনায় শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি সামান্য। স্কুল শিক্ষায় ৪১১৫৩.৭৯ কোটি এবং উচ্চশিক্ষায় ৬৫৯৩.৫৮ কোটি বরাদ্দ হয়েছে। বাজেটে উপভোক্তাদের মাসিক ভাতা না বাড়ালেও মনে করা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বাড়াবেন সম্ভবত আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে। চতুর্থবারের জন্য রাজ্যের মসনদ সুনিশ্চিত করতে ভোটের আগে যথাসময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ওই তুরুপের তাস ব্যবহার করবেন।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট এক মামলার শুনানিতে কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের খয়রাতি রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করেছে। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, মানুষের কাজকর্ম না করেই থাকা-খাওয়ার সংস্থান হয়ে গেলে তার পরিশ্রম করার ইচ্ছেটাই চলে যাবে। সেজন্য যে কোনও সরকারের উচিত, সব মানুষকে জীবিকার মূলস্রোতে শামিল করা।

সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের ক্ষেত্রে খাটে। ফল কী হচ্ছে? একদিকে ভোটের লক্ষ্যে জনমোহিনী বাজেট তৈরি করতে গিয়ে রাজ্যের ঘাড়ে ঋণের বোঝা বেড়ে চলেছে। অথচ ঋণ পরিশোধ করার কোনও দিশা দেখানো নেই এই বাজেটে। অন্যদিকে, সমানতালে বাড়ছে রাজস্ব এবং রাজকোষ ঘাটতি। সব মিলিয়ে রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যথেষ্ট সংকটজনক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে। বাংলার অর্থনীতি নিয়ে অর্থনীতিবিদরা বহু আগে থেকে সেই সতর্কবার্তা শুনিয়ে আসছেন। মুখ্যমন্ত্রী যদি এখনও সেদিকে নজর না দেন, এখনও নগদ-খয়রাতির মাধ্যমে ভোটব্যাংক অটুট রাখার চেষ্টা চালিয়ে যান, তাহলে আখেরে রাজ্যের সর্বনাশ।

## অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই তো মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। ইন্দ্রিয় সংযমের মতন কঠিন কাজ জগতে কিছুই নাই, এমন সহজ কাজও কিছু নাই। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর, আত্মপ্রীতি নহে। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্য অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা- ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় হইতেছে নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া।

- শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

# কুম্ভমেলায় স্পষ্ট দুই ভারতের ছবি

কুম্ভমেলায় অনেক মানুষ প্রাণ হারালেন। সর্বশেষ সংযোজন নয়াদিল্লির দুর্ঘটনা। গণ উন্মাদনার কাছে কষ্ট ও বিপদ তুচ্ছ।



সুমিত চৌধুরী



নয়াদিল্লি রেলস্টেশনের ভয়ংকর দুর্ঘটনার ছবিগুলো দেখতে দেখতে মনে পড়ছিল, এবারের কুম্ভমেলার স্মৃতি। প্রয়াগে যাওয়ার জন্য এত আকুতি নিয়ে যাচ্ছিলেন ওঁরা। যেতে পারলেন না।

এবার প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে প্রথম শাহি স্নান ছিল ১৪ জানুয়ারি। তবে যোগীর হিন্দুত্বের আবহাওয়ায় শাহি স্নানকে এবার অমৃত স্নান বা রাজসিক স্নান বলার একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এবার মেলায় গিয়ে একটা জিনিস উপলব্ধি হল। যেখানে কুম্ভের মেলা বসে, সেটা শহর এলাহাবাদের উলটোদিকে। গঙ্গা পেরিয়ে একটা বিশাল চরের উপরে। বেশি বৃষ্টি হলে গঙ্গায় জল বাড়লে সেই চর পুরোটাই জলে ডুবে যায় বর্ষাকালে। এবারের মেলা মাঠ ভাগ করা হয়েছে ২৫ সেক্টরে। আসল সংগম যেটা, যেখানে গঙ্গা, যমুনা এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতী মিলেছে সেখানে চর তুলনামূলকভাবে সরু।

১ থেকে ২৫ নম্বর সেক্টরজুড়ে উনিশটা স্নানের ঘাট তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত পুণ্যার্থী যদি মূল সংগমে স্নান করতে যায় তাহলে যে কেলেঙ্কারি ঘটবে এটা সম্ভবত প্রশাসনের কেউ কেউ আগে আঁচ করতে পেরেছিলেন। যে কারণে যখন সব ঠিকঠাক চলছিল, তখন থেকেই মাইকে ঘোষণা হচ্ছিল, 'প্রয়াগে সমস্ত ঘাটেই সমান পুণ্য। আপনারা নিকটবর্তী ঘাটে স্নান সেরে নিন।' তবে বিপর্যয় এলে কোনও হিসেবই সম্ভবত কাজ করে না। এবারের কুম্ভে সেটা আরও একবার প্রমাণিত।

মেলা যেহেতু বসেছে চরের মাঠে, অস্থায়ী ত্রিশটা ব্রিজ তৈরি করতে হয়েছে নদীর উপর। যিনি বা যাঁরা এই ত্রিশটা ব্রিজ অন্তত তৈরি করবার কথা ভেবেছিলেন, তাঁদের দূরদর্শিতার প্রশংসা করতে হবে। না হলে শাহি স্নানের আগের রাতে দাঁড়িয়ে যেভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেতু পেরোতে দেখেছি, তাতে সেতুর সংখ্যা যদি কম হত, তাহলে আরও একটা বিপর্যয় হত।

প্রথম শাহি যোগের আগে রাতে দেখেছিলাম রাত যত গভীর হচ্ছে জনস্রোত তত বাড়ছে। মূলত ১৩টা প্রধান আখড়া কুম্ভমেলার কেন্দ্রীয় আকর্ষণে থাকে। আমি যেদিন মেলা মাঠে প্রথম ঢুকলাম, সেদিন শেষ আখড়াটি শোভাযাত্রা সহকারে কুম্ভে ঢুকছে। দেখলে মনে হবে, কোনও রাজা মহারাজের অভিষেক যাত্রা বেরিয়েছে। কেউ হাতির পিঠে, কেউ ঘোড়ায় টানা গাড়িতে সোনা কিংবা রুপার হাওদায় বসেছেন। সামনে সন্ন্যাসী এবং গৃহী অনুগামীরা হাঁটছেন কাতারে কাতারে। ঘনঘন স্লোগান উঠছে হর হর মহাদেও।

অবশ্য এই হর হর মহাদেও স্লোগানটা প্রায় একচেটিয়া শংকরাচার্যের অনুগামী দশনামী সম্প্রদায়ের। এখানে বৈষ্ণব আখড়ারও প্রাবল্য আছে। তাঁরা অবশ্য হর হর মহাদেও ধ্বনি তোলেন না। যাঁরা কুম্ভমেলার পুরোনো খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা জানেন শৈব এবং বৈষ্ণবী সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিকবার কুম্ভমেলায় মারপিট হয়েছে।

হাতি ঘোড়া পালকির চোখঝলসানো এই শোভাযাত্রার বাইরে দেখছিলাম এক অন্য ভারতবর্ষের নিজস্ব শোভাযাত্রা। দেহাত থেকে উঠে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষ হাঁটছেন। আর বিমূর্ত পুণ্যের সন্ধানে হাঁটছেন। বহু মানুষ নগ্নপদ। কারও চটি ছিঁড়ে গিয়েছে মাঝপথে। পা ফুলে গিয়েছে হাঁটতে হাঁটতে। তবু ক্লান্তিহীন চলা। অথবা ক্লান্তি এলেও এক অলৌকিক বিশ্বাসে ভর দিয়ে অন্যতর লং মার্চ। প্রত্যেকের মাথায় শুকনো খড়ের বোঝা।

আর শীতনিবারণের জন্য কম্বল। খড়গুলো যেখানে আস্তানা জুটবে তার সামনে জ্বালিয়ে রাখবার জন্য। এঁদের কারও কোনও তাঁবুতে বুকিং নেই। কোনও আখড়ায় আলাদা করে ঘর ধরা নেই। ভোজনং যত্রতত্র। শয়নং হট্টমন্দিরে। অবশ্য কুম্ভমেলায় খাবার অভাব হয় না। কারণ অসংখ্য ভাণ্ডারা। সেখানে দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা। শোয়ার জন্য বহু জায়গায় টানা ছাউনি মাথার উপর। কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেই হল

লক্ষ লক্ষ মানুষ ডুব দিচ্ছেন। যাঁরা সম্পন্ন গঙ্গার ধারে পান্ডা বা পূজারিকে নিয়ে পুজো দিচ্ছেন। কিন্তু যে অন্য ভারতবর্ষের কথা বলছি, তার পান্ডা পূজারি কাউকে ধরার ক্ষমতা নেই। শুধুমাত্র বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে, পুণ্য তিথিতে পুণ্যভূমিতে ডুব দিয়ে পাপমুক্তির আকাঙ্ক্ষা। কী পাপ কোথায় পাপ যদি প্রশ্ন করেন, কোনও স্পষ্ট উত্তর পাবেন না। তবু বিশ্বাসই সম্ভবত কুম্ভের মতো কোনও মহাযজ্ঞের মূল চালিকাশক্তি।

হিন্দি বলয়ের মানুষের একটা বড় অংশের বংশপরিচয় প্রয়াগের পান্ডাদের ঘরে ঘরে রয়েছে। ফলে প্রয়াগে কুম্ভ যখন হয় তার যজমানি টাই-আপের শক্তিটা অনেক বেশি। কুম্ভের মাহাত্ম্য প্রচারে ইনফর্মাল চ্যানেল অনেক বেশি সক্রিয় থাকে। তার সঙ্গে এবার যোগ হয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য। সব মিলিয়ে এমন একটা গণ উন্মাদনা তৈরি হয়েছে যার কাছে যাবতীয় বিপদ এবং কষ্ট তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর ১৪৪ বছর বাদে অমৃত কুম্ভযোগের প্রচার মানুষকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক নাগরিক মনন থেকে এই উন্মাদনাকে বোঝা একটু মুশকিল।

২

শাহি স্নানে নাগা সন্ন্যাসীদের ঘিরে বরাবরই একটা উত্তেজনা থাকে। এবার বরঞ্চ একটু উত্তেজনা কম ছিল। উৎসাহ ছিল প্রচুর। নাগা সন্ন্যাসীরা আসবেন, তার আগে জুনা আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর রথে চড়ে আগে আগে গেলেন। এসপি নিজে ঘোড়ায় চড়ে শোভাযাত্রাকে এসকর্ট করলেন। ঘড়িতে তখন ভোর প্রায় চারটে। রথের উপর থেকে মহামণ্ডলেশ্বররা ফুল ছুড়ছেন, ছাই ছুড়ছেন। সেটুকুই লুফে নিতে ভক্তদের প্রবল হুড়োহুড়ি। নাগা সন্ন্যাসীরা চলে যাওয়ার পর পুলিশ ব্যারিকেড সরিয়ে দিলে সন্ন্যাসীরা যে পথে গিয়েছেন সেই পথের ধুলো তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। এই ছোট ছোট চিত্রকল্পগুলো বুঝিয়ে দেয় কীসের তাড়নায় কোটি কোটি মানুষ এখনও ছুটে আসেন কুম্ভমেলার সন্ধানে। অমৃতকুম্ভের সন্ধানে এসে কেউ কেউ ফেরত যাচ্ছেন কফিনে ঢাকা মৃতদেহ হয়ে। বিশ্বাসের অমোঘ আকর্ষণ। তীর্থযাত্রায় কষ্টে পুণ্য বাড়ে। তীর্থক্ষেত্রে মরলে স্বর্গপ্রাপ্তি অবধারিত!

৩

এবার প্রয়াগে নেমেই চোখে পড়েছিল কুম্ভমেলাকে ঘিরে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকারের অসংখ্য হোর্ডিং। হোর্ডিংয়ে দুটি মাত্র ছবি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। দুজনের ছবির মাপ এমন দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে যোগী মোদির থেকে সামান্য ছোট। দুর্জনে বলাবলি করছেন কুম্ভমেলার আয়োজনে যোগী আদিত্যনাথ কাউকে ভিড়তে দেননি।

উত্তরপ্রদেশের নীচু স্তরের রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য অমিত শা-কে সরিয়ে যোগী আদিত্যনাথ নাম্বার টু হয়ে উঠতে মরিয়া। সেইজন্যই নিজেকে হিন্দুত্বের পোস্টার বয় হিসেবে তুলে ধরতে কোনও চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না। যারই অন্যতম হাতিয়ার ছিল এই কুম্ভ। যে কারণে এই কুম্ভ বিরোধীদের মতে অনেকটাই রাজনৈতিক নির্মাণ হয়ে উঠেছে। চেষ্টা চলেছে একটা গণ উন্মাদনা তৈরি করবার। ইতিহাসে প্রথমবার সরকারের তরফে ডিজিটাল ক্যাম্পেন চালানো হয়েছে 'আও কুম্ভ চলো'।

স্থানীয় সমাজবাদী পার্টি সাংসদ রামগোপাল যাদব তো দুর্ঘটনার পর প্রকাশ্যে বলেছেন, ১৪৪ বছরে এই অমৃতকুম্ভের ধারণাটা আমি প্রথম শুনলাম। কুম্ভ, অর্ধকুম্ভ, মহাকুম্ভ আমরা জানতাম। এই অমৃতকুম্ভ কোথা থেকে এল জানি না। এইবারই প্রচার তুঙ্গে উঠেছে যে, বারোটা মহাকুম্ভ পার করে ১৪৪ বছরের মাথায় অমৃতকুম্ভ যোগ আসে।

প্রয়াগের কুম্ভযোগ ব্যাপারটা পুরোটাই রাজনৈতিক নির্মাণ। কারণ গ্রহনক্ষত্র যোগের বিচারে হরিদ্বারের কুম্ভ ছাড়া আর কোনও কুম্ভই প্রকৃত কুম্ভ নয়।

এবার যোগী পরিকল্পিতভাবে গণ উন্মাদনা তৈরি করেছিলেন কোনও সন্দেহ নেই। প্রশাসনের নিজেরই হিসাব ছিল প্রায় ৪০ কোটি মানুষ আসবেন। কিন্তু বারবার আগুন লাগার ঘটনা এবং পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে বিজ্ঞাপনের ডিজিটাল কুম্ভ সভ্য ও ভব্য কুম্ভের বহুচর্চিত ঢক্কানিনাদের পরও প্রশাসন আসলে সত্যি কতটা প্রস্তুত ছিল।

মৌনী অমাবস্যার রাতে যখন দুর্ঘটনা ঘটে তখন জানা যাচ্ছে ১৯টি স্নানের ঘাটের মধ্যে অধিকাংশ স্নানের ঘাট হয় সাধুসন্ন্যাসীদের জন্য নয়, ভিআইপিদের জন্য আটকানো ছিল। তার মধ্যেই প্রশাসনের তরফে ঘোষণা করা শুরু হয়, অমৃতকুম্ভ যোগ শুরু হয়ে গিয়েছে আপনারা তাড়াতাড়ি স্নান করুন। অন্যান্য রাজ্য থেকেও বহু কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং অন্যান্য জেলা থেকে বহু রাজ্য পুলিশ এনে নামানো হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি অধিকাংশ মোতায়েন পুলিশকর্মী এলাকার রাস্তাঘাট কিছুই চেনেন না। তাই তিনশো কিলোমিটারের অবিশ্বাস্য জ্যাম দেখেছে কুম্ভমেলা। প্রশাসনের কর্তাদের যে দূরদৃষ্টি থাকে না, তার প্রমাণ নয়াদিল্লির স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা।

তবু এরপরে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনও প্রয়াগের দিকে। বহু আখড়া তাদের ধর্মধ্বজা নামিয়ে নিয়ে শিবরাত্রিকে সামনে রেখে উজ্জয়িনী অথবা বেনারসের দিকে রওনা হয়ে গেছে। তবুও অসংখ্য মানুষ স্থির সংকল্পে প্রয়াগের দিকে এগোচ্ছেন। মানুষ মরছে। তাতেও জড়িয়ে যাচ্ছে 'বিশ্বাস'। তীর্থক্ষেত্রে পুণ্যভূমিতে মৃত্যু হলে অক্ষয় স্বর্গবাস।

তবু এর মধ্যেও কোথাও মানবতার বিশ্বাসের বাতিঘর জ্বলে ওঠে। মৌনী অমাবস্যার রাতে বিপর্যয়ের পর যখন পারাপারের পুল বন্ধ। শহর প্রয়াগে রাতে আচমকা দমবন্ধ ভিড়। রাস্তাতে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বহু মানুষ । তখন একের পর এক মসজিদের দরজা খুলে গেছে আর্তকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য। জল এবং খাবার নিয়ে এগিয়ে এসেছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। যাঁদের এবার কুম্ভমেলার আশপাশেও ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি।

*(লেখক সাংবাদিক)*

## আজ

**১৮৯৯**



রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম আজকের দিনে।

**২০২২**



আজকের দিনে প্রয়াত হন ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত।

## আলোচিত



ভারতের একটা স্বভাব রয়েছে। ওই স্বভাবের সঙ্গে আমরা যারা থাকতে পারব না, এমন যাদের মনে হয়েছে, তারা একটা আলাদা দেশ তৈরি করে নিয়েছে। এটা স্বাভাবিক। যাঁরা যাননি, তাঁরা ভারতেরই স্বভাব চান, সেই স্বভাবকে আয়ত্ত করে বেঁচে থাকার রসদ পান।

- মোহন ভাগবত

## ভাইরাল/১



সাতারার এক তরুণ কলেজে পরীক্ষা দিতে গেলেন প্যারাগ্লাইডিং করে। ব্যক্তিগত কাজে ফেঁসে গিয়েছিলেন। এদিকে ১৫ মিনিটের মধ্যে তাঁর পরীক্ষা শুরু। রাস্তায় যানজট। এক প্যারাগ্লাইডারের সাহায্যে সময়মতো কলেজে পৌঁছোলেন তরুণ। ভাইরাল ভিডিও।

## ভাইরাল/২



ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে এসেছিলেন বর। বিয়ের মণ্ডপে বরণের তোড়জোড় শুরু। আনন্দে উদ্বেল আত্মীয়রা। হঠাৎ ঘোড়ার পিঠেই ঢলে পড়লেন বর। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচানো গেল না। মর্মান্তিক ভিডিওটি ভাইরাল।

জনমন জনমত

# রেল কোচ রেস্তোরাঁ সচল রাখা হোক

১০ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'খাঁখাঁ রেল মিউজিয়াম, কর্মীর অভাব, দেখা নেই পর্যটকের' শীর্ষক প্রতিবেদনটা পড়ে বেশ মর্মাহত হলাম।

২০০৯ সালে ৯ কোটি টাকা খরচ করে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের আদলে গড়ে ওঠা (কোচবিহার রেলস্টেশনের সামনে) রেল মিউজিয়ামটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারল না ভারতীয় রেলমন্ত্রকের সুপরিকল্পিত প্রচারের অভাবেই। আমি বার তিনেক মিউজিয়ামটায় গিয়েছি। ১৮৫৩ সালে ভারতীয় রেলের সূচনা লগ্নের ইতিহাস, কোচবিহারে রাজ আমলে রেল যোগাযোগ শুরু হওয়ার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ হয় এই মিউজিয়ামে গেলে। দেখতে পাওয়া যায় অখিলচন্দ্র সেনের লেখা দুর্লভ চিঠির প্রতিলিপি, কড়া ভাষায় লেখা যে চিঠির ভিত্তিতে ভারতীয় রেলে টয়লেট ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এছাড়া রয়েছে আরও অনেক কিছু। ওখানে কর্মরত প্রসেনজিৎবাবুও দর্শনার্থীদের খুব সুন্দরভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে সব কিছু বুঝিয়ে দেন এবং ঘুরিয়ে দেখান।

তবে আমি মনে করি, রেল মিউজিয়ামটার ঠিক পাশেই রেল কোচ রেস্তোরাঁটা যদি সচল রাখা যেত, তাহলে রেল মিউজিয়ামে দর্শক সংখ্যাটা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যেত। কারণ, আজকালকার ফাস্ট ফুড প্রিয় ছাত্র ও যুবসমাজ অবশ্যই রেল কোচ রেস্তোরাঁতে ভিড় জমাত এবং বন্ধুবান্ধব সহকারে রেল মিউজিয়ামটাতেও পদধূলি দিত। কাজেই রেল মিউজিয়ামের দর্শক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য রেল কোচ রেস্তোরাঁটাকেও বছরভর সচল রাখার বিষয়ে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

**সঞ্জীবকুমার সাহা**
**উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নম্বর ১, মাথাভাঙ্গা।**

# টি বোর্ডের কাছে প্রস্তাব

ডুয়ার্স ও তরাইয়ের চা বাগানগুলোতে টি বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী বেশ কয়েক বছর ধরে কাঁচা চা পাতা তোলা ও প্লাকিং বন্ধের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা হয়। অবশ্য গোটা ভারতের যত চা বাগান আছে সবার ক্ষেত্রেই বিভিন্ন তারিখে টি বোর্ড এই ঘোষণা করে থাকে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে টি বোর্ডের এই ঘোষণার সঙ্গে তরাই-ডুয়ার্সের অধিকাংশ চা বাগানের প্লাকিং বন্ধ ও শুরু করার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেমন, গত মরশুমে ৩০ নভেম্বর থেকে শীতকালীন চা উৎপাদন বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় প্রায় প্রতিটি ছোট-বড় চা বাগানেই প্লাকিংয়ের উপযোগী বেশ ভালো মানের চা পাতা মজুত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত সেই ভালো মানের চা টি বোর্ডের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্লাকিং ও প্রসেস করা সম্ভব হয়নি। এতে সংশ্লিষ্ট চা বাগানে উৎপাদনের পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সেইসঙ্গে চা বাগানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদেরও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

যেহেতু শ্রমিক-কর্মচারীদের বোনাস ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা উৎপাদনের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল, তাই তাঁরাও এই নির্দেশিকার ফলভোগী। অনেক চা বাগানই নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসের উৎপাদনের উপর তাদের বার্ষিক গাছ পরিচর্যা ও সেচ পরিচালনা করে থাকে।

আমার মনে হয়, যদি টি বোর্ড প্রতিটা চা বাগান সার্ভে করে ও কাঁচা চা পাতার উপস্থিতি বিবেচনা করে প্লাকিং, উৎপাদন বন্ধ ও শুরুর নির্দেশিকা জারি করে তাহলে উভয় দিকেরই ভারসাম্য রক্ষা হয়।

**সমীরকুমার বিশ্বাস**
**পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।**

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

# বুদ্ধি, বুদ্ধিজীবী এবং ঘৃণার এক সাম্রাজ্য

যাঁরা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দর্শনকে বুঝতে পারলেন না, সেখানে বোঝাতে না পারার দায়টা আসলে কার?



মৃড়নাথ চক্রবর্তী



আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে দাঁড়িয়েও বাংলায় 'বুদ্ধিজীবী' কথাটা নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হত না, বরং কিছুটা সম্মানসূচক অর্থেই ব্যবহৃত হত। দিনে দিনে বাংলায় সাহিত্য, সিনেমা, রাজনীতি বা দর্শনের মতোই ভাষারও মান পড়েছে। এখন বুদ্ধিজীবী বা আঁতেলের স্থান গালাগালির সঙ্গে একই ব্র্যাকেটে থাকে। কিছু মানুষ শ্রম বেচে খান, কিছু মানুষ শরীর বেচে। তেমনই যাঁরা বুদ্ধি বেচে খান, তাঁদেরই বুদ্ধিজীবী বলা হত। কিন্তু বর্তমানে সাধারণ মানুষের কাছে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান এত ঘৃণার উদ্রেককারী কেন? আমার মনে হয়, বর্তমানের বুদ্ধিজীবীদের পরজীবী অবস্থানের ফলে যা সুবিধাজীবীর একটা সমার্থক শব্দও বটে!

এই পরজীবীত্ব বা সুবিধাজীবীত্ব বিশ্লেষণ করতে বসলে কিছু কিছু বিষয় উঠে আসে। যাদের মধ্যে প্রধান হল, সমাজের বাকি মানুষের এই গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারার অক্ষমতা। সত্যজিৎ রায় ভারতীয় দর্শককে বলেছিলেন 'ব্যাকওয়ার্ড অডিয়েন্স'। কলেজে পড়ার সময় আমরা অনেকটা এভাবেই ভাবতাম, কিন্তু এখন এই ভাবনা ভ্রান্ত মনে হয়।

যদি সামগ্রিকভাবে দেখি, আমাদের দর্শক, পাঠক কারা? বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১২৭-এর মধ্যে ১০৫-এ থাকা ভারতের মানুষ। শিক্ষা-শিল্প-কর্মসংস্থানহীন বাংলার মানুষ। আমাদের সমাজটা, এই দেশটা একটা ক্লাসরুম নয়। এই দেশের সিংহভাগ মানুষের একটা দিন কাটে পরের দিনটা কীভাবে কাটবে তার চিন্তায়। সেখানে দাঁড়িয়ে, আমি কোনও শিল্প তৈরি করলাম, কী করলাম না তা কোনও প্রভাব ফেলে না। এমনকি কোনও শিল্পই যদি কোথাও না থাকে, কিচ্ছু যাবে আসবে না। একজন শিল্পী তাঁর শিল্প তৈরি করেন তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

আমাদের পরিচিত বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কী? তাঁরা মনে করেন, যাঁরা তাঁদের চিন্তা বা দর্শনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন না, তাঁদের জটিল-কুটিল ফ্যাক্টরগুলো মস্তিষ্কে ধরতে পারেন না, তাঁরা পিছিয়ে পড়া মানসিকতার। শিল্পীরা এই ব্যাকওয়ার্ড অডিয়েন্সের অনেক ওপরে বিরাজ করেন। কিন্তু কখনও এটা ভাবেন না, যাঁরা তাঁদের দর্শনকে বুঝতে পারলেন না, সেখানে বোঝাতে না পারার দায়টাও তাঁদের ওপর বর্তায়।

যদি আমি একটা যুদ্ধবিরোধী ছবি বানাই এবং তা এতই জটিল হয় যে, গুটিকয়েক উচ্চমেধার মানুষ ছাড়া সাধারণ মধ্যমেধা-নিম্নমেধার মানুষ দেখতেই না যায়, তাহলে তার যুদ্ধবিরোধী দর্শনের গুরুত্বটা থাকল কোথায়! যাঁরা সিনেমাটা দেখে এলেন, তাঁরা এমনিতেও জানেন যুদ্ধবিরোধিতা কেন প্রয়োজন। কিন্তু যাঁদের মধ্যে এই যুদ্ধবিরোধী দর্শন প্রচারিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাঁরা তা 'আঁতেল ছবি' বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। 'ওরে হাল্লা রাজার সেনা, তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল?'-এর মতো সহজ করে যদি একটা কথা বলা যায়, তবে তাকে জেমস জয়েসের ভাষায় বলার কী প্রয়োজন!

শিল্পীর প্রধান দায় শিল্পের মধ্যে দিয়ে তাঁর দর্শনকে পৌঁছে দেওয়া। অন্যথায় তা শিল্পীর ব্যর্থতা। পাঠকদের বা দর্শকদের দুর্বল মেধার বলে দিলেই শিল্পীর ব্যর্থতা ঢাকা পড়ে না। দর্শক-পাঠক যে ভাষাটা বোঝেন, সেই ভাষায় যদি শিল্পচর্চা হত, যদি সাধারণ মানুষের মনন, চিন্তন ও মেধার সঙ্গে শিল্পকর্মের সামঞ্জস্য রেখে তা তৈরি করা হত ও যদি সব বয়সের অডিয়েন্স শিল্পকর্মের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারত, যদি কঠিন-জটিল তত্ত্ব সহজ করে বোঝানো যেত, তাহলে কোনওদিনই 'বুদ্ধিজীবী' কথাটা গালাগালে রূপান্তরিত হত না।

*(লেখক সাহিত্যিক। খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬৭

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ★ | ৩ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ৪ | | | ★ | ৫ | ৬ |
| ৭ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | ★ | ৮ | | | |
| ৯ | | | ১০ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | ★ | | ★ | ১১ | | ১২ |
| ১৩ | | ★ | ১৪ | | | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | | ★ | ১৫ | | |

**পাশাপাশি :** ১। খেলো বা অকিঞ্চিতকর ৪। অমিতভাষী বা বাচাল ৫। কথা বলতে পারে না এবং স্থূল বুদ্ধি ৭। নাস্তানাবুদ বা নাজেহাল অবস্থা ৮। যে সম্পত্তিতে শরিকদের ভাগ আছে ৯। ঘরে আলো-বাতাস ঢোকার পথ ১১। সেলাই করার কাজ ১৩। তোলার চেষ্টা, গরজও হতে পারে ১৪। দৃষ্টিশক্তি কমলে লাগে ১৫। সহায়সম্বলহীন বা নিরুপায়।

**উপর-নীচ :** ১। ছিপে মাছ ধরার সময় জলে ভেসে থাকে ২। ভীষণ বা মাত্রাতিরিক্ত ৩। সংসারত্যাগী মুসলিম সন্ন্যাসী ৬। ছুতো বা অজুহাত ৯। ফুলের ছোট বাগান ১০। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথি ১১। জমির প্রান্তভাগ বা চৌহদ্দি ১২। উদাহরণ বা নমুনা।

**সমাধান ■ ৪০৬৬**

**পাশাপাশি :** ১। ছিনিমিনি ৩। কড়চা ৫। ঘটোৎকচ ৭। নিবাত ৯। আমলা ১১। প্রপিতামহ ১৪। তাজিম ১৫। দিনকাল।

**উপর-নীচ :** ১। ছিটকিনি ২। নিদাঘ ৩। কড়াৎ ৪। চামচ ৬। কদম ৮। বাতাপি ১০। লালচাল ১১। প্রণেতা ১২। তালিম ১৩। হলদি।

## বিন্দুবিসর্গ

## কুম্ভ ফালতু, বলে নতুন বিতর্কে লালু

**পাটনা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় মহাকুম্ভ মেলাকেই কাঠগড়ায় তুললেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব। তাঁর সাফ কথা, 'কুম্ভের কোনও মাহাত্ম্য আছে নাকি। কুম্ভ তো ফালতু।' রেল কর্তৃপক্ষের দিকেও আঙুল তুলেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী। ভিড় সামলাতে কেন রেল প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন লালু। অবিলম্বে গোটা ঘটনার দায় মাথায় নিয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর পদত্যাগের দাবি তুলেছেন তিনি।

এদিকে লালু যেভাবে কুম্ভকে ফালতু বলে আখ্যা দিয়েছেন তাতে চটেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র গুরুপ্রকাশ পাসোয়ান বলেন, 'কুম্ভ কোটি কোটি হিন্দুর কাছে আস্থার বিষয়। এই পবিত্র মেলা নিয়ে লালুপ্রসাদ যাদব যে মন্তব্য করেছেন তাতে হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত

> কুম্ভের কোনও মাহাত্ম্য আছে নাকি। কুম্ভ তো ফালতু।
>
> **লালুপ্রসাদ যাদব**

লেগেছে। অবিলম্বে ওঁর উচিত ক্ষমা চাওয়া।' বিজেপির জোটসঙ্গী জেডিইউ-ও নিন্দা করেছে লালুর। দলের মুখপাত্র নীরজ কুমার বলেন, 'লালুপ্রসাদ যাদবের উচিত এই ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা। কিন্তু বারবার মানুষের আস্থায় আঘাত করা ওঁর চরিত্রে রয়েছে। একাধিক সমাজবাদী নেতা এবং তাঁদের পরিবার সংগমে পুণ্যস্নান করেছেন। সেটাও কি ফালতু।'

লালু-পুত্র তেজস্বী যাদবও নয়াদিল্লি রেলস্টেশনের পদপিষ্টের ঘটনায় ডাবল ইঞ্জিন সরকার এবং রেলকে দুষেছেন। তিনি বলেন, 'এত সরকারি আয়োজনের পরও পুণ্যার্থীরা প্রাণ হারাচ্ছেন। কিন্তু ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সেদিকে নজর না দিয়ে প্রচারে ব্যস্ত। আমজনতা এবং পুণ্যার্থীদের বদলে তাদের নজর ভিআইপিদের সুবিধা দেওয়ার দিকে রয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। বিহারের যে সমস্ত বাসিন্দা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের পরিবারপিছু ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

## দিল্লির ঘটনায় উত্তরপ্রদেশে হাই অ্যালার্ট

**লখনউ, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** মৌনী অমাবস্যায় মহাকুম্ভে পদপিষ্টের স্মৃতি এখনও টাটকা। বেশ কয়েকবার আগুনও লেগেছে মেলা প্রাঙ্গণে। আবার বিহারে ট্রেন না পেয়ে ভাঙচুরের ঘটনাও সামনে এসেছে। সেই ক্ষতের মধ্যেই নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনা সামনে আসায় রীতিমতো সতর্ক উত্তরপ্রদেশ ও বিহার প্রশাসন। পুণ্যার্থীদের থিকথিকে ভিড় সামলাতে দুই রাজ্যের একাধিক স্টেশনে রীতিমতো হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। ত্রিবেণি সংগমে এখনও পর্যন্ত ৫০ কোটি মানুষ পুণ্যস্নান করেছেন বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। মেলা শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। এই পরিস্থিতিতে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ এবং সংলগ্ন শহরগুলিতে ভয়াবহ যানজট তৈরি হয়েছে। যানজটের কারণে বলসান, বৈরহানা, সবিতাবাগ, দ্বারভাঙার মতো শহরগুলিতে ১৫ মিনিটের সফর করতে সময় লাগছে তিনঘণ্টারও বেশি। প্রয়াগরাজের সীমানা ঘেঁষা মধ্যপ্রদেশের রেওয়া শহরে গত ২৪ ঘণ্টায় মহাকুম্ভ অভিমুখে গাড়ির বহর ক্রমশ বাড়ছে।

*প্রিয়জনকে হারিয়ে আকুল কান্না মা-মেয়ের। তরুণীর জন্য শোক রাজধানীর এক মহল্লায়। স্টেশন চত্বরে ক্রমাগত চলছে পুলিশের মাইকিং। বুধবার রাতে নয়াদিল্লির রেলস্টেশনে মৃত্যু মিছিলের পর।*

## নেপোলিয়ানের উদ্ধৃতি অস্ত্র করলেন ট্রাম্প

**ওয়াশিংটন, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** দ্বিতীয় পর্যায়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসেই অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, রূপান্তরকামীদের মার্কিন সামরিক বাহিনীতে না নেওয়ার নির্দেশ জারি, জন্মগত মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ ইত্যাদি বিষয়ে ট্রাম্পের গৃহীত পদক্ষেপগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে একাধিক মামলা হয়েছে বিভিন্ন মার্কিন আদালতে। তাঁর বিরুদ্ধে আমেরিকার সংবিধানে দেওয়া কংগ্রেসের কর্তৃত্ব কেড়ে নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খণ্ডন করতে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যালে বলেছেন, 'যে তার দেশকে বাঁচায়, সে কখনও আইন লঙ্ঘন করে না।' তিনি এও জানিয়েছেন, ১৮০৪ সালে ফরাসি সম্রাট হিসেবে নিজেকে ঘোষণার আগে 'নেপোলিয়নিক কোড অফ সিভিল আইন' চালু করেছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। ফ্রান্সে বৈপ্লবিক যুদ্ধের বিশৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রিত করে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা এনেছিলেন তিনি। নেপোলিয়ন তাঁর কঠোর বিধি সম্বলিত শাসনকে ন্যায্যতা দিতে বলতেন, 'জনগণ এটাই চাইছে।' আমেরিকায় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কঠোর করার ব্যাপারে তাঁর জারি করা নিয়মকানুনের সাফাই দিতে ফরাসি সম্রাটের উদ্ধৃতি দিয়ে ট্রাম্পও বুঝিয়ে দিয়েছেন, মামলা-মকদ্দমা যা-ই হোক না কেন, তিনি পিছু হটবেন না।

সূত্রের খবর, ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধেই ১০টি মামলা দায়ের হয়েছে। তাঁর জন্মগত মার্কিন নাগরিকত্ব আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে রুজু হয়েছে সাতটি মামলা। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে ক্যাপিটলে হামলায় যুক্ত রিপাবলিকান নেতা-কর্মীদের ওপর থেকে মামলা তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই বিষয়েও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা ঝুলছে।

একসময়ে ট্রাম্পের উপদেষ্টা ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার সেনেটর অ্যাডাম শিফ। তাঁর কথা, ট্রাম্প সত্যিই স্বৈরাচারী শাসকের মতো কথা বলছেন। ট্রাম্প বলছেন তিনি আদালতের রায় মেনে চলেন। কিন্তু তাঁর উপদেষ্টারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিচারকদের আক্রমণ করছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের টুইট, প্রশাসনিক বিভাগের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না বিচারকরা।

## স্ত্রীর ছবি হাতে আকুল প্রৌঢ়

# কোথায় গেলে তারা

**নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** রবিবার সকাল। নয়াদিল্লি স্টেশনে তিলধারণের জায়গা নেই। সিংহভাগের গন্তব্য প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ। শনিবার এই স্টেশনেই যে পদপিষ্ট হয়ে ১৮টি প্রাণ ঝড়ে গিয়েছে ঘণ্টাকয়েক বাদে সেটা বোঝা দায়। হইচই, ধাক্কাধাক্কির মধ্যে দাঁড়িয়ে গুপ্তেশ্বর যাদব। বিধ্বস্ত চেহারা। কাঁপা কাঁপা হাতে কাউকে ফোন করার চেষ্টা করছেন। অন্য হাতে ধরা একটি ছবি। সেখানে নীল শাড়ি পরা, হাতে চুড়ি, সিঁথিতে বড় করে সিঁদুর পরিহিত একজন মধ্য বয়সি মহিলাকে দেখা যাচ্ছে।

বছর ৫২-র প্রৌঢ় জানান, শনিবার রাতেও এই স্টেশনে ছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী তারা দেবী। হাতে ধরা ছবিটি তাঁরই। ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রয়াগরাজগামী ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করছিলেন দম্পতি। আচমকা শুরু হয় হুড়োহুড়ি। ভিড়ের মধ্যেও স্ত্রীর হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন গুপ্তেশ্বর। কিন্তু শেষপর্যন্ত পারেননি। ঠেলাঠেলির মধ্যে স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে যান। সেই শেষবার তারা দেবীকে দেখেছিলেন গুপ্তেশ্বর। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে প্ল্যাটফর্ম ও স্টেশন চত্বরে স্ত্রীকে হন্যে হয়ে খুঁজেছেন। দিল্লির একাধিক হাসপাতালে ঘুরেছেন রাতভর। কিন্তু তারা দেবীর খোঁজ মেলেনি। সকালবেলা হতাশ গুপ্তেশ্বর সেই নয়াদিল্লি স্টেশনে ফিরে এসেছেন। শুধু বললেন, 'আমি ওঁকে খুঁজে পাইনি। ওঁর জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু ও আসছে না।'

একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রৌঢ় বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে তারা আর নেই। তবে আমি হাল ছেড়ে দিতে পারি না।' ধীরে ধীরে ভিড়ে মিশে গেলেন গুপ্তেশ্বর যাদব। তিনি একা নন, শনিবার স্বজনকে হারিয়েছেন এমন অনেককেই রবিবার দেখা গেল স্টেশন চত্বরে। কেউ বন্ধু-পরিজনের খোঁজ করছেন, কেউ আবার মৃতদেহ শনাক্ত করে প্ল্যাটফর্মের এককোণে আশ্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউ আছেন যাঁদের সঙ্গী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।

আগের রাতের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠলেন কিরণ কুমারী। অন্যদের মতো তিনিও বোনের সঙ্গে ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন। ভিড়ের চাপে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে মাড়িয়ে চলে যান কয়েকজন। বরাত জোরে বেঁচে গিয়েছেন। বোনকে নিয়ে ওভারব্রিজের সিঁড়ি বেয়ে উঠে কোনওরকমে একটি গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিরণ কুমারীর কথায়, 'ভিড়ের কারণে নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। মানুষ আমার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল।' বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললেন মহিলা।

## দেশে ফিরতেই গ্রেপ্তার ২

**অমৃতসর, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** শনিবার রাতে দ্বিতীয় দফায় অবৈধভাবে আমেরিকায় প্রবেশ করা ১১৬ জন ভারতীয়কে ফেরত পাঠিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন বিমান থেকে ওই ভারতীয় অভিবাসীরা অমৃতসরে নামতেই দুজনকে গ্রেপ্তার করে পঞ্জাব পুলিশ। সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই সন্দীপ এবং প্রদীপ ২০২৩ সালে পাতিয়ালার রাজপুরায় একটি খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের পর তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছিল, সন্দীপ ও প্রদীপ আমেরিকায় গা ঢাকা দিয়েছেন। কিন্তু ধর্মের কল তো বাতাসে নড়ে। ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে শনিবার রাতে যে ১১৬ জনকে ফেরানো হয় তাঁদের মধ্যে সন্দীপ, প্রদীপের নাম রয়েছে বলে জানতে পারে পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে বাহিনী নিয়ে বিমানবন্দরে হাজির হয়ে যান উর্দিধারীরা। হাতেনাতে ধরা পড়েন দুই অভিযুক্ত।

## সোনার খনি ধসে মৃত ৪৮

**মালি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** পশ্চিম আফ্রিকার মালিতে অবৈধ সোনার খনি ধসে মৃত্যু হয়েছে ৪৮ জনের। মৃতদের অধিকাংশই মহিলা। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মালির কেনেইবা শহরের কাছে। খনি মন্ত্রকের মুখপাত্র ঘটনার কথা স্বীকার করে জানিয়েছেন, আহতদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। প্রত্যেকেই খনিতে সোনা উত্তোলনের জন্য নেমেছিলেন। অবৈধ খনিগুলিতে অনিয়ন্ত্রিত উত্তোলন ও একাধিক দুর্ঘটনায় প্রশ্নের মুখে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা।

## ধৃত ১১ জঙ্গি

**ইম্ফল, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** মণিপুরে দু'দিনে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ ১১ জঙ্গি গ্রেপ্তার হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে ৭ জন সন্দেহভাজন কুকি ন্যাশনাল আর্মির (কেএনএ)। রবিবার এই তথ্য দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে।

## মোদির সফরের পরও বদলাল না ছবি

# হাতকড়া পরিয়েই ভারতীয়দের পাঠাল

**অমৃতসর, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশ্বগুরুর মর্যাদায় আবারও একফোঁটা চোনা ফেলে দিলেন তাঁর বন্ধু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের আবারও পায়ে শেকল আর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দ্বিতীয়বার ভারতের মাটি ছুঁল মার্কিন সামরিক বিমান। শনিবার রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে মার্কিন সি-১৭ সামরিক বিমানটি অমৃতসর বিমানবন্দরে অবতরণ করে। মোট ১১৬ জন ভারতীয় নাগরিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পঞ্জাবের ৬৫ জন, হরিয়ানার ৩৩ জন, গুজরাটের ৮ জন, উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানের ২ জন করে, হিমাচলপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ১ জন করে বাসিন্দা ছিলেন। বেশিরভাগেরই বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। দ্বিতীয় দফায় যাঁদের ফেরত পাঠানো হয়েছে, তাঁদেরই একজন বলেন, আমাদের পা শেকল দিয়ে বাঁধা ছিল। হাতে হাতকড়া ছিল।

রবিবার রাতে ১৫৭ জন ভারতীয়কে নিয়ে তৃতীয় মার্কিন বিমানটি অমৃতসরে অবতরণ করল।

সরকারি কর্তাদের হিসেবে দুই বিমানে ছিলেন পঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, হিমাচল, উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও জম্মু-কাশ্মীরের লোক। অধিকাংশই আমেরিকায় থাকার লোভে অবৈধ উপায়ে সে দেশে গিয়েছিলেন। এখন সবারই মাথায় হাত। আত্মীয়রাও বিভ্রান্ত।

আমেরিকা থেকে কেন বারবার অমৃতসরে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, তা নিয়ে সরব হয়েছিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। শনিবারই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম জানিয়েছিলেন, ভারতীয়দের ফের হাতকড়া পরিয়ে ফেরত পাঠানো হবে কি না সেটা ভারতের কূটনীতির পরীক্ষা। বাস্তবে দেখা গেল, সেই পরীক্ষায় ডাহা ফেল করেছে মোদি সরকার।

এর আগে ৫ ফেব্রুয়ারি অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে প্রথম মার্কিন বিমানটি অমৃতসরে নেমেছিল। সেবার ১০৪ জন ভারতীয়কে বন্দিদের মতো

শেকল, হাতকড়া পরিয়ে ফেরত পাঠানোয় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল বিরোধী শিবির।

দ্বিতীয় দফায় ভারতীয় অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর আগে বিরোধী শিবিরের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিষয়টি নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে সরব হওয়ার বার্তাও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল মোদি-ট্রাম্প বন্ধুত্ব নিয়ে বিজেপির তরফে ঢাক পিটিয়ে জোরকদমে প্রচার করা হলেও ভারতীয়দের ফেরত পাঠানোর পদ্ধতিতে ডনের প্রশাসন এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটাতে নারাজ।

এদিকে দ্বিতীয় দফায় যাঁরা ফেরত এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হোশিয়ারপুরের কুরালা কালান গ্রামের বাসিন্দা দলজিৎ সিং। তিনি হোশিয়ারপুরে পৌঁছে বলেন, ৯০ মিনিট দেরি করে শনিবার রাতে অমৃতসরে পৌঁছোয় আমাদের বিমান। কুখ্যাত ডাঙ্কি রুট দিয়েই তিনি আমেরিকা পৌঁছেছিলেন বলে জানান। যে ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে দলজিৎ আমেরিকা পৌঁছেছিলেন তারা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে বলে জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী। পঞ্জাব ও হরিয়ানা সরকারের তরফে নিজেদের রাজ্যের বাসিন্দাদের তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। অভিবাসীরা জানিয়েছেন, বিমানটি অমৃতসরে পৌঁছোনোর পরই হাত, পায়ের শেকল, হাতকড়া খোলা হয়েছিল।

এদিকে যাঁদের ফেরত পাঠানো হয়েছে, তাঁদের মধ্যে শিখ ধর্মাবলম্বীদের মাথায় পাগড়ি ছিল না বলে অভিযোগ করেছেন যশপাল সিং নামে জনৈক ব্যক্তি। তিনি ৪৪ লক্ষ টাকা খরচ করে ডঙ্কি রুট ধরে আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, আমরা অমৃতসর বিমানবন্দরে যখন নামি তখন আমাদের মাথায় পাগড়ি ছিল না। পঞ্জাবের মন্ত্রী কুলদীপ সিং ঢালিওয়াল বলেন, কিছু তরুণের কাছে পাগড়ি ছিল না। এদিকে হাতকড়া, শেকল পরানোর পক্ষে সাফাই দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বলা হয়েছে, ভারতীয়দের নিরাপত্তার স্বার্থেই এমনটা করা হয়েছে।

## ব্যঙ্গচিত্রে বিতর্ক

**চেন্নাই, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যঙ্গচিত্র ঘিরে বিতর্কে জড়াল বহুল প্রচারিত তামিল সাপ্তাহিক ভিকাটন। প্রেস কাউন্সিলে ওই সাপ্তাহিকটির বিরুদ্ধে শনিবার অভিযোগ দায়ের করেন তামিলনাড়ু বিজেপির সভাপতি কে আন্নামালাই। তারপর থেকেই ভিকাটনের ওয়েবসাইট ব্লক হয়ে গিয়েছে। শনিবার গভীর রাতে পত্রিকার তরফে এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়, 'ওয়েবসাইট ব্লক করা নিয়ে কেন্দ্রের তরফে আমরা কোনও সরকারি নির্দেশ পাইনি। ভিকাটন এক শতাব্দী ধরে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বলিষ্ঠভাবে সমর্থন জানিয়ে এসেছে। যদি ব্যঙ্গচিত্রের কারণে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের ওয়েবসাইট ব্লক করে থাকে, তাহলে আমরা এর বিরুদ্ধে আইনি লড়াই লড়ব।' ওয়েবসাইট ব্লক করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে চেন্নাই প্রেস ক্লাব। মার্কিন মুলুক থেকে অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের হাতে হাতকড়া এবং পায়ে শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানোর প্রতিবাদে ১৩ ফেব্রুয়ারি ওই তামিল পত্রিকায় হাতে হাতকড়া পরা অবস্থায় মোদির মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশে বিষণ্ণ অবস্থায় বসে থাকার একটি ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয়েছিল।

## বিশ্বের প্রথম সমকামী ইমাম গুলিতে নিহত

**কেপটাউন, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** তিনি বিশ্বের প্রথম সমকামী ইমাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর পরিচালিত মসজিদটি ছিল সমকামী ও প্রান্তিক মুসলিমদের নিরাপদ আশ্রয়। মুহসিন হেনড্রিক্স নামে সেই সমকামী ইমামকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ আফ্রিকার গেবেরহাতে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার হয়নি। ১৯৯৬ সালে তিনি নিজেকে সমকামী বলে ঘোষণা করেছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, মুহসিন হেনড্রিক্স গতকাল গাড়িতে চেপে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও এক ব্যক্তি। আচমকা একটি গাড়ি এসে ইমামের গাড়ির পথ আটকে ইমামের গাড়ির নিশানা করে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে চম্পট দেয়। মুহসিন তাঁর গাড়ির পিছনের আসনে বসেছিলেন।

চালক দেখেন মুহসিন তাঁর আসনে ঢলে পড়েছেন। এই ঘটনার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংগঠন আইএলজিএ-র কার্যনির্বাহী অধিকর্তা জুলিয়া এহার্ট জানিয়েছেন, তাঁর আশঙ্কা এটা ঘৃণামূলক অপরাধ। এর পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া দরকার।

# ভারতে ভোটদানে উৎসাহ দিতে অনুদান নয়

**ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** কোষাগারে টান পড়েছে। দেশ নাকি দেউলিয়া হওয়ার পথে। সরকারি খরচে কাটছাঁট করা ছাড়া গতি নেই। অতএব আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা পালনে কোপ। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেখানো রাস্তায় হেঁটে রবিবার বিভিন্ন দেশের নির্বাচনি ব্যবস্থা তথা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে আমেরিকা যে অনুদান দিত, তা বন্ধ করার কথা জানিয়েছে দেশের দক্ষতা বিষয়ক মন্ত্রক (ডিওজিই)। যার দায়িত্বে রয়েছেন ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এলন মাস্ক।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রকল্পটির আওতায় মালি, কম্বোডিয়া, নেপালের পাশাপাশি ভারত এবং বাংলাদেশের জন্য যে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছিল, তা বন্ধ করা হচ্ছে। জো বাইডেন সরকারের আমলে ভারতে ভোটদানের হার বাড়াতে ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার? এটা তো ভারতের নির্বাচনে বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ। এর ফলে কে লাভবান হয়েছে? বলাই বাহুল্য যে সেটা শাসকদল নয়।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'কংগ্রেস ও গান্ধি পরিবারের সঙ্গে সোরসের যোগাযোগের কথা সবাই জানেন। আমাদের ভোট প্রক্রিয়ায় ওঁর ছায়া পড়েছে।'

এদিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য বরাদ্দ ২ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার (প্রায় ২৫৫ কোটি ভারতীয় টাকা) দেওয়ার প্রক্রিয়াও বন্ধ করে দিয়েছে আমেরিকা। ৫ অগাস্টের পালাবদলের পর বাংলাদেশে আমেরিকা প্রভাবিত ডিপ স্টেট তত্ত্ব নিয়ে চর্চা কম হয়নি। চলতি সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওয়াশিংটন সফর চলাকালীন অবশ্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বাংলাদেশে ডিপ স্টেটের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রবিবার এলন মাস্কের মন্ত্রক দেশভিত্তিক অনুদান ছাঁটাইয়ের তালিকা প্রকাশ করার পর ডিপ স্টেট নিয়ে আলোচনা নতুন মাত্রা পেয়েছে।

এক্স পোস্টে ডিওজিই জানিয়েছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করার জন্য ২ কোটি ৯০ লক্ষ মার্কিন ডলারের তহবিল বাতিল করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, তবে কি বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ অনুদান সেখানে গণতন্ত্রকে মজবুত করার পরিবর্তে শেখ হাসিনা বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিল? যে কারণে ক্ষমতায় আসার পরেই বাংলাদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক মার্কিন কূটনীতিককে বরখাস্ত করেছেন ট্রাম্প। পর্যবেক্ষকদের মতে, বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে ট্রাম্প যে আর যুক্ত হতে রাজি নন, সেটা তাঁর মন্তব্যে স্পষ্ট। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি বাংলাদেশের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী মোদির ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।' এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য ডিওজিই-র অনুদান স্থগিতের সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার অবশ্য কোনও বিবৃতি জারি করেনি। এলন মাস্ক জানিয়েছেন, আমেরিকার করদাতাদের টাকা অন্য দেশকে অনুদান হিসাবে দেওয়া হবে না। এখন থেকে তা আমেরিকার উন্নয়নে খরচ করা হবে। ডিওজিই এদিন বিভিন্ন দেশের জন্য বাইডেন সরকারের মোট ৪৮ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে।

## আমেরিকার সিদ্ধান্তে উসকে দিল বাংলাদেশে ডিপ স্টেট বিতর্ক

সুস্থ থাকুন

# প্রি-ডায়াবিটিকেই সতর্ক হন

ভারতে এখন প্রায় সব ঘরেই কেউ না কেউ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত। এককথায় ভারত এখন ডায়াবিটিসের রাজধানী। আর ভারতে ডায়াবিটিসটা পশ্চিমী দেশগুলোর তুলনায় এক দশক আগে হয়। এজন্য বয়স ২০ বছর পেরোনোর পরেই সুগারের মাত্রা ঠিক আছে কি না জানতে রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ, অল্প বয়সেই আপনি ডায়াবিটিসের শিকার হতে পারেন। লিখেছেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (ডায়াবিটিস) **ডাঃ এস এ মল্লিক**

ডায়াবিটিসের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিশেষ করে চোখ, হার্ট, লিভার ও স্নায়ুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি করে। ডায়াবিটিসজনিত জটিলতার মধ্যে রয়েছে –

- **চোখের সমস্যা :** ডায়াবিটিস চোখের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। এটি চোখ সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এরমধ্যে রয়েছে –
- **ডায়াবিটিক রেটিনোপ্যাথি :** রক্তে উচ্চ শর্করার কারণে রেটিনার রক্তনালির ক্ষতি হয়, যা দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দিতে পারে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে অন্ধত্বের কারণ হতে পারে।
- **গ্লকোমা :** ডায়াবিটিসে আক্রান্তদের চোখের ভিতরের চাপ বেড়ে যেতে পারে, যা অপটিক নার্ভের ক্ষতি করে এবং ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করতে পারে।
- **ক্যাটারাক্ট :** রক্তে অতিরিক্ত শর্করার কারণে চোখের লেন্স দ্রুত ঝাপসা হয়ে যেতে পারে। ফলে দৃষ্টিশক্তি কমে যায় এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে।
- **হৃদরোগ :** ডায়াবিটিস হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ। এটি রক্তনালি ও হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতাকে দুর্বল করে এবং মারাত্মক সমস্যা তৈরি করতে পারে।
- **হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ :** ডায়াবিটিসের ফলে ধমনীগুলো সংকীর্ণ হয়ে যায়, যা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি ও স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ায়।
- **অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস :** রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজ ধমনীর প্রাচীরে চর্বি জমার প্রবণতা বাড়ায়, যা ধমনী সংকীর্ণ করে এবং হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।
- **হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা :** দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবিটিস থাকলে হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে, যা হার্ট ফেলিওর বা হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা কমার কারণ হতে পারে।
- **ফ্যাটি লিভার :** ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এমন একটি অবস্থা যেখানে লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমতে শুরু করে। এটি ডায়াবিটিকদের মধ্যে খুব সাধারণ এবং এটি মারাত্মক লিভার রোগের কারণ হতে পারে।
- **লিভার ফাইব্রোসিস ও সিরোসিস :** ফ্যাটি লিভার প্রথমে নিরীহ মনে হলেও এটি সময়ের সঙ্গে লিভারের কোষগুলোর স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে, যা থেকে লিভার সিরোসিস হতে পারে এবং এটি প্রাণঘাতী।
- **লিভার ক্যানসার :** দীর্ঘমেয়াদি ফ্যাটি লিভার অবস্থা লিভার ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়, যা ডায়াবিটিকদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।
- **ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স :** ফ্যাটি লিভার শরীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়, যা ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণকে আরও কঠিন করে তোলে।
- **ডায়াবিটিস ও নিউরোপ্যাথি :** এটি এক ধরনের স্নায়বিক সমস্যা, যা দীর্ঘসময় ধরে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবিটিসের ফলে ঘটে। এটি হাত, পা, হৃৎপিণ্ড ও পরিপাকতন্ত্রের স্নায়ুর ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলে।
- **পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি :** ডায়াবিটিসে আক্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ স্নায়বিক সমস্যা, যা থেকে হাত-পায়ে ঝিঝি ধরা, অসাড়তা ও ব্যথা হতে পারে।
- **অটোনমিক নিউরোপ্যাথি :** এটি হৃৎপিণ্ড, পরিপাকতন্ত্র ও মূত্রনালি নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুকে প্রভাবিত করে। ফলে রক্তচাপের সমস্যা, হজমের সমস্যা ও ব্লাড সুগারের অস্বাভাবিক ওঠানামা দেখা দিতে পারে।
- **ডায়াবিটিক ফুট বা পায়ের সমস্যা :** স্নায়ুর কার্যকারিতা কমে গেলে পায়ের সংবেদনশীলতা হ্রাস পায়। ফলে ছোটখাটো ক্ষত ও সংক্রমণ, বড় ধরনের গ্যাংগ্রিন বা পা কেটে ফেলার মতো অবস্থা হতে পারে।

## ডায়াবিটিস কী

ডায়াবিটিস হরমোনঘটিত এবং বিপাকঘটিত রোগ। সাধারণভাবে বলতে গেলে ডায়াবিটিস হলে শরীরের মধ্যে একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ চলতেই থাকে। এই প্রদাহ কিছু ক্ষেত্রে জিনঘটিত, কিছু ক্ষেত্রে জীবনশৈলীর তারতম্যও দায়ী।

### কারণ

- মোটা হয়ে যাওয়া বা স্থূলতা
- শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকা বা শরীরচর্চা না করা
- খাবারের নিয়মের পরিবর্তন
- বাইরের খাবারের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ
- কম ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া

### লক্ষণ

- ওজন কমে যাওয়া
- বারবার মূত্রত্যাগ করা
- খিদে বেশি পাওয়া
- জল বেশি খাওয়া
- কোথাও কেটে গেলে তাড়াতাড়ি না শুকানো প্রভৃতি

## নিঃশব্দ ঘাতক

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডায়াবিটিসের কোনও লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন ধরা পড়ে তখন অনেকটা সময় পেরিয়ে যায় এবং ডায়াবিটিস জটিলতা বাড়ায়। সেজন্য ডায়াবিটিসকে নিঃশব্দ ঘাতক বলা হয়।

## কত মাত্রায় নিরাপদ

যদি কারও রক্তে শর্করা খালি পেটে থাকা অবস্থায় একশোর নীচে থাকে তাহলে তিনি আপাত নিরাপদ। কিন্তু কারও যদি রক্তে শর্করা খালি পেটে একশোর উপরে থাকে তাহলে ধরে নেওয়া হয় তার শরীরে ডায়াবিটিস শুরু হয়েছে।

## রোগনির্ণয়

ডায়াবিটিস হচ্ছে কি না নিশ্চিতভাবে বলা যায় HbA1c টেস্টের মাধ্যমে। যদি এটি ৫.৬ বা তার নীচে হয় তাহলে তাকে নন ডায়াবিটিক বলা হয়। যদি ৫.৭ থেকে ৬.৪-এর মধ্যে থাকে তাহলে তাকে প্রি-ডায়াবিটিক বলা হয় এবং যদি ৬.৫ অথবা তার বেশি থাকে তাহলে তাকে ডায়াবিটিক বলা হয়।

## প্রি-ডায়াবিটিক

প্রি-ডায়াবেটিক হলেও আপনার শরীরের ডায়াবিটিসের সবরকম পরিবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আর সময় নেই, শরীরের ওজন কমিয়েই হোক বা খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন করে হোক, ডায়াবিটিস এড়াতে বা এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কারণ, প্রি-ডায়াবিটিক পর্যায় থেকেই আমাদের শরীরে ডায়াবিটিসের পরিবর্তনগুলো ঘটতে শুরু করে, বিশেষ করে রক্তনালি এবং স্নায়ুতে।

## নিয়ন্ত্রণের উপায়

- **সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস :** পরিমিত শর্করা ও চর্বিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা এবং শাকসবজি, ফলমূল সহ বিভিন্ন প্রকারের শুকনো ফল, বীজ, চর্বিহীন আমিষ ও প্রোটিনযুক্ত খাবার খাওয়া।
- **নিয়মিত ব্যায়াম :** প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা বা ব্যায়াম করা।
- **ওজন নিয়ন্ত্রণ :** অতিরিক্ত ওজন ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **ওষুধ ও ইনসুলিন :** ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত ওষুধ বা ইনসুলিন নেওয়া।
- **নিয়মিত চেকআপ :** রক্তে শর্করার মাত্রা, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, চোখ ও পায়ের পরীক্ষা নিয়মিত করা।

## মনে রাখবেন

ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণের পরেও নির্দিষ্ট সময় অন্তর কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করে নেওয়া দরকার, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি শরীরে ডায়াবিটিসের জটিলতা শুরু হয়েছে কি না। যদি তাই হয় তাহলে সত্বর চিকিৎসা করানো প্রয়োজন। ডায়াবিটিসের চিকিৎসায় আপনি তখনই জয়ী হবেন যতক্ষণ আপনার মধ্যে অধ্যাবসায় এবং নিয়মানুবর্তিতা থাকবে।

# অতিরিক্ত খেলনা শিশুর জন্য ক্ষতিকর

শিশুর মানসিক বিকাশের সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় শিশুকে প্রয়োজনমতো সবই দেবেন। কিন্তু প্রাচুর্যে ভরিয়ে রাখবেন না। বরং তাকে এমনভাবে গড়ে তুলুন যাতে সে নিজের ইচ্ছের পাশাপাশি অন্যের ইচ্ছেকেও গুরুত্ব দিতে শেখে। বস্তুগত জিনিসের প্রতি যাতে শিশুর অতিরিক্ত আকর্ষণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

অতিরিক্ত খেলনা থাকলে শিশু হয়তো এখন একটা খেলনা নেবে, খানিক বাদেই ঝুঁকে পড়বে অন্য একটায়। এতে তার নির্দিষ্ট কোনও দিকে মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা বাধা পাবে। এতে সে অস্থির আচরণ করতে পারে। তাছাড়া শিশু যখনই যে খেলনা চায়, তখনই যদি তা পেয়ে যায় তাহলে সে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। পরবর্তী সময়ে কোনওকিছু না পাওয়ার অনুভূতি তার মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। ফলে সামাজিক পরিসরে অন্যদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে অসুবিধা হতে পারে। বস্তুগত জিনিসের প্রতি মোহও তৈরি হতে পারে।

শিশুর খেলনা বাছাইয়ে সৃজনশীলতার প্রতি গুরুত্ব দিন। তার যেসব খেলনা আছে, নতুন খেলনা কেনার সময় সেসবের চেয়ে আলাদা কিছু বেছে নিন। শিশুর ভালোর জন্য কখনো-কখনো তাকে না বলুন। সে অতিরিক্ত খেলনার জন্য জেদ করলে বুঝিয়ে বলুন, এত খেলনা তার প্রয়োজন নেই। আপনজনেরা উপহার দিতে চাইলে আপনি হয়তো তাঁদের নিষেধ করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে পুরোনো খেলনা অন্য কাউকে বিশেষত দুঃস্থ বাচ্চাদের দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী করতে পারেন শিশুকে। অন্যের জন্য কিছু করার মধ্যে যে আনন্দ আছে, সেটা সে সহজেই খুঁজে পাবে। বাড়িতে এরকম একটা বাক্স রেখে দিতে পারেন, যেখানে শিশু তার কিছু খেলনা নিজেই গুছিয়ে রাখবে অন্যকে দেওয়ার জন্য।

শিশুর খেলনাগুলো ঝুড়ি বা বাক্সে গুছিয়ে রাখতে পারেন। তবে মুখ আটকে না রেখে এমনভাবে রাখুন, যাতে খেলনাগুলো শিশুর চোখের সামনেই থাকে। তাকে শেখাতে চেষ্টা করুন, সব খেলনা সবসময় ছড়িয়ে না রেখে কিছু খেলনা এভাবে রাখলে সে সহজেই নিতে পারবে। শিশু যেসব খেলনা বেশি পছন্দ করে সেসব যাতে হাত বাড়ালেই পায়, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখুন।

# সিঁড়ি ভাঙার উপকারিতা

শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে নিঃসন্দেহে হাঁটার কোনও বিকল্প নেই। তবে জানেন কি, সমতলে সরলরৈখিক হাঁটার চেয়ে সিঁড়ি ভাঙা বেশি কার্যকর। সম্প্রতি অ্যাথেরোস্কেলেরোসিস জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় এমনই দাবি করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সিঁড়ি ভেঙে প্রতিদিন দুই থেকে তিন তলায় ওঠা উচিত। এতে কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি ২০ শতাংশ কমে যায়। তাছাড়া সিঁড়িতে ওঠানামার ক্ষেত্রে শরীরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সরাসরি যুক্ত থাকে। এতে গোড়ালি, উরু, নিতম্ব প্রভৃতি অঙ্গের পেশি শক্তিশালী হয়। পেশির ভর বাড়ে, যা বিপাকক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। সিঁড়ি ভাঙার ফলে হৃৎস্পন্দনের গতি বাড়ে। ক্যালোরি ক্ষয়ের ক্ষেত্রে এটি দারুণ কার্যকর। হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক বা রক্ত জমাট বাঁধার মতো জটিল ঝুঁকি কমাতেও সিঁড়ির ব্যবহার অত্যন্ত ইতিবাচক।

গবেষণায় জানা গিয়েছে, যাঁরা প্রতিদিন সিঁড়ি ব্যবহার করেন তাঁদের চেয়ে যাঁরা কখনও সিঁড়িতে ওঠানামা করেননি, তাঁদের কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি ৩২ শতাংশ বেশি।

# যে খাবারে মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়তে পারে

মাথাব্যথার যন্ত্রণাদায়ক সমস্যা হল মাইগ্রেন। এই ব্যথা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। এই ব্যথা যে কত ভয়ংকর যার হয় সেই-ই বোঝে। এই ব্যথা মাথার একপাশ থেকে শুরু হতে পারে এবং ২-৩ দিন থাকতে পারে।

তবে কিছু খাবার আছে যা এই ব্যথাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। মাইগ্রেনের সময় মটরশুঁটি, কলা, লেবু এমনকি পছন্দের পিৎজা না খাওয়াই ভালো। কারণ, শিম জাতীয় খাবার মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে মটরশুঁটি না খাওয়াই ভালো। মশলাদার খাবার যে কোনও ব্যথার জন্যই ক্ষতিকর। জলপাই বা সবজির আচারে মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়তে পারে। এছাড়া লাল ক্যাপসিকাম এবং লাল লংকা মাইগ্রেনের ব্যথা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

অন্যদিকে, কলায় থাকা টাইরামিনে মাথাব্যথা বাড়তে পারে। অতএব মাথাব্যথার সময় কলা খাওয়া এড়িয়ে চলুন। লেবুতেও টাইরামিন এবং হিস্টামিন রয়েছে, যা মাথাব্যথা বাড়াতে পারে। পিৎজাতে থাকা ইস্ট মাথাব্যথা বাড়ার জন্য দায়ী। শুধু পিৎজা নয়, ইস্ট দিয়ে তৈরি যে কোনও খাবারই মাইগ্রেনের সময় না খাওয়া ভালো। এছাড়া মিল্কশেক, চকোলেট দুধ, রেড ওয়াইন, ফুল ফ্যাট মিল্ক, পুরোনো চিজ, অ্যাভোকাডো মাথাব্যথা বাড়াতে পারে।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা- health.uttarbanga@gmail.com

## ছোট্ট তারা

মাল শহরের বাসিন্দা ৯ বছরের সূর্যশ্রী শীল উত্তরবঙ্গ থেকে আসা প্রতিভাদের নিয়ে নৃত্য প্রতিযোগিতায় শিশুদের বিভাগে প্রথম হয়েছে।

## নাবালিকাকে অশালীন মেসেজে আতঙ্ক

**জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** সোশ্যাল মিডিয়ায় এক নাবালিকাকে অশালীন ফোটো-মেসেজ পাঠানোয় আতঙ্কিত নাবালিকার পরিবার। রবিবার জলপাইগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করে ওই পরিবার।

ওই পরিবার জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যার পর একটি ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে ওই নাবালিকার সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ধরনের মেসেজ ও ফোটো আসতে শুরু করে। সেই অ্যাকাউন্টের প্রোফাইল পিকচার হিসেবে ওই নাবালিকা ও তার বোনের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে প্রতিমুহূর্তে ছবি বদলানোও হচ্ছে অর্থাৎ নাবালিকা ও তার বোনের বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে। বিষয়টি জানিয়ে রবিবার সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ওই পরিবার।

ওই নাবালিকার কথায়, 'আমরা কোনও রকম ছবি বা কোনও কিছুই কারও সঙ্গে শেয়ার করিনি। কে বা কারা কীভাবে আমার ও বোনের ছবি ব্যবহার করে এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে তা অত্যন্ত চিন্তার।'

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে এধরনের অপরাধের ব্যাপারে ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের তরফে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রায়ই এধরনের ফেক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে অশালীন মেসেজ, ছবি পাঠানো হয়ে থাকে। এমনকি ব্ল্যাকমেল করার মতো কিংবা বিপদে পড়েছে জানিয়েও মেসেজ করা হয়, যা সাইবার অপরাধের মধ্যে পড়ে। যে কেউ এমন সমস্যায় পড়লে সাইবার ক্রাইম থানায় যোগাযোগ করতে বলেছেন আধিকারিকরা।

## প্রহরীহীন এটিএম নিয়ে ধূপগুড়িতে সতর্ক পুরসভা

**ধূপগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** শহরের বেশিরভাগ এটিএমেই ২৪ ঘণ্টার প্রহরী নেই। এবিষয়ে গোটা এলাকায় সতর্কতা জারি করল ধূপগুড়ি পুরসভা। এটিএম জালিয়াতি থেকে শুরু করে অন্য কোনও দুর্ঘটনা কিংবা দুষ্কৃতী আক্রমণ রুখতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাই দ্রুত শহরের সমস্ত এটিএমে সব সময়ের জন্য প্রহরী নিয়োগ করতে হবে। এই মর্মে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ব্যাংকের শাখাগুলিকে চিঠি দিচ্ছে পুরসভা। ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে বিভিন্ন শাখার ম্যানেজারদের দ্রুত এবিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

এবিষয়ে ধূপগুড়ি পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'আমরা কোনও ঘটনা ঘটার আগে থেকেই সতর্ক হতে চাই। আশা করছি প্রতিটি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে গুরুত্ব সহকারে ব্যবস্থা নেবে।'

> আমরা কোনও ঘটনা ঘটার আগে থেকেই সতর্ক হতে চাই। আশা করছি প্রতিটি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে গুরুত্ব সহকারে ব্যবস্থা নেবে।
>
> **রাজেশকুমার সিং**
> *ভাইস চেয়ারম্যান*

সম্প্রতি কলকাতায় এটিএমে হানার ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে ধূপগুড়ি পুর কর্তৃপক্ষও। তাই প্রহরীবিহীন এটিএম নিয়ে কড়া অবস্থান নিচ্ছে পুরসভা। ধূপগুড়ি শহরে সব মিলিয়ে প্রায় ৩০টি এটিএম রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকের এটিএম বাদে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির এটিএমগুলিতে প্রহরী নেই বললেই চলে। পুরকর্তাদের মতে, এই এটিএমগুলিই দুষ্কৃতীদের সহজ টার্গেট হতে পারে। সেই কারণেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক শাখাগুলিতে চিঠি দিয়ে এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় পুরসভা। পরে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তা নিয়ে যাতে পুরসভাকে কেউ দোষারোপ করতে না পারে সেজন্য আগেভাগে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও মনে করছেন অনেকে। শহরের এক বেসরকারি ব্যাংক শাখার কর্তা সমীরণ দত্ত বলেন, 'আমাদের কৈফিয়ত দিতে হয়। তাই বেসরকারি ব্যাংকগুলি নিরাপত্তা নিয়ে অনেক বেশি কড়া। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিরও এ নিয়ে ভাবা দরকার। এই দিক থেকে পুরসভার ভাবনা সঠিক।'

*জল শুকিয়ে যাওয়ায় চরে পড়ে রয়েছে নৌকো। রবিবার। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন তিস্তার পাড়ে।*

### ফেব্রুয়ারির শুরুতে মাল শহরে পানীয় সংকট

# জলসমস্যা মিটছেই না

**সুশান্ত ঘোষ**

**মালবাজার, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** গত বছর ডিসেম্বরে মাল পুরসভার উদ্যোগে বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছানোর তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখনও সব ওয়ার্ডে পরিষেবার কাজ করতে ব্যর্থ পুরসভা বলে অভিযোগ। কাজের গতি খুবই ধীর। ফলে ফেব্রুয়ারির শুরুতেই মাল শহরে জলসংকট দেখা দিয়েছে। কত তাড়াতাড়ি জলের সমস্যা সমাধান করতে পারে পুরসভা সেদিকেই নজর সাধারণ মানুষ থেকে বিরোধীদের।

এ বিষয়ে মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'এর আগে আম্রুত-১ প্রকল্পে আমরা মোটামুটি হাজার বাড়িতে জলের সংযোগ পৌঁছে দিয়েছি। এখনও যতটুকু কানেকশন বাকি আছে প্রকল্প-২'তে সেগুলো আমরা সম্পূর্ণ করব।' প্রথম প্রোজেক্টে ৪৪ কোটি অর্থবরাদ্দ হয়েছিল বলে তিনি জানান।

মাল শহরে পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা বহুদিনের। বিভিন্ন মহল থেকে জল নিয়ে যেমন পুরসভার কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে, তেমনই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য দাবিও উঠেছে। শেষমেশ আম্রুত প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছাতে উদ্যোগী হয়েছিল পুরসভা।

প্রথম ধাপের কাজে মাল শহরের প্রায় হাজার বাড়িতে মিটার এবং পাইপলাইন পৌঁছায়। কিন্তু মাঝে পুরসভার অস্থিরতার কারণে

কাজটির গতি ধীর হয়ে যায়। তারপর গত বছর ডিসেম্বর মাসে জোরকদমে কাজ শুরু হলেও এখনও সব ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি পুরসভা। তার ওপর কিছু ওয়ার্ডের মিটার চুরি যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মিঠু মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'পানীয় জল নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। মাল শহরে জলের সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার জন্য পুরসভাকে অনুরোধ করব।'

এদিকে, আম্রুত প্রকল্পের পাশাপাশি মাল শহরের পম্পা হলের পাশেই একটি রিজার্ভার তৈরি হয়েছে। সেই রিজার্ভারের জন্য জলের স্তর নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। সে বিষয়ে চেয়ারম্যান বলেন, 'একবার বোরিং করে লেয়ার পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করা হচ্ছে। পেয়ে গেলেই ওটার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে।'

আম্রুত প্রকল্পের কাজে দেরি হওয়ায় কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিরোধীরা। মাল টাউন বিজেপির সভাপতি নবীন সাহার কথায়, 'পুরসভার অপরিকল্পিত পরিকল্পনার দরুন আম্রুত প্রকল্পের কাজে দেরি হচ্ছে। বেশিরভাগ ওয়ার্ডেই মিটার বসেনি। কিছু ওয়ার্ডের মিটার চুরি হয়েছে। আমি প্রশাসনকে অনুরোধ করব, প্রথম ধাপের কাজের সঠিক যাচাই করেই পরবর্তী কাজের টাকা অনুমোদন করা উচিত।'

সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বললেন, 'বিগত বোর্ডের আমলে জলের সমস্যা সমাধানের কোনও চিন্তাই ছিল না। মডেল শহর হিসেবে ঘোষণা করার পরেও ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জলের ট্যাংক দিয়ে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যেটা এখন গ্রামেও হয় না। এতদিন আগে টাকা এসেছিল, এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি কেন? আমরা চাই প্রকৃত সমাধান।

সবমিলিয়ে নতুন পুর বোর্ডের কাছে জলসমস্যা সমাধান বড় চ্যালেঞ্জ বলেই মনে করছেন বাসিন্দারা।

# ঝগড়া থামাতে গিয়ে ছুরিকাহত

### ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের স্ত্রীর

**বাণীব্রত চক্রবর্তী**

**ময়নাগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** প্রতিবেশীর বাড়িতে ঝগড়া থামাতে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। বিনিময়ে প্রথমে হুমকি এবং পরে ছুরি দিয়ে কপালে আঘাত করার অভিযোগ উঠেছে ওই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি শনিবার রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ ময়নাগুড়ি শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের পেটকাটিতে ঘটেছে। রবিবার দুপুরে আহত ওই ব্যক্তির স্ত্রী শোভারানি পাল অভিযুক্ত প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

শনিবার রাতে পাশের বাড়িতে চ্যাঁচামেচি শুনে এগিয়ে যান বিকাশচন্দ্র পাল। ওই বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া চলছিল। বিকাশকে সেখানে দেখে বেজায় চটে যান অভিযুক্ত প্রতিবেশী সুজন রায়। অভিযোগ, বিকাশকে সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য সুজন হুমকি দেন। এরপর বিকাশ ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় অভিযুক্ত ছুরি দিয়ে বিকাশের কপালে আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় বিকাশ বাড়িতে ফিরে আসেন। এরপর পরিজন বিকাশকে চিকিৎসার জন্য ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর কপালে একটি সেলাই পড়েছে।

**ঘটনাক্রম**

- শনিবার রাতে পাশের বাড়িতে চ্যাঁচামেচি শুনে যান বিকাশচন্দ্র পাল
- বিকাশকে দেখে বেজায় চটে যান অভিযুক্ত সুজন রায়
- বিকাশকে সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য সুজন হুমকি দেন
- বিকাশ বেরিয়ে আসার সময় সুজন ছুরি দিয়ে তাঁর কপালে আঘাত করে
- বিকাশের স্ত্রী ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন

এদিন বিকাশের স্ত্রী বলেন, 'অভিযুক্তর বাড়িতে ব্যাপক চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনেই স্বামী খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুজন তাঁকে ছুরি দিয়ে কপালে আঘাত করে। আমরা আতঙ্কে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি।'

এদিকে এদিন বাড়িতে গিয়েও অভিযুক্তর দেখা পাওয়া যায়নি। তার জামাইবাবু পরেশ রায় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## পাড়ায় পাড়ায়

### ময়নাগুড়ি

## রাস্তা ভেঙে কঙ্কালসার চেহারা

**ময়নাগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** কঙ্কালসার চেহারা ময়নাগুড়ি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দপল্লির রাস্তার। বহু বছর আগে রাস্তাটি তৈরির পর আর সংস্কার না করায় বিটুমিনাস রাস্তার ওপরের প্রলেপ উঠে গিয়েছে। বিষয়টি কাউন্সিলারকে জানিয়েও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।

বাসিন্দা নীলিমা কর বলেন, 'বর্ষাকালে ওই রাস্তায় জল জমে যায়। কেউ অসুস্থ হলে সেখান দিয়ে গাড়িও যেতে চায় না। রাস্তাটি দ্রুত মেরামত করা উচিত।' ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রদ্যোত বিশ্বাস বলেন, 'সমস্যার কথা পুরসভায় জানিয়েছি।' চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'বেশকিছু রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে। কিছু চলছে। আর্থিক বরাদ্দ পেলেই পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

### জলপাইগুড়ি

## বেহাল পথ সংস্কারের দাবি

**জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** এমনিতেই ছোট রাস্তা। তার ওপর পিচ উঠে গিয়ে গোটা রাস্তা খানাখন্দে ভর্তি। এতে বিপাকে পড়েছেন পথচারীরা। কথা হচ্ছে জলপাইগুড়ি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে পান্ডাপাড়া সোনালি গার্লসের রাস্তার। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় দুই বছর ধরে এই অবস্থায় রয়েছে রাস্তাটি। ভাঙা রাস্তায় টোটো ঢুকতে চায় না। হেঁটে যাওয়ার সময় রাস্তার গর্তে পা পড়ে আহত হচ্ছেন অনেকে। রাস্তার এমন বেহাল দশায় নাজেহাল অবস্থা এলাকার মানুষজনের। এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ ঠাকুর বলেন, 'অনেকদিন ধরে রাস্তাটা খারাপ হয়ে রয়েছে। বারবার পুর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। এখন আবার শুনছি রাস্তার কাজ শুরু হবে।' সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলার মণীন্দ্রনাথ বর্মন বললেন, 'রাস্তাটি সংস্কারের জন্য আমি পুরসভায় আবেদন করেছিলাম। ডিপিআর-ও দেওয়া রয়েছে। দ্রুত রাস্তা মেরামত শুরু হবে।'

*তথ্য : বাণীব্রত চক্রবর্তী ও অনীক চৌধুরী।*

# অভিনব চুরিতে অতিষ্ঠ শহর

**অনসূয়া চৌধুরী**

**জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** রাস্তাঘাট হোক বা দোকান-বাজার বা নিজের বাড়ি, কোথাও শান্তি নেই। জলপাইগুড়ি শহরজুড়ে ক্রমাগত অভিনব কায়দায় চুরির ঘটনায় কার্যত বিরক্ত এলাকাবাসী। চোরের ভয়ে চিন্তায় সকলেই। রবিবার ছুটির দিনে দিনবাজার, স্টেশনবাজার কিংবা বৌবাজারে ফোন খোয়ালেন অনেকেই। সেইসব চুরির ঘটনায় থানায় অভিযোগও জমা পড়েছে।

গত শনিবার জলপাইগুড়ি পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব অরবিন্দনগরের বাসিন্দা শিবানী ঘোষের বাড়ি থেকে কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র চুরি যায়। রবিবার তিনি জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি

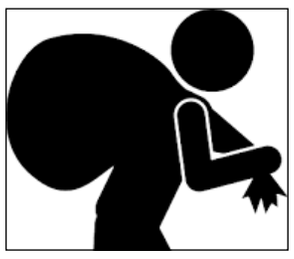

বলেন, 'শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি পাশের ঘরের তালা ও ভেন্টিলেটার ভাঙা। কাঁসা ও পিতলের বেশ কিছু বাসনপত্র উধাও। এভাবে ভেন্টিলেটার ভেঙে বাড়িতে চুরি হওয়ায় আমি বেশ আতঙ্কিত।'

এছাড়া কয়েকদিন আগে আরেকটি বাড়ি থেকে মোবাইল ও অন্যান্য জিনিস চুরি করতে গিয়ে এলাকাবাসীর হাতে ধরা পড়েছিল এক ব্যক্তি। বাসিন্দারা সকলে মিলে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। শুধু কি তাই! ক্রেতা সেজে দোকান থেকে জিনিস চুরি করতে গিয়েও ধরা পড়েছিল এক তরুণ। পালাতে চেষ্টা করলেও ব্যবসায়ীরা তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পাশাপাশি শহরসংলগ্ন সেবাগ্রাম এলাকা থেকেও মাত্র কয়েকদিন আগে নগদ টাকা সহ বেশ কিছু সোনার গয়না চুরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। থানা চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বাড়ির বাসিন্দা শিবশংকর ঘোষ বলেন, 'কয়েকদিন আগে সকালে অফিসের জন্য বেরোনোর পরেই বাড়ি থেকে নগদ প্রায় ৮০ হাজার টাকা সহ সোনার গয়না চুরি যায়। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ করেছি।'

অন্যদিকে, সেনপাড়া এলাকায় গত ১১ ফেব্রুয়ারি চার্জে বসানো ফোন ঘর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। পরে পাশের এক বাড়িতে চুরি করতে আসা ব্যক্তির কাছ থেকে সেটি পাওয়া যায়। পরে সেই ব্যক্তিকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন এলাকাবাসীরা। আবার গত ১৪ ফেব্রুয়ারি শহরের ওল্ড পুলিশলাইন এলাকার এক দোকানে ক্রেতা সেজে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন এক তরুণ। পরে ব্যবসায়ীরা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ৪ নম্বর গুমটি এলাকা থেকে তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। বারবার এইভাবে চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ শহরবাসী। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে এতগুলি চুরির ঘটনা ঘটায় সকলেই বেশ আতঙ্কিত। এবিষয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে।

## টোটোয় ঝুঁকির যাত্রা

**মালবাজার, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** শহরের অলিগলি থেকে জাতীয় সড়ক সব জায়গাতেই টোটোর দাপট। রাস্তায় বের হলে টোটোর জন্য পথ চলাই কঠিন। কিছু টোটোচালকের বয়স ১৮ বছরও হয়নি। তারা ট্রাফিক নিয়মের কোনও তোয়াক্কা করে না বলে অভিযোগ শহরবাসীর। ফলে মাঝেমধ্যেই ছোট-বড় দুর্ঘটনা লেগেই চলেছে। এতে আহত হচ্ছেন যাত্রী থেকে পথচলতি মানুষজন। কখনও বা উলটে যাচ্ছে যাত্রী সমেত টোটো। সবকিছু জেনেও গা-ছাড়া মনোভাব প্রশাসনের। শহরের এক বাসিন্দা লিপি ভৌমিক বলেন, 'যে কোনও গাড়ি চালাতে হলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী লাইসেন্স বাধ্যতামূলক। অথচ টোটোর ক্ষেত্রে সেসবের কোনও বালাই নেই।'

শহরবাসীর দাবি, এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি লাগাম টানতে হবে। নাহলে অদূরভবিষ্যতে আরও ভয়ংকর অবস্থা হবে। এবিষয়ে চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'আমরা নম্বরবিহীন টোটোগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। দরকারে আগামীদিনে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে নজরদারি চালানো হবে।' টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক পার্থ মিত্রের বক্তব্য, 'কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। যাঁরা নিয়ম মানবেন না তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

## শীতবস্ত্র বিতরণ

**মালবাজার, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** অখিল ভারত বিবেক যুব মহামণ্ডলের জলপাইগুড়ি ডেঙ্গুয়াঝাড় শাখার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হল মালবাজারে। রবিবার মাল শহর সংলগ্ন টুনবাড়ি চা বাগানের প্রাইমারি স্কুলের মাঠে কর্মসূচিটি হয়। এদিন বাগানের দুই শতাধিক শ্রমিক ও শিশুদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের সম্পাদক অলোককুমার দে বলেন, 'সারাবছর আমরা বাগানের গরিব মানুষকে সহযোগিতা করি। এটি তারই একটি অঙ্গ।'

# বিনোদনের অভাবে নবপ্রজন্ম শিলিগুড়িমুখী

**সুশান্ত ঘোষ**

**মালবাজার, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে নতুন প্রজন্মের কাছে হাজারো বিনোদনের হাতছানি। নিজের এলাকায় মেলে না তার অধিকাংশই। তা বলে কি সেই স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে? দেখতে তো মন চায় অন্য শহরের অবসর জীবন? কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতার লাইন 'থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে...' এমন মন্ত্রেই যেন দীক্ষা নিয়েছে মালবাজারের নতুন প্রজন্ম।

শনি ও রবিবার ছুটির দিন। মন চায় একটু ঘুরতে। তাই শিলিগুড়ির পথেই পা বাড়াচ্ছে মালবাজারের নতুন প্রজন্ম। তবে কি মালবাজারে বিনোদনের কোনও উৎস নেই? সিনেমা হল, পার্ক সহ যে কয়েকটি বিনোদনক্ষেত্র ছিল সেগুলিও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জৌলুস হারিয়েছে। অপরদিকে পাশের শহর শিলিগুড়ির অত্যাধুনিক শপিং কমপ্লেক্স, প্রেক্ষাগৃহ আকৃষ্ট করছে। নব প্রজন্মের বর্ণালি দে, সাগর ঘোষ, প্রীতম চক্রবর্তীদের কথায়, নতুন আঙ্গিকে শহরকে না সাজালে এই প্রবণতা আরও বাড়বে।

হোমিওপ্যাথির চিকিৎসক বর্ণালি বলেন, 'কর্মসংস্থানের খোঁজের পাশাপাশি যারা এখনও পড়াশোনা শেষ করেনি তাদেরও একটি বড় অংশ শিলিগুড়িমুখী হচ্ছে। মাল প্রশাসন বিনোদনের বিষয়টিতে গুরুত্ব দিক।'

মাল শহরে ধুঁকছে মাত্র দুটি প্রেক্ষাগৃহ। বিনোদন পার্ক তো দূরে থাক, পুরোনো মাল উদ্যানে আজ একটি টয়ট্রেন ও কয়েকটি খরগোশ ছাড়া কিছুই নেই। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অডিটোরিয়াম তৈরি শুরু হয়েও কাজ এগোচ্ছে না। কয়েকটি শপিং কমপ্লেক্স তৈরি হলেও সেখানে ফুড জোন, প্লে জোনের মতো আকর্ষণীয় বিষয়গুলি নেই। তবে মাল শহরকে আকর্ষণীয় করে তোলার প্রয়াস নেওয়া যায় না?

*সাধনা টকিজের বেহাল অবস্থায় মুখ ফিরিয়েছেন ছেলেমেয়েরা। মালবাজারে।*

মালবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বললেন, 'শহরের পুরোনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে। শহররে নানুবাবুর পুকুর, বৌদ্ধ মন্দির, পুরাতন রেলওয়ে জংশন এবং মাল উদ্যানগুলিকে সংস্কার করা হবে। আমরাও চাই একটি নতুন প্রজন্ম শহরে বিনোদনের সন্ধান পাক।'

শহরে বিনোদনের অন্যতম অংশ সিনেমা হল। শহর ঘেঁষা বেশিরভাগ সিনেমা হলই আজ বন্ধ। টিমটিম করে চলছে পশ্চিম ডুয়ার্সের সাধনা টকিজ ও পম্পা সিনেমা হল। সাধনা টকিজের মালিক তাপস ঘোষ বলেন, 'যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সিনেমা হলকে গড়ে তুলতে পারিনি। আধুনিকভাবে সিনেমা হল তৈরি করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।'

৯০-এর দশকে নানুবাবুর পুকুরে প্রচুর মানুষ ভিড় জমাতেন। কিন্তু এখন তার অবস্থা খুব খারাপ। প্রীতমের কথায়, 'ছোটবেলায় পরিবারের সঙ্গে নানুবাবুর পুকুরে যেতাম। কিন্তু শহরে কোনও বিনোদনমূলক স্থান খুঁজে পাই না। তাই আমাদের নতুন প্রজন্ম শিলিগুড়িমুখী হয়ে উঠছে।'

মালবাজার পর্যটক আবাসের ঐতিহাসিক রেস্তোরাঁ, সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন সকলেই। কাঠের তৈরি এই রেস্তোরাঁটি ভগ্নপ্রায়। তাই শহরে নতুন প্রজন্মের জন্য বিনোদন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হোক চাইছেন সকলে।

## জরুরি তথ্য

### ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার রাত ৭টা পর্যন্ত)

**জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ব্লাড ব্যাংক**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজেটিভ | - | ০ |
| বি পজেটিভ | - | ২ |
| ও পজেটিভ | - | ৪ |
| এবি পজেটিভ | - | ০ |
| এ নেগেটিভ | - | ০ |
| এবি নেগেটিভ | - | ০ |
| বি নেগেটিভ | - | ০ |
| ও নেগেটিভ | - | ০ |

**মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক**

**পিআরবিসি**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | - | ১৫ |
| এ নেগেটিভ | - | ০ |
| বি পজিটিভ | - | ৯ |
| বি নেগেটিভ | - | ০ |
| ও পজিটিভ | - | ১০ |
| ও নেগেটিভ | - | ০ |
| এবি পজিটিভ | - | ২ |
| এবি নেগেটিভ | - | ০ |

### দুষ্কৃতীদের টার্গেট রান্নাঘর

# নুন-হলুদে মাদক মিশিয়ে হানা

**শুভজিৎ দত্ত**

**নাগরাকাটা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** আগে রেইকি। এরপর সুযোগ বুঝে হাতিয়ার প্রয়োগ। পরে অপারেশন। রীতিমতো ছক কষে ফাঁদ পাতছে দুষ্কৃতীরা। আর সেই ফাঁদে কেউ পা দিলেই কেল্লা ফতে। সেক্ষেত্রে দুষ্কৃতীদের তুরুপের তাস বাড়ির রান্নাঘর। সেখানে নুন, হলুদে মাদক বা সিডেটিভ ড্রাগস মিশিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাড়িতে হানা দিচ্ছে তারা। আর সকালে উঠে যতক্ষণে বাড়ির লোক বিষয়টি বুঝতে পারছেন ততক্ষণে বাড়ির সব জিনিস উধাও।

সম্প্রতি নাগরাকাটার সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাটোয়ারিপাড়ার একটি বিয়েবাড়িতে এধরনের ঘটনার পর পাশের ছাড়টন্ডু বস্তির একটি বাড়িতেও একই ঘটনা ঘটে শনিবার গভীর রাতে। পরিবারটি রবিবার সকালে টের পায়। একের পর এক এধরনের ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই চক্র কোচবিহারের। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, চক্রের মূল পান্ডাদের সঙ্গে কমিশনের ভিত্তিতে নিযুক্ত কয়েকজন লোকাল এজেন্টও রয়েছে। ওই এজেন্টদের মাধ্যমেই কাজ চলছে।

জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, '৪-৫ জনের একটি দল এসবের সঙ্গে জড়িত বলে আমাদের ধারণা। এর আগে তারা সংশোধনাগারেও ছিল। পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে।'

ছাড়টন্ডু বস্তির বাসিন্দা জবেদুল হকের বাড়িতে চুরি হয়। তাঁর আলমারি থেকে নগদ টাকা সহ সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা বলে দাবি। শনিবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন বুঝে উঠতে পারেননি। মনেও নেই কিছু। প্রতিদিন আজানের শব্দ শুনে ভোরে উঠে পড়েন জবেদুল। কিন্তু এদিন সকাল ৭টায় ঘুম ভাঙে তাঁর। জবেদুল বলেন, রাতে কিছুই টের পাইনি। সকালে উঠে দেখি ঘরের অবস্থা লন্ডভন্ড। আলমারি খোলা। পুলিশকে সবকিছু জানানো হয়েছে।

জেলার নাগরাকাটা ছাড়াও একাধিক স্থানে সম্প্রতি একই ধরনের সেখানেই থাকে নুন, হলুদ সহ রান্নার উপকরণ।

কেউ আগে রেইকি করে যাচ্ছে। পরিস্থিতি দুষ্কর্মের অনুকূল থাকলে সুযোগ বুঝে রান্নাঘরে ঢুকে সিডেটিভ ড্রাগস বা মাদক জাতীয় কিছু কেউ বা কারা মিশিয়ে রেখে যাচ্ছে বলে ধারণা। এবার রাতের খাওয়া শেষ করতেই ঘুমে ঢলে পড়ছেন পরিবারের সদস্যরা।

> ৪-৫ জনের একটি দল এসবের সঙ্গে জড়িত বলে আমাদের ধারণা। এর আগে তারা সংশোধনাগারেও ছিল। পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে।
>
> **খান্ডবাহালে উমেশ গণপত,** পুলিশ সুপার



*বাড়ির লন্ডভন্ড আলমারি। ছাড়টন্ডু বস্তিতে।*

চুরির ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাড়ির লোক কিছুই টের পাচ্ছে না বলে তদন্তে উঠে এসেছে। এর আগে গত ১৫ জানুয়ারি রাতে লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের লালঝামেলাবস্তির ঠুলে প্রধান নামে এক ব্যক্তির বাড়ির খাটের নীচে রাখা বাক্স থেকে অলংকার চুরি যায়।

তবে এসব হচ্ছে কীভাবে? পুলিশ জানিয়েছে, ওই দুষ্কৃতীচক্রের পাখির চোখ বাড়ির রান্নাঘর।

এধরনের ঘটনাগুলির প্রতিটিতেই দেখা যাচ্ছে, বাড়ির রান্নাঘর নড়বড়ে। কোথাও দরজা ভাঙা। আবার কোথাও দরজা শক্তপোক্ত থাকলেও জানলার পরিস্থিতি খারাপ। এই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছে চক্রটি।

নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার বলেন, 'দুষ্কৃতীরা কেউ রেহাই পাবে না। পাশাপাশি বাসিন্দাদেরও সজাগ থাকতে হবে।'

## বাংলাদেশিদের জন্য মোদিকে আর্জি শুভেন্দুর

**কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখদের মতো সংখ্যালঘু ও আওয়ামি লিগের নেতা- কর্মীদের এ দেশে শরণার্থী হিসেবে গণ্য করা ও তাঁদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে আবেদন করলেন। রবিবার 'খোলা হাওয়া' নামে বিজেপি প্রভাবিত এক সংস্থার উদ্যোগে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের প্রেক্ষাগৃহে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় বিষয় ছিল 'বাংলাদেশের সংকট'। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'সম্প্রতি পুলিশ রায়গঞ্জে সীমান্ত পেরিয়ে এ রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া ৮৫ বছর বয়স্ক এক বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। আইনানুযায়ী তাঁকে রায়গঞ্জ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তাঁর বয়সের বিষয়টি বিবেচনা করে বিচারক অবশ্য ওই বৃদ্ধাকে দুই মাসের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। একই কারণে রানাঘাটে ৫১ জন, কালিয়াগঞ্জে ৬ জন ও খড়দা থেকে আওয়ামি লিগের ৬ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁদের জেল হেপাজত হয়েছে। এই সমস্যার বিষয়ে আমাদের রাজ্যকে বলে কোনও লাভ নেই। বিজেপি শাসিত রাজ্যে এমনটা হচ্ছে না। তাই প্রধানমন্ত্রীর কাছেই আর্জি জানালাম।'



গোধূলির আকাশ।। কোচবিহারের জিরানপুরে রবিবার ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

## মৃত ১৮, বিভ্রান্তির জেরে

*প্রথম পাতার পর*

তাঁদের মধ্যে একজন সিঁড়িতে পড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় স্টেশনে যে অস্বাভাবিক ভিড় ছিল, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রেলের এক আধিকারিকের কথায় সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে নয়াদিল্লি স্টেশনে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় দেড় হাজার করে টিকিট বিক্রি হয়েছে। এর থেকে ভিড়ের পরিমাণ আন্দাজ করা যায়। দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রেল। কমিটিতে রয়েছেন উত্তর রেলের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার নরসিংহ দেও এবং উত্তর রেলের প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার পঙ্কজ গাঙওয়ার। অন্যদিকে, আলাদা করে তদন্তে নেমেছে দিল্লি পুলিশও। স্টেশনের যাবতীয় সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার জন্য রেল ও দিল্লি প্রশাসনের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছে বিরোধীরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'দিল্লিতে ১৮ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর মন ভেঙে দিয়েছে। এটি আরও বেশি করে মনে করিয়ে দিল যে, মানুষের সুরক্ষার ব্যাপারে পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা কত জরুরি। যাঁরা মহাকুম্ভে যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য উন্নত পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই যাত্রা যাতে নিরাপদ হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন এই কামনা করছি।'

সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করতে গিয়ে মহাকুম্ভকে 'ফালতু' বলে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব। প্রাক্তন রেলমন্ত্রী বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। রেলের অব্যবস্থার কারণে এতগুলি মানুষকে প্রাণ দিতে হল। রেলমন্ত্রীকে এর দায় নিতে হবে।' লালুর বক্তব্য, 'এই কুম্ভের কোনও অর্থ হয়? এটা একদম ফালতু।' কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন, 'নয়াদিল্লি স্টেশনে এতগুলি মানুষের পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু দুঃখজনক। আমি মৃতদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি। এটা রেল এবং অসংবেদনশীল সরকারের ব্যর্থতা।' সপা প্রধান অখিলেশ যাদব বলেন, 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। রাজনীতি করার বদলে ক্ষমতাসীনদের উচিত মৃতদের পরিবারের সদস্যদের অবস্থা অনুধাবন করা।... মৃত্যুর তথ্য লুকিয়ে বিজেপির আর পাপ বাড়ানো উচিত নয়।' বিজেপি অবশ্য বিরোধীদের দাবি খারিজ করে দিয়েছে। দলের মুখপাত্র অজয় অলোক বলেন, 'ঘটনার তদন্ত হবে। সেই তদন্তের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে সরকার।'

# দিল্লি বিপর্যয়ে এনজেপিতেও শঙ্কা

**মিঠুন ভট্টাচার্য**

**শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** নয়াদিল্লির মতো পরিকাঠামোর দিক থেকে দেশের সেরা স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় বিমূঢ় সারা দেশ। প্রশ্ন উঠছে রাজধানীর বুকে এমন ঘটনা ঘটলে দেশের অন্য প্রান্তের অবস্থা কেমন?

উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন এনজেপি জংশনকে নিয়ে চিন্তা বেড়েছে অনেকের। অতিরিক্ত ট্রেনের চাপ, সীমিত প্ল্যাটফর্ম নিয়ে বহু বছর থেকে সমস্যায় রয়েছে এই স্টেশন। স্থানীয় বাসিন্দা রজত সেনের মতে, 'কয়েক বছরে যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা বেড়েছে কয়েক গুণ। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম বাড়েনি। ওভারব্রিজগুলো থেকে নামার সিঁড়ি অত্যন্ত সরু।' এতে যে সমস্যা হয় সেই কথা রবিবার সন্ধ্যায় স্বীকার করে নিয়েছেন বহু রেলযাত্রী।

এদিন সন্ধ্যা তখন সাতটা বেজে কুড়ি মিনিট। এনজেপি রেলস্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে অসম অভিমুখে ছেড়ে যাচ্ছে পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস। মাইকে তখন তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে দার্জিলিং মেল আসার কথা ঘোষণা হচ্ছে। ওভারব্রিজে তখন যাত্রী গিজগিজ করছে। কিছুক্ষণ পরই পাটনা-এনজেপি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছায়। একই সময়ে আনন্দবিহার টার্মিনালগামী নর্থইস্ট এক্সপ্রেস ঢোকে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে। এর মধ্যেই গুয়াহাটিগামী অবধ-অসম এক্সপ্রেস এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকার ঘোষণা হয়। পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায় হাওড়াগামী সরাইঘাট এক্সপ্রেস। সব মিলিয়ে স্টেশনে তখন যাত্রীদের তুমুল ছোটাছুটি।

এই স্টেশনের পরিকাঠামো নিয়ে যাত্রীদের অভিযোগের শেষ নেই। সরাইঘাট এক্সপ্রেসে পরিবার নিয়ে হাওড়া যাচ্ছিলেন রুস্তম ওয়াহিদ। বেশ কিছুক্ষণ লিফটের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেও এক সময় বিরক্ত হয়ে ব্যাগপত্র নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন তিনি। তাঁর পরিবারের এক সদস্য বললেন,



*এনজেপিতে ভিড়। রবিবার।*

'এত ব্যস্ততম রেলস্টেশনে লিফটের সংখ্যা বেশি হওয়া প্রয়োজন।' এই স্টেশনের তিনটি ওভারব্রিজের মধ্যে মাত্র একটিতে সাকুল্যে তিনটি লিফট রয়েছে। বাকি দুটো ওভারব্রিজ থেকে নামতে সিঁড়িই ভরসা।

নর্থইস্ট এক্সপ্রেসের যাত্রী রেশমি আগরওয়ালের মতে, 'এখানকার পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে নয়াদিল্লির মতো অবস্থা হলে সামাল দেওয়া মুশকিল হবে।' কেন, সেটা খোলসা করলেন মেদিনীপুরের মেচেদার বাসিন্দা ধৃতিশা গঙ্গোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও গ্যাংটক ঘুরতে এসেছিলেন তিনি। এদিন দার্জিলিং মেলে ফেরার আগে ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে তিনি বলতে থাকেন, 'স্টেশনের বাইরের দিকে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। প্ল্যাটফর্ম থেকে অনেকটা দূর আঁকাবাঁকা, এবড়োখেবড়ো পথে হেঁটে যেতে হয়। হঠাৎ আপৎকালীন পরিস্থিতি তৈরি হলে সমস্যা হতে পারে।' যাত্রীদের সমস্যা হওয়ার কথাটি স্বীকার করে নিয়েছেন একজন কুলি। তাঁর থেকে জানা গিয়েছে, 'এমনিতে প্রায় প্রতিদিন শিয়ালদাগামী দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। সরাইঘাট এক্সপ্রেস আসে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। এছাড়াও আপ ট্রেনগুলি এক এবং এক-এ প্ল্যাটফর্মে বেশি ঢোকে, ডাউন ট্রেনগুলি পাঁচ, তিন এবং কখনো-সখনো দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকে।' তবে কখনও নিয়মের হেরফের হলে যাত্রীদের মধ্যে তাড়াহুড়োর শেষ থাকে না। সেই সময় ব্যাগপত্র, পরিবার নিয়ে নাজেহাল হতে হয় যাত্রীদের। সেই কারণে প্রতিদিন ওভারব্রিজগুলোর ওপর মানুষ ভিড় করে থাকেন। বলছিলেন অনেকেই।

এমন পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে স্থানীয় ও রেলযাত্রীদের অনেকেই মনে করছেন। স্টেশনে কর্তব্যরত এক আরপিএফ আধিকারিক বলেন, 'পরিস্থিতির ওপর সর্বদা আমাদের নজর থাকে। সমস্যা হলে আমরা মোকাবিলায় প্রস্তুত।' এবিষয়ে জিআরপির শিলিগুড়ি রেল পুলিশ সুপার কুঁয়র ভূষণ সিংয়ের বক্তব্য, 'দিল্লির এই ঘটনার পরই সমস্ত জিআরপি থানায় বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়েছে। সবরকম পরিস্থিতির জন্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা নিজেরা পর্যবেক্ষণ করে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন।

## টোটোতে ধাক্কা বাইকের, বলি ১

**ধূপগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** ফের বেপরোয়া বাইকের গতির বলি হলেন এক তরুণ। একই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন। রবিবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি ব্লকের হরিমন্দির এলাকায় একটি বাইকের সঙ্গে একটি টোটোর সংঘর্ষ হয়। ফলে একজনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত তরুণের নাম ময়ূখ রায় (২০)। তিনি ঠাকুরপাটের মল্লিকশোভা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।

এদিন ঠাকুরপাট এলাকা থেকে ধূপগুড়ির উদ্দেশে বাইক নিয়ে দুই বন্ধু রওনা হয়েছিলেন। হরিমন্দির এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি টোটোর পিছনে ধাক্কা মারে বাইকটি। বাইকে থাকা অপর একজন এবং টোটোর যাত্রীরাও আহত হয়েছেন।

ওই টোটোচালক দিলীপকুমার রায় বলেন, 'টোটোতে চারজন যাত্রী ছিলেন। আচমকাই একজন বাইক নিয়ে এসে ধাক্কা মারেন। ফলে টোটোতে থাকা যাত্রীদের মধ্যে তিনজন আহত হন।' স্থানীয় বাসিন্দা প্রাণেশ বিশ্বাস বলেন, 'বাইকটি বেপরোয়া গতিতে এসে টোটোর পিছনে ধাক্কা মারতেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।'

এদিন দুর্ঘটনার পর দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাইকে থাকা অপর তরুণকে গুরুতর আহত অবস্থায় পরে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ড ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত করেছে।

# নাতির সামনে ঠাকুমাকে কুপিয়ে লুঠপাট

**স্বপনকুমার চক্রবর্তী**

**হবিবপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** নাবালক নাতির সামনে ঠাকুমাকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে লুঠপাট দুষ্কৃতীদের। লুঠ করে নগদ টাকা সহ সোনার গয়না। যাওয়ার আগে দুষ্কৃতীরা ঘরের বাইরে থেকে শিকল দিয়ে দরজা বন্ধ করে চম্পট দেয়। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আপাতত মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। রবিবার রাত আড়াইটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার তিন নম্বর কেন্দুয়া এলাকায়। বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই ঘটনার পরে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন নম্বর কেন্দুয়া এলাকার বাসিন্দা সুব্রত মৃধা। তিনি ত্রিপুরায় সিআরপিএফ জওয়ান পদে কর্মরত। বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধা মা আন্নাবালা মৃধার সঙ্গে থাকেন স্ত্রী কণিকা মৃধা এবং নাবালক দুই ছেলে।

গৃহবধূ কণিকা মৃধা বলেন, 'একজন দুষ্কৃতী প্রথমে শাশুড়ি আন্নাবালার শোয়ার ঘরে গিয়ে তাণ্ডব চালায়। আন্নাবালার গলায় বঁটি দিয়ে একাধিক আঘাত করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুঠপাট করে। পরে আমার ঘরে ঢুকেও লুঠপাট চালায়। তবে দুষ্কৃতী একা ঢুকলেও বাইরে মোটরবাইক নিয়ে কেউ ছিল। যাওয়ার আগে আমাদের ঘরের বাইরে শিকল তুলে দরজা আটকে চলে যায়।'

গৃহবধূর বছর দশেকের ছেলে সৌভিক মৃধার কথায়, 'রাত আনুমানিক আড়াইটা নাগাদ হঠাৎ একজন ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। আমার ঠাকুমা বাথরুম থেকে ঘরে ফিরতেই ওই লোক ঠাকুমার মুখ চেপে ধরে। টাকা, সোনা সব দিয়ে দিতে বলে। এরপর বঁটির কোপ দেয়। ঠাকুমা রক্তাক্ত হলে ওই লোক আলমারি থেকে টাকা, সোনার জিনিস সব বের করে নেয়।

ঠাকুমার গা থেকেও সব সোনার গয়না খুলে নেয়। এরপর আমাকে বলে, পাশের ঘরে তোর মাকে ডেকে তোল। আমি মাকে ডাকলে সেই ঘর থেকেও অনেক কিছু নিয়ে নেয়। এরপর আমাদের ঘরে আটকে শিকল দিয়ে চলে যায়। বাইরে মোটরবাইক নিয়ে কেউ অপেক্ষা করছিল।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, আন্নাবালা মৃধার শোয়ার ঘরে ঢুকে তাঁকে রক্তাক্ত করে সেখান থেকে নগদ টাকা ও অলংকার নিয়ে গিয়েছে।

> **তদন্তে পুলিশ**
>
> - তিন নম্বর কেন্দুয়া এলাকায় রাতে হঠাৎ এক দুষ্কৃতী স্থানীয় বাসিন্দার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে
> - আন্নাবালা বাথরুম থেকে ঘরে ফিরতেই দুষ্কৃতী তাঁর মুখ চেপে ধরে
> - এরপর বঁটির কোপ দেয়
> - তিনি রক্তাক্ত হলে দুষ্কৃতী আলমারি থেকে টাকা, সোনার জিনিস সব বের করে নেয়
> - এরপর বাড়ির সবাইকে ঘরে আটকে শিকল দিয়ে চলে যায়

অভিযুক্তদের একজন বামনগোলা ব্লকের নালাগোলা এলাকার আশিস সরকার (২৬)। অভিযুক্ত আহতের আত্মীয়। সে ধরা পড়েছে এবং তার অপরাধ স্বীকার করেছে। লুঠ হওয়া মাল উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

স্থানীয় মানুষজনের দাবি, গ্রামে তিনদিন ধরে কীর্তনের আসর চলছে। আক্রান্ত পরিবারের চিৎকারেও তাই টের পাননি গ্রামবাসীরা। দুষ্কৃতী পালিয়ে যেতেই হইচই পড়ে গ্রামে। তবে গ্রামের মধ্যে বাড়িতে ঢুকে হামলা চালিয়ে লুঠের ঘটনায় আতঙ্কিত মানুষজন। এমন ঘটনার পরেই জোর তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

## রেলের দিকে উঠছে আঙুল

*প্রথম পাতার পর*

তাহলে এই বিপুল সংখ্যক যাত্রীর জন্য স্টেশনের বাইরে 'হোল্ডিং এরিয়া' তৈরি করা হয়নি কেন? ভিড় নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি কেন? এদিকে দুর্ঘটনার পর প্রথমে রেল কর্তৃপক্ষ একে 'গুজব' বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রাণহানির সংখ্যা বাড়তেই তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রেলের তরফে উত্তর রেলের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার নরসিংহ দেব এবং উত্তর রেলের চিফ সিকিউরিটি কমিশনার পঙ্কজ গাঙওয়ার-এর নেতৃত্বে দুই সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। রবিবার তাঁরা দুর্ঘটনাস্থল অর্থাৎ প্ল্যাটফর্ম ১৪-তে তদন্ত করেন এবং সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করেন।

অন্যদিকে দুর্ঘটনার পর রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে বৈঠক করেন এবং রেলমন্ত্রকের ওয়াররুমে এসে ঘটনার পর্যালোচনা করেন। যদিও এত বড় বিপর্যয়ের পরেও তিনি কোনও সাংবাদিক বৈঠক করেননি। দুর্ঘটনার সময় আরপিএফ-এর সদস্য সংখ্যা এত কম কেন, সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দেয়নি তদন্ত কমিটি।

উত্তর রেলের মুখপাত্র হিমাংশুশেখর উপাধ্যায় দাবি করেছেন, দুর্ঘটনার সময় প্ল্যাটফর্ম ১৪-তে পাটনাগামী মগধ এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে ছিল এবং প্ল্যাটফর্ম ১৫-তে জম্মুগামী উত্তর সংযোগ ক্রান্তি এক্সপ্রেস ছিল। একজন যাত্রী সিঁড়িতে পড়ে গেলে তাঁর পিছনে থাকা লোকজনও পড়ে যান, ফলে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। কোনও ট্রেন বাতিল হয়নি, সময়সূচি পরিবর্তন হয়নি এবং অতিরিক্ত ট্রেনও চালানো হয়েছে।

# ৪৪ বছরে এত ভয়ংকর

*প্রথম পাতার পর*

রাতেই টিভির পর্দায় খবর দেখে গ্রাম থেকে ছুটে এসেছেন পরিবারের লোকজন। কিন্তু বারবার ফোন করেও স্ত্রীর সাড়া পাননি। তাই সকাল থেকে পুলিশের কাছে ছুটছেন। একটাই আশা, কোনওভাবে যদি খোঁজ মেলে ভালোবাসার মানুষটির।

রেলমন্ত্রকের তরফে সরকারিভাবে এখনও মৃতের সংখ্যা ঘোষণা হয়নি। কিন্তু বেসরকারি মতে ২১ জনের নিথর দেহ পড়ে আছে হাসপাতালের মর্গে।

আহত ও নিখোঁজের সংখ্যা তার চেয়েও বেশি। তাঁদেরই একজন লালি দেবী।

রবিবার সকাল থেকেই অবশ্য স্টেশনে ভিন্ন দৃশ্য।

ছড়িয়ে থাকা জামাকাপড়, ব্যাগ, ছেঁড়া জুতো, প্লাস্টিকের প্যাকেটে রাখা আঙুর, বিস্কুটের প্যাকেট, জলের বোতল, সব গুছিয়ে তুলছে রেল পুলিশ। দুপুর বারোটার মধ্যেই ১৪ এবং ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম ঝাঁ চকচকে। যেন রাতের বিভীষিকার চিহ্ন মুছে ফেলার মরিয়া চেষ্টা।

গীতা প্রেস বুক স্টলের মালিক সুনীল ভরদ্বাজের কণ্ঠেও একই ক্ষোভ। বললেন, '১২ বছর ধরে এখানে বই বিক্রি করছি। কিন্তু এত পরিষ্কার প্ল্যাটফর্ম কখনও দেখিনি। পুলিশ হয়তো একটু বেশি তৎপর হয়ে উঠেছে গত রাতের সব স্মৃতি মুছে ফেলতে!'

তিনি বললেন, 'সাধারণত ৭.৩০টায় দোকান বন্ধ করে দিই। কিন্তু গত রাতে যেভাবে ভিড় বাড়ছিল, বেরোতেই ভয় লাগছিল। মনে হচ্ছিল, একটু চাপ বাড়লেই পুরো প্ল্যাটফর্ম ভেঙে পড়বে!'

শনিবার রাতে প্রতি ঘণ্টায় ১৫০০ টিকিট বিক্রি হয়েছে। এত মানুষের ঢল নামবে, তা অনুমান করা কঠিন ছিল না।

কিন্তু তবুও কেন আগেভাগে সতর্ক হয়নি রেল? কেন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না? প্ল্যাটফর্মজুড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা, কন্ট্রোল রুমে সবকিছুর ওপর কড়া নজরদারি ছিল, তবুও যখন দরকার ছিল, তখন কেন এগিয়ে আসেনি পুলিশ বা প্রশাসন? এই প্রশ্নই ঘুরে বেড়াচ্ছে রবিবার সকাল থেকে স্টেশনে আসা মানুষের মুখে।

কুলি কৃষ্ণকুমার হতাশ গলায় বলেন, 'আমরাই পুলিশ আর দমকলকে খবর দিই! তারপর অ্যাম্বুল্যান্স আসে!' বলরামের কথায়, 'আমাদের ঠ্যালাগাড়িতে লাশ চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলেছি।'

প্ল্যাটফর্ম এখন হয়তো পরিষ্কার। ব্যারিকেড বসেছে, পুলিশ টহল দিচ্ছে। কিন্তু যাঁরা হারিয়ে গেলেন, যাঁরা নিখোঁজ, যাঁরা প্রিয়জনের খোঁজে পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের চোখে এখনও জমে থাকা রাতের সেই আতঙ্ক কি আর কখনও মোছা যাবে?

## আবাসের ঘর

*প্রথম পাতার পর*

কেন ঘর পাননি তাঁরা? খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিরোধী দলনেত্রী বিজেপির পঞ্চায়েত জয়া সরকার বিশ্বাসের দাবি, এর জন্য দায়ী প্রযুক্তিগত ত্রুটি। তিনি বলেন, 'আমি নিজে বিষয়টি নিয়ে প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জানানো হয়েছে, যিনি এই এলাকায় ঘরের জন্য কম্পিউটারে কাজ করেছেন, তাঁর কোনও টেকনিকাল ভুলের জন্য নাকি তথ্য আপলোড হয়নি।' এখন জয়ার প্রশ্ন, 'একজনের ভুলের জন্য সকলে কেন ভুক্তভোগী হবেন?' কর্তৃপক্ষের ভুলের জন্য জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে এলাকার বাসিন্দাদের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষও প্রযুক্তিগত ত্রুটির কথাই মেনে নিয়েছেন। যে কর্মীর গাফিলতি, তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন। মনোজ বলেন, 'পঞ্চায়েত থেকে যে কর্মীকে ঘরের জন্য জিও ট্যাগিং করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি সেই কাজ কোনও সমস্যার কারণে করতে পারেননি। এমনকি যথাসময়ে বিষয়টি আমাদের জানাননি।' উপপ্রধানের আশ্বাস, 'ঘরের জন্য আবার নতুন করে যখন নাম নেওয়া হবে তখন অবশ্যই সকলকে ঘর পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।'

## বসবেন চেয়ারে

*প্রথম পাতার পর*

সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্তও উৎপলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সাঁড়াশি চাপে পড়ে নিজের পদত্যাগ ঘোষণা করতে জরুরি ভিত্তিতে বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠক ডেকেছিলেন স্বপন। ৩১ জানুয়ারি শেষমেশ স্বপন চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন। সেদিনই সিদ্ধান্ত হয়, সাতদিন পর নতুন চেয়ারম্যানের পদে নাম নিয়ে আলোচনা হবে বোর্ড মিটিংয়ে। ৭ ফেব্রুয়ারি বোর্ড মিটিংয়ে উৎপলকে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এতদিন অপেক্ষা ছিল শপথগ্রহণের।

# জনপ্রিয়তা বাড়ছে ফ্লেভার্ড সিগারেটের

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** এক শীতের বিকেলে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কের সামনে চোখে পড়ল, স্কুল ইউনিফর্ম পরা একদল পড়ুয়া দাঁড়িয়ে। কয়েকজনের হাতে সিগারেট। সুখটান দিতে দিতে খোশগল্পে ব্যস্ত তারা। পাশে দাঁড়ানোর কিছুক্ষণ পর কানে এল, 'এটা নতুন পেলাম বুঝলি। ফ্লেভারটা বেশ দারুণ।' সেখানে একজন প্রবীণও দাঁড়িয়েছিলেন। কৌতূহল সামলাতে না পেরে তিনি প্রশ্ন করে ফেললেন, 'বাড়িতে টের পায় না? কিছু বলেন না বাবা-মা?' মুচকি হেসে একজনের সটান উত্তর, 'বাড়িতে বুঝলে তো বলবে, জেঠু। বাবা-মা মনে করে, চকোলেট খেয়েছি।'

সিগারেট খেয়ে বাড়িতে ধরা পড়ার সেই চিরাচরিত ভয় কিন্তু আর ততটা নেই। মুখে যদি চকোলেট, মিন্ট কিংবা মৌরির গন্ধ পান অভিভাবক, তাহলে তাঁর পক্ষে বোঝা কার্যত অসম্ভব যে, সেটা আদতে সিগারেটের। ধূমপানের পর চুইংগাম চিবোনোর বিকল্প হিসেবে ফ্লেভার্ড সিগারেট হট ফেভারিট নতুন প্রজন্মের কাছে।

বকা খাওয়া এড়াতে 'নিরাপদ' হলেও এসব কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়, বলছেন পরিচিত ক্যানসার বিশেষজ্ঞ। ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষের দাবি, যে কোনও ধরনের সিগারেট ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার



সম্ভাবনাকে দশগুণ বাড়িয়ে দেয়।

একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া মেয়ে যে দু'বছর ধরে সিগারেট খাচ্ছে, তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি পরিবারের কেউ। ক্রিসমাসের ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে তাকে লুকিয়ে সিগারেট খেতে দেখে মাথায় হাত পড়ে বাবা-মায়ের। বকাবকির পর অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে সে। তাতে ঘাবড়ে গিয়ে তড়িঘড়ি মেয়েকে নিয়ে শিলিগুড়ি ফেরেন দম্পতি। দ্বারস্থ হন কাউন্সেলারের। সামনে আসে সত্যিটা। ক্লাস নাইন থেকেই নাকি ফ্লেভার্ড সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস তার, যা এখন আসক্তিতে পরিণত হওয়ায় বাড়িতে বকা খেয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করছে।

সন্তানকে নিয়ে কিন্তু শুধু প্রধাননগরের বাসিন্দা সমর সেনগুপ্ত (পরিবর্তিত নাম) ভুক্তভোগী নন, একই সমস্যা নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের অন্বেষা ক্লিনিকের বহির্বিভাগে ছুটে যাচ্ছেন বহু অভিভাবক। সেখানকার কাউন্সেলার পিয়ালি পাইড়ার কথায়, 'পড়ুয়াদের মধ্যে তামাকজাতীয় নেশায় আসক্ত হওয়ার প্রবণতা এখন অনেকটা বেড়েছে। নতুন কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে আগ্রহী কিশোর-কিশোরীরা। সেই থেকে নিত্যনতুন সামগ্রী ব্যবহার করে ওরা। আমার কাছে এধরনের অসুবিধে নিয়ে যখন কেউ আসে, ধীরে ধীরে নেশা ছাড়ানোর চেষ্টা করি।।'

শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মূলত চিন, থাইল্যান্ড ও দিল্লি থেকে তাঁরা এসব আনছেন। একেকটি প্যাকেটের দাম, তিনশো থেকে চারশো টাকার মধ্যে। এছাড়া অনলাইনে মিলছে সহজে।

## বোর্ড মিটিং

*প্রথম পাতার পর*

কাউন্সিলারদের একাংশের দাবি, সেটি নামেই ছিল বোর্ড মিটিং। সেখানে পুজোর বিষয় ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে তেমন আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত হয়নি। মার্চ মাসের শেষেই আবার বাজেট হবে পুরসভায়। তার আগে গত বাজেটে যে কাজগুলো করার কথা ছিল সেসব নিয়ে বোর্ড মিটিং হওয়া খুবই জরুরি বলে মনে করছেন কাউন্সিলাররা।

নাগরিক পরিষেবা দিতে কোথায় কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে তা কাউন্সিলাররা বোর্ড মিটিংয়ে তুলে ধরেন। বোর্ড মিটিংয়েই সেসব সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনা হয়। যে কোনও ওয়ার্ডে নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত কাজ করতে হলেও বোর্ড মিটিংয়ে তা পাশ করাতে হয়। সেই কাজের অর্থবরাদ্দ কীভাবে হবে তা নিয়েও সেখানেই আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

# ‘ভারত ম্যাচ নয়, আসল লক্ষ্য ট্রফি’

## প্রধানমন্ত্রীর আবদারে সায় নেই পাক সহ অধিনায়কের

**লাহোর, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** টুর্নামেন্টে ফলাফল যাইহোক, ভারতের কাছে হারা চলবে না। ২৩ ফেব্রুয়ারির মহারণে জিততেই হবে। পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কাছে এমনই আবদার কয়েকদিন আগে করেছিলেন স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। যদিও পাক দলের সহ অধিনায়কের গলায় ভিন্ন সুর। সলমন আলি আঘা সাফ জানালেন, তাঁদের আসল লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতা, কোনও একটা ম্যাচ নয়।

সলমন মানছেন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সঙ্গে দুই দেশের সম্মান, মর্যাদা জড়িয়ে। আবেগের বিস্ফোরণ ঘটে। যে ম্যাচে হারতে নারাজ কেউ। সম্মানের যে দ্বৈরথে মাথা উঁচু করে মাঠ ছাড়তে চান। তবে দলগতভাবে ভারত-বধ নয়, ট্রফিতেই চোখ।

শেষ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে (২০১৯) ভারতকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। এবার আয়োজক খোদ পাকিস্তানই। সলমন বলেছেন, ‘পাকিস্তানের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হচ্ছে। খুশিটা তাই একটু বেশিই। আমি লাহোরের ছেলে। লাহোরে ফাইনাল দ্বৈরথে পাকিস্তান ম্যাচ দিয়ে উদ্বোধন মেগা আসরের। কয়েকদিন আগে কিউয়িদের হাতেই ঘরের মাঠে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে হারতে হয়েছে পাকিস্তানকে। তবে সলমন সামনের দিকে তাকানোয় বিশ্বাসী। ভারত-বধের ক্ষেত্রেও সেই আত্মবিশ্বাসের ঝলক। তবে ঘুরেফিরে একটা ম্যাচে লক্ষ্যটাকে আটকে রাখতে রাজি নন। চ্যাম্পিয়ন্সের আসরে চ্যাম্পিয়ন হতে চান।

*সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের সহ অধিনায়ক সলমন আলি আঘা।*

> পাকিস্তানের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হচ্ছে। খুশিটা তাই একটু বেশিই। আমি লাহোরের ছেলে। লাহোরে ফাইনাল দ্বৈরথে ট্রফি জিততে পারলে, স্বপ্নপূরণ হবে। আমাদের এই পাকিস্তান দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রসদ, ক্ষমতা রয়েছে।
>
> **সলমন আলি আঘা**

বাস্তববাদী পাক সহ অধিনায়কের যুক্তি, ভারতকে হারানোর পর যদি ট্রফি না আসে, তাহলে লাভের লাভ কিছু নেই। কিন্তু ভারতের কাছে হেরেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে দল, ক্রিকেটারদের জন্য বিশাল প্রাপ্তি হবে। নিঃসন্দেহে যা অনেক বড় সাফল্য।

তবে সমর্থকদের ভারত-ম্যাচ নিয়ে আশ্বাস দিচ্ছেন। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পডকাস্টে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘ভারতকে হারানোর মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব সবাই। সেরাটা তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর প্রত্যেকে। তবে দিনের শেষে পাখির চোখ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেই।’

এদিকে, লক্ষ্যপূরণে বাবর আজমকে তিন নম্বরে খেলানোর পরামর্শ দিচ্ছেন মহম্মদ আমির। প্রাক্তন পাক পেসারের যুক্তি, তিনে নেমে কীভাবে ইনিংস তৈরি করতে হয় জানে বাবর। পাকিস্তান দলের উচিত, সেই দক্ষতাকে কাজে লাগানো।

আমিরের দাবি, ‘তিন নম্বরই বাবরের আসল জায়গা। ওই পজিশনেই অভ্যস্ত। টি২০ ফরম্যাটে এহেন পরীক্ষানিরীক্ষা ঠিক আছে। কিন্তু ওডিআই, টেস্টে ওপেনিং আলাদা চ্যালেঞ্জ। বাবর বড় প্লেয়ার। হয়তো সামলে নেবে। কিন্তু ওকে তিনে খেলালে দল লাভবান হবে বলেই আমার বিশ্বাস।’

*যন্ত্রণার চোটে মাঠেই শুয়ে পড়লেন ঋষভ পন্থ। শুশ্রূষায় ফিজিও। রবিবার।*

### আশঙ্কা যেখানে

- নেটের ধারে শারীরিক কসরত করছিলেন ঋষভ পন্থ।
- হার্দিক পান্ডিয়ার মারা স্কোয়ার কাট আছড়ে পড়ে ঋষভের বাঁ পায়ের হাঁটুতে।
- যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মাঠে শুয়ে পড়েন ঋষভ।
- ভারতীয় দলের সাজঘর থেকে দ্রুত দৌড়ে মাঠে ঢুকে ঋষভের পরিচর্যা শুরু করেন ফিজিও। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সাজঘরে।
- ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর গাড়ি দুর্ঘটনার পর তাঁর এই হাঁটুতেই অস্ত্রোপচার হয়।
- ঋষভের চোট কতটা গুরুতর, টিম ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়নি।

# হার্দিকের স্কোয়ার কাট ঋষভের হাঁটুতে

**দুবাই, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** লাইফ ইজ শর্ট। মেক ইট সুইট!

দুপুরের দিকে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের সমাজমাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ পোস্ট। আর সেই পোস্টের রেশ কাটার আগেই হইচই টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলে।

সৌজন্যে ঋষভ পন্থ। ভারতীয় ক্রিকেটের ওয়ান্ডার কিড ঋষভ আজ দুবাইয়ে আইসিসির অ্যাকাডেমির মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের সময় বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট পেলেন। অদ্ভুতভাবে তাঁর পাওয়া চোট নিয়ে শুরু হয়েছে হইচই। নেটের ধারে শারীরিক কসরত করছিলেন ঋষভ। নেটের ভিতরে তখন ব্যাটিং চর্চায় ডুবে তাঁরই সতীর্থ হার্দিক পান্ডিয়া। আচমকা হার্দিকের মারা স্কোয়ার কাট আছড়ে পড়ে ঋষভের বাঁ পায়ের হাঁটুতে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মাঠে শুয়ে পড়েন ঋষভ। সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যে দুবাইয়ের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম দিনের অনুশীলন পর্ব। হার্দিক ব্যাট ফেলে দৌড়ে যান তাঁর সতীর্থের দিকে। ভারতীয় দলের সাজঘর থেকে দ্রুত দৌড়ে মাঠে ঢুকে ঋষভের পরিচর্যা শুরু করেন ফিজিও। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সাজঘরের অন্দরে।

আর ঋষভের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাগ্য নিয়ে শুরু হয়ে যায় জল্পনা। ঋষভ কি পারবেন প্রতিযোগিতার সময় দলের সঙ্গে থাকতে? ভারতীয় দলের কোচ গম্ভীর দেশ থেকে দুবাই রওনা হওয়ার আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন, প্রথম একাদশে উইকেটকিপার-ব্যাটারের ভূমিকায় তাঁর প্রথম পছন্দ লোকেশ রাহুল। ফলে ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচে ঋষভের খেলার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করা হচ্ছিল। তার মধ্যেই আচমকা আজ অনুশীলনে হাঁটুতে চোট পাওয়ার পর ঋষভকে নিয়ে ফের নতুনভাবে জল্পনা চলছে।

*একাধিক ব্যাট ও প্রিয় লাল ব্যাগ নিয়ে প্রস্তুতিতে চলেছেন বিরাট কোহলি।*

ঋষভের চোট কতটা গুরুতর, টিম ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়নি। আজ আচমকা হাঁটুতে চোট পাওয়ার অনেকটা সময় পর ঋষভ হাঁটুতে মোটা স্ট্র্যাপ জড়িয়ে ভারতীয় দলের নেটে অল্প সময়ের জন্য ব্যাটিংও করেছেন। দেখে তাঁকে স্বস্তিতে রয়েছেন বলে মনে হয়নি একেবারেই।

এদিকে, গতকাল মুম্বই থেকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। রোহিত-কোহলিরা আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কেমন পারফর্ম করেন, সেদিকে নজর থাকবে ক্রিকেট সমাজের। পাশাপাশি ভারতীয় দলের অন্দরমহল থেকে প্রথম একাদশ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোচ গম্ভীরের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের মতানৈক্যের খবর সামনে আসছে।

### অনুশীলনের শুরুতেই ধাক্কা টিম ইন্ডিয়ার

দুবাই পৌঁছানোর পর আজ সেখানে শুরু হল টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির দিকেই ভারতীয় অনুশীলনে হাজির হওয়া সংবাদমাধ্যমের যাবতীয় নজর ছিল। লাল রংয়ের ক্রিকেট কিট ব্যাগ নিয়ে কোহলি মাঠে হাজির হন। লাল রংয়ের সেই ক্রিকেট কিট ব্যাগ গুছিয়ে নানা ব্যাট পরীক্ষার পর প্রায় আধ ঘণ্টা সময় নিয়ে বিরাট অনুশীলন শুরু করেন। অন্তত ৮-১০টি ব্যাটের মধ্যে থেকে একটি ব্যাট বেছে নিয়ে আজ ভারতীয় নেটে অনুশীলন করেছেন কোহলি।

বৃহস্পতিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দলের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে তাঁদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে বলে খবর। ঋষভের মতো ম্যাচ উইনারকে সাজঘরে বসিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না আগরকার। প্রয়োজনে ঋষভ ও লোকেশ, দুজনকেই প্রথম একাদশে খেলানোর প্রস্তাব দিয়েছেন আগরকার। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধানের সেই প্রস্তাব কোচ গম্ভীর খারিজ করে দিয়েছেন বলে খবর। যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে দূরত্বও তৈরি হয়েছে। একমাত্র চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলের সাফল্যে সেই দূরত্ব ঘোচাতে পারে।

না হলে সমস্যা আরও বাড়তে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

# ২৫ মে আইপিএল ফাইনাল ইডেনে

**নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** ৭৪ ম্যাচ। ৬৫ দিন। ১২ ডবল হেডার। ১৩ শহর।

অষ্টাদশ আইপিএলের বাজনা বেজে গেল আজ। প্রত্যাশিতভাবেই আজ সন্ধ্যার দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে ঘোষণা হয়ে গেল আইপিএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি। ২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়ে শুরু প্রতিযোগিতা। ফাইনালও কলকাতায়

> আইপিএলের সূচি বরাবরই চ্যালেঞ্জিং হয়। এবারও তাই। শেষবারের চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে এবার আমরা ঘরের মাঠে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছি। জানি প্রত্যাশার চাপ থাকবে। কিন্তু তারপরও বলব, ভালো শুরুর লক্ষ্য নিয়েই সামনে তাকাতে চাই আমরা।
>
> **চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত**
> *কলকাতা নাইট রাইডার্স কোচ*

২৫ মে।

২০১৫ সালের পর ফের কলকাতায় আইপিএল উদ্বোধন ও ফাইনাল হতে চলেছে। সঙ্গে প্রথম ম্যাচেই থাকছে টানটান উত্তেজনা। কেকেআর বনাম আরসিবি ম্যাচ দিয়ে ২০০৮ সালে প্রথম আইপিএল শুরু হয়েছিল। যদিও সেই ম্যাচ হয়েছিল বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। সময়ের সঙ্গে মাঠ বদলে এবার সেই কেকেআর বনাম আরসিবি ম্যাচ দিয়ে আইপিএল শুরু হচ্ছে কলকাতায়। প্রতিযোগিতার প্রথম কোয়ালিফায়ার (২০ মে) ও এলিমিনেটর (২১ মে) খেলা হবে হায়দরাবাদে। আর কলকাতার ইডেনে ২৫ মে-র ফাইনাল ছাড়াও হবে কোয়ালিফায়ার টু-র ম্যাচও (২৩ মে)। উল্লেখ্য, দশ দলের প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট দশটি শহরের পাশে এবার থাকছে আরও তিনটি শহর। সেকেন্ড হোম হিসেবে দিল্লি ক্যাপিটালস তাদের কয়েকটি ম্যাচ খেলবে বিশাখাপত্তনমে। রাজস্থান রয়্যালস তাদের দুইটি ম্যাচ খেলবে গুয়াহাটিতে। আর পাঞ্জাব কিংস খেলবে ধরমশালায়।

গতবারের খেতাব জয়ী কেকেআর আসন্ন আইপিএল মরশুমের জন্য এখনও তাদের অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেনি। কিন্তু তার আগেই শাহরুখ খানের দলের খেতাব ধরে রাখার সম্ভাবনা নিয়ে বিশাল প্রত্যাশা তৈরি হয়ে গিয়েছে। ঘরের মাঠ ইডেনে আরসিবি-র বিরুদ্ধে ২২ মার্চ প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ খেলেই কেকেআর চলে যাবে গুয়াহাটি। যেখানে ২৬ মার্চ রাজস্থান রয়্যালসের (রাজস্থানের সেকেন্ড হোম গুয়াহাটি) বিরুদ্ধে খেলবেন আজিঙ্কা রাহানেরা। ৩১ মার্চ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে মর্যাদার লড়াই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ৩ এপ্রিল ঘরের মাঠ ইডেনে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে কেকেআর, প্রতিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ৬ এপ্রিল ইডেনে নাইটদের প্রতিপক্ষ লখনউ। ১১ এপ্রিল চিপকে ধোনিদের বিরুদ্ধে খেলবে নাইটরা। ১৫ এপ্রিল পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে মুল্লানপুরে খেলবে নাইটরা। লিগ পর্বে নাইটদের শেষ ম্যাচ ১৭ মে বেঙ্গালুরুতে। সন্ধ্যার দিকে সূচি ঘোষণার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে কেকেআরের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, ‘আইপিএলের সূচি বরাবরই চ্যালেঞ্জিং হয়। এবারও তাই। শেষবারের চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে এবার আমরা ঘরের মাঠে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছি। জানি প্রত্যাশার চাপ থাকবে। কিন্তু তারপরও বলব, ভালো শুরুর লক্ষ্য নিয়েই সামনে তাকাতে চাই আমরা।’

শুধু কেকেআর নয়, সব দলই তাদের সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্যেই মাঠে নামবে। ২২ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ১৮ মে, লিগের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত টানটান উত্তেজনাও থাকবে। আর তার মধ্যেই করব, লড়ব, জিতব, রে-র রিংটোন কত তীব্রভাবে বাজবে, সেদিকে নজর থাকবে নাইট সমর্থকদের।

### কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রীড়াসূচি

| তারিখ | প্রতিপক্ষ | সময় | স্থান |
|---|---|---|---|
| ২২ মার্চ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট | কলকাতা |
| ২৬ মার্চ | রাজস্থান রয়্যালস | সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট | গুয়াহাটি |
| ৩১ মার্চ | মুম্বই ইন্ডিয়ান্স | সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট | মুম্বই |
| ৩ এপ্রিল | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ | সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট | কলকাতা |
| ৬ এপ্রিল | লখনউ সুপার জায়েন্টস | দুপুর ৩.৩০ মিনিট | কলকাতা |
| ১১ এপ্রিল | চেন্নাই সুপার কিংস | সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট | চেন্নাই |
| ১৫ এপ্রিল | পাঞ্জাব কিংস | সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট | মুল্লানপুর |
| ২১ এপ্রিল | গুজরাট টাইটান্স | সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট | কলকাতা |
| ২৬ এপ্রিল | পাঞ্জাব কিংস | সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট | কলকাতা |
| ২৯ এপ্রিল | দিল্লি ক্যাপিটালস | সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট | নয়াদিল্লি |
| ৪ মে | রাজস্থান রয়্যালস | দুপুর ৩.৩০ মিনিট | কলকাতা |
| ৭ মে | চেন্নাই সুপার কিংস | সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট | কলকাতা |
| ১০ মে | সানরাইজার্স হায়দরাবাদ | সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট | হায়দরাবাদ |
| ১৭ মে | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট | বেঙ্গালুরু |

প্রথম কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর হায়দরাবাদে যথাক্রমে ২০ ও ২১ মে
দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার কলকাতায় ২৩ মে
২৫ মে ফাইনাল ইডেন গার্ডেন্সে

## মারমৌশের প্রশংসায় পেপ

**লন্ডন, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** ওমর মারমৌশ। এই মুহূর্তে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে আলোচিত নাম। শনিবার এই মিশরীয় ফুটবলারের দুরন্ত হ্যাটট্রিকে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। লিভারপুলের মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহর সঙ্গে মারমৌশের তুলনা করা শুরু করে দিয়েছেন ফুটবলপ্রেমীরা। কয়েকদিন আগেই এইনট্রাখট ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে এই ফুটবলারকে দলে নেয় ম্যান সিটি।

এদিকে মারমৌশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্বয়ং সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তিনি বলেছেন, ‘অনবদ্য ফুটবল খেলেছে মারমৌশ। লেইটন ওরিয়েন্টের বিরুদ্ধে ও তিনটি সুযোগ নষ্ট করেছিল। কিন্তু আমরা জানতাম মারমৌশ ঠিক গোল পাবে। নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে ও নিজের জাত চিনিয়ে দিয়েছে।’ তিনি আরও

### জিতল লিভারপুল

বলেছেন, ‘মারমৌশকে ঘিরে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। আশা করছি সেই চাপ ও সামলাতে পারবে।’

নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে নয়া রেকর্ড গড়েছেন সিটি গোলরক্ষক এডেরসন মোয়ারেস। শনিবার তাঁর বাড়ানো বল থেকে গোল করেছেন মারমৌশ। এই অ্যাসিস্টটি করার সঙ্গে সঙ্গে ইপিএলের ইতিহাসে গোলরক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্ট করার নজির গড়েছেন তিনি।

রবিবার প্রিমিয়ার লিগে জয় পেল শীর্ষ স্থানে থাকা লিভারপুল। ২-১ গোলে তারা হারিয়েছে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে। ঘরের মাঠে তাদের ১৫ মিনিটে এগিয়ে দেন লুইস দিয়াজ। ৩৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়ান সালাহ। ৬৭ মিনিটে ম্যাথিয়াস কুনহা একটি গোল ফেরালেও লিভারপুলের জয় আটকাতে পারেননি।

*চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যে দুবাইয়ে প্রস্তুতি শুরুর আগে টিম হাডলে ভারতীয় দল। (বাঁদিকে) টুর্নামেন্ট শুরুর আগে মিষ্টিমুখ গৌতম গম্ভীরের। সঙ্গে লিখলেন, লাইফ ইজ শর্ট। মেক ইট সুইট!*

# গজনফারের বদলি মুম্বইয়ে মুজিব

## অক্ষরের কাঁধেই সম্ভবত টিম দিল্লির দায়িত্ব

**নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** বেশিরভাগ দলই অধিনায়ক নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নিয়ে ফেলে। যদিও এই ব্যাপারে এখনও ধীরে চলো নীতিতেই আটকে দিল্লি ক্যাপিটালস। গত কয়েক বছরের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ বর্তমানে লখনউ সুপার জায়েন্টসের নেতৃত্বে। কিন্তু ঋষভের শূন্য জুতোয় কে পা রাখবে, এখনও তা চূড়ান্ত নয়।

দৌড়ে একাধিক নাম-অক্ষর প্যাটেল, ফাফ ডুপ্লেসির সঙ্গে লোকেশ রাহুল। ডুপ্লেসি গত মেগা লিগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। লোকেশ সামলেছেন লখনউয়ের অধিনায়কত্ব। তবে আইপিএল নেতৃত্বে অভিজ্ঞ দুই তারকা নয়, এগিয়ে অক্ষরই।

টিম সূত্রের খবর, ভারতীয় টি২০ দলের বর্তমান অধিনায়কেই নাকি আস্থা রয়েছে পার্থ জিন্দালদের। অধিনায়ক করার ভাবনাতেই ১৬.৫ কোটি টাকায় অক্ষরকে ধরে রাখা হয় এবার। ডুপ্লেসি অভিজ্ঞ। কিন্তু বয়স তাঁর বিপক্ষে যাচ্ছে। লোকেশের ফর্ম নিয়ে চাপানউতোরও ভাবাচ্ছে।

সেদিক থেকে গত একবছরে অক্ষরের গ্রাফ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। সাদা বলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টপ অর্ডারে ব্যাট হাতে যেমন সফল, তেমনই বোলিংয়ে ভরসা জোগাচ্ছেন। দীর্ঘদিন দিল্লি ক্যাপিটালসেও রয়েছেন। রাতারাতি ভাবনায় বদল না ঘটলে শীঘ্রই অক্ষরের নাম ঘোষণাও হয়তো করবে দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজি।

এদিকে, চোটের জন্য ছিটকে যাওয়া আল্লাহ মহম্মদ গজনফারের বদলি হিসেবে আফগানিস্তানের মুজিব উর রহমানকে নিচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আইপিএলে নতুন নন মুজিব। ১৭ বছর বয়সেই মেগা লিগে অভিষেক ঘটে। একাধিক দলে খেললেও গত নিলামে জায়গা হয়নি। জাতীয় দলের সতীর্থ গজনফারের (৪.৮ কোটি টাকায় নিয়েছিল মুম্বই) চোটে আইপিএলের দরজা খুলে গেল মুজিবের। কাকতালীয়ভাবে গতবার মুজিব চোট পাওয়ার পর কলকাতা নাইট রাইডার্স নিয়েছিল গজনফারকে। এবার গজনফারের বদলি হিসেবে মুম্বইয়ে মুজিব!

গুজরাট টাইটান্স আবার তরুণ অধিনায়ক শুভমান গিলকে নিয়ে ট্রফি পুনরুদ্ধারের মেজাজে। দলের সিওও অরবিন্দার সিং বলেছেন, ‘শুধু আমাদের নয়, শুভমানের কাছে প্রত্যাশা গোটা ক্রিকেট বিশ্বের। গুজরাট টাইটান্স ওকে লিডারশিপ দক্ষতা ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে। গতবার সাফল্য সেভাবে না এলেও নেতৃত্বের ভূমিকায় ওর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় ছিল। এবারও দায়িত্ব সামলাবে।’

### রনজি সেমিফাইনালে নেই

# গোড়ালির চোটে মাঠের বাইরে যশস্বী

**মুম্বই, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাথমিক ১৫ জনের দলে ছিলেন। যদিও দুবাইগামী বিমানে ওঠার সুযোগ হয়নি। শেষ মুহূর্তে বাদ। রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকে অন্তর্ভুক্ত করতে কোপ পড়ে যশস্বী জয়সওয়ালের ওপর। রেশ কাটার আগেই নতুন মাথাব্যথা তরুণ বাঁহাতি ওপেনারের। গোড়ালির চোটে খেলতে পারছেন না রনজি ট্রফির সেমিফাইনালেও।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত দলে সুযোগ না পাওয়ার পর জানিয়েছিলেন মুম্বইয়ের হয়ে রনজি সেমিফাইনালে খেলবেন। মুম্বইয়ের তরফে সেকথাও জানিয়ে দেওয়া হয়। যদিও গোড়ালির সমস্যা আগামীকাল শুরু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ালেন তারকা ওপেনার।

যশস্বীকে নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রভাব মুম্বইয়ের পাশাপাশি পড়ছে ভারতের মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও। মূল দলের বাইরে তিনজনকে রিজার্ভে রাখা হয়েছিল। প্রয়োজনে যাঁদের রাতারাতি দুবাইয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। মহম্মদ সিরাজ, শার্দূল ঠাকুরের সঙ্গে যে তালিকায় ছিলেন যশস্বীও।

*রনজি সেমিফাইনালের আগে হালকা মেজাজে সূর্য।*

গোড়ালির চোটে আপাতত অনিশ্চয়তা তৈরি হল রিজার্ভে থাকা যশস্বীকে নিয়ে। সেক্ষেত্রে ব্যাকআপ হিসেবে নতুন কাউকে অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি বেছে নেন কি না, এখনও পরিষ্কার নয়।

তিনজন রিজার্ভ প্লেয়ারকেই প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। দলের কেউ চোট বা অন্য কোনও ইমার্জেন্সি কারণে ছিটকে গেলে শূন্যস্থান পূরণে রিজার্ভ দল থেকেই ডাক পড়বে কারও। যশস্বীর চোটের ফলে রিজার্ভ তালিকায় এখন পরিবর্তন হয় কি না, সেটাই দেখার।

গতবার বিদর্ভকে হারিয়েই রনজি চ্যাম্পিয়ন হয় মুম্বই। এবার সেমিতেই গতবারের দুই ফাইনালিস্ট দলের দ্বৈরথ। নাগপুরে আগামীকাল শুরু যে দ্বৈরথে যশস্বী থাকলে মুম্বইয়ের শক্তি অনেকটা বাড়ত। সূত্রের খবর, আপাতত নাগপুরে না থেকে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে যশস্বীকে। এবার রনজিতে একটি মাত্র ম্যাচই খেলেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ম্যাচে করেন ৪ ও ২৬ রান।

## আক্ষেপ নেই বায়ার্ন কোচের

**লেভারকুসেন, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** বুন্দেশলিগায় পয়েন্ট টেবিলে দুই নম্বরে থাকা বেয়ার লেভারকুসেনের সঙ্গে পয়েন্ট নষ্ট বায়ার্ন মিউনিখের। ম্যাচ গোলশূন্য ড্র। তবুও আক্ষেপ নেই বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানির। আসলে দুই দলের মধ্যে পয়েন্টের ব্যবধান যে এখনও ৮।

এদিন ম্যাচে গোল উদ্দেশে দুটি শট নিলেও একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি জার্মান জায়েন্টরা। বল দখলের লড়াইয়েও খানিকটা হলেও এগিয়ে ছিল লেভারকুসেন। এক্ষেত্রে বায়ার্ন কোচের যুক্তি, ‘সবসময়ই আমরা ম্যাচে আধিপত্য রাখতে চাই। তবুও কখনও রক্ষণাত্মক হওয়ার প্রয়োজন। লেভারকুসেন যেভাবে চাপ তৈরি করছিল তাতে এছাড়া উপায় ছিল না। সেই নিরিখে আমরা খুবই ভালো লড়াই করেছি।’ একইসঙ্গে দলের খেলার প্রশংসাও করেছেন কোম্পানি।

## হামাদের কাছে হার ড্যানিলের

**মার্সেই, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** হামাদ মেদজেডোভিক নামটা খুব একটা পরিচিত নয় টেনিস সার্কিটে। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি আলোচনার শিরোনামে। শনিবার এই সার্বিয়ান টেনিস খেলোয়াড় রুশ তারকা ড্যানিল মেদভেদেভকে ৬-৩, ৬-২ গেমে হারিয়ে মার্সেই ওপেনের ফাইনালে উঠেছেন। ম্যাচ জেতার পর হামাদ বলেছেন, ‘গত এক সপ্তাহের মধ্যে সেরা ম্যাচটা খেললাম আজ। আমি খুব খুশি। নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলেছি।’ নিজের টেনিস কেরিয়ারের শুরুতে জকোভিচের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছেন তিনি। হামাদের যাতায়াত ও কোচিং খরচ বহন করেছেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক।

লাল কার্ড দেওয়ায় রেফারির সঙ্গে তর্কে রিয়াল মাদ্রিদের জুডে বেলিংহাম।

# বেলিংহামের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ

**পামপ্লোনা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** শীর্ষস্থান হারানোর আশঙ্কা। ওসাসুনার সঙ্গে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র। ফলস্বরূপ লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্টের ব্যবধান আরও কমল।

শনিবার ম্যাচের শুরু থেকে অবশ্য সব ঠিকঠাকই এগোচ্ছিল। ১৫ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণও রেখেছিল কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা। তবে আচমকাই রিয়াল কোচের সমস্ত পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে যায়। ৩৯ মিনিটে রেফারির সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে লাল কার্ড দেখেন রিয়াল ফুটবলার জুডে বেলিংহাম। প্রথমার্ধের বাকি সময়টুকু ব্যবধান ধরে রাখলেও দ্বিতীয়ার্ধে আর সম্ভব হয়নি। বল দখল বা আক্রমণের নিরিখে এগিয়ে থাকলেও ৫৬ মিনিটে পেনাল্টি আদায় করে নেয় ওসাসুনা। তা থেকেই সমতায় ফেরে তারা। একজন কম নিয়েই বাকি সময় লড়ে গেল রিয়াল। তবে আর গোলের দেখা মেলেনি।

রিয়ালের পয়েন্ট খোয়ানোর অন্যতম কারণ হিসাবে উঠে এসেছে বেলিংহামের লাল কার্ড। ইংলিশ ফুটবলার তবুও পাশে পেয়েছেন কোচ আন্সেলোত্তিকে। অভিযোগ হতাশা প্রকাশ করতে গিয়ে রেফারির উদ্দেশে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন বেলিংহাম। ইংল্যান্ডের ফুটবলার যদিও তা অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, 'আমি রেফারির উদ্দেশে অশ্লীল বা অপমানসূচক কোনও কথা বলিনি। সবটাই ভুল বোঝাবুঝির জেরে।' বেলিংহামের পাশে দাঁড়িয়ে আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'রেফারিং নিয়ে কিছু বলতে চাই না। কারণ পরের ম্যাচে বেঞ্চে থাকতে চাই আমি।'

এদিকে, শনিবার পয়েন্ট খুইয়েছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদও। ফলে আরও কিছুটা সুবিধা হল বার্সেলোনার। ২৪ ম্যাচে রিয়াল ও অ্যাটলেটিকোর ঝুলিতে যথাক্রমে ৫১ ও ৫০ পয়েন্ট। সেখানে এক ম্যাচ কম খেলে ৪৮ পয়েন্ট রয়েছে বার্সার ঝুলিতে। সোমবার রায়ো ভায়েকানোকে হারাতে পারলে মাদ্রিদ জায়েন্টদের ছুঁয়ে ফেলবে কাতালান জায়েন্টরা।

# ওডিশার বিপক্ষে লক্ষ্যপূরণই লক্ষ্য

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** আইএসএলে পরপর দুইবার লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন তো দূরের কথা, নকআউট চ্যাম্পিয়নও এখনও পর্যন্ত হতে পারেনি কোনও দল। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট এবার সেই অনন্য নজির গড়ার পথে।

গত মরশুমের শিল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আর দরকার মাত্র তিন পয়েন্ট। ওডিশা এফসি ম্যাচেই তিন পয়েন্ট তুলে ঘরের মাঠের সমর্থকদের সামনেই জেমি ম্যাকলারেনরা যে জয়ের উৎসব পালন করতে চাইবেন, তা বলাই বাহুল্য। ফুটবলারদের সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ক্লাবের লাখ লাখ সদস্য-সমর্থক। কেরালা ব্লাস্টার্স

> কোচিতে তিন পয়েন্ট পেয়ে আমরা আরও একটু কাছে পৌঁছালাম ঠিকই কিন্তু কাজ তো এখনও শেষ হয়নি। রবিবার থেকেই আমাদের আবার ওডিশা ম্যাচ নিয়ে ভাবনা শুরু করতে হবে। সব ম্যাচের মতো ওই ম্যাচেও আমরা তিন পয়েন্টই চাই। সেই লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। তবেই হয়তো সেদিন ঘরের মাঠে নিজেদের লক্ষ্যপূরণ করতে পারব।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

বধ করে দল শহরে ফিরতেই শুরু হল আগামী ম্যাচের প্রতীক্ষা। অথচ কেরালা ম্যাচে একেবারেই আহামরি নয় মোহনবাগানের পারফরমেন্স। যা স্বীকার করে নিচ্ছেন কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য, 'ম্যাচের শুরুর দিকে আমরা একেবারেই জায়গা ও বল পজেশন পাচ্ছিলাম না। কেরালা ফুটবলারদের পায়েই বল ঘোরাফেরা করছিল এবং ওরাই আমাদের চাপে রাখে। ওই সময়ে ওদের একটা শট দুর্দান্ত সেভ করে বিশাল। তারপরেই আমরা গোল এবং ছন্দ খুঁজে পাই। লিস্টন (কোলাসো) আর জেসন (কামিংস) গোল পেতে সাহায্য করে জেমিকে। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ রাখলেও একটার বেশি গোল করতে পারিনি। তবে তিন পয়েন্টে আমি খুশি।' ১৩ ম্যাচে ক্লিনশিট রাখা কম কৃতিত্বের বিষয় নয়। আর তাতে যে বিশাল কেইথের সত্যিই বিশাল অবদান আছে তা নিয়ে কারও কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মোলিনার মুখে বরাবরের মতো গোটা দলের কথা, 'অবশ্যই বিশাল খুব ভালো খেলছে। কিন্তু ক্লিনশিট রাখার ক্ষেত্রে দলের প্রতিটি ফুটবলারের অবদান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জয় নিশ্চিত করে আলবার্তো রডরিগেজ।

রয়েছে। কেরালার বিপক্ষে এমনকি জেমি-জেসনরাও ডিফেন্সে নেমে এসে সাহায্য করেছে। গোলকিপার ও ডিফেন্ডাররা দারুণ সামাল দিয়েছে। কিন্তু বাকিদের সাহায্য না পেলে ওরা ক্লিনশিট রাখতে পারত না। গোটা মরশুমেই দলের প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করেছে।'

ইতিমধ্যেই এক ম্যাচ বেশি খেলে মোহনবাগান দশ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করে ফেলতে পেরেছে দুই নম্বরে থাকা দল এফসি গোয়ার থেকে। অর্থাৎ ২২ তারিখ যদি কেরালার কাছে কোনও কারণে হেরে যায় মানোলো মার্কুয়েজের দল তাহলে ওডিশা ম্যাচের আগেই চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। কিন্তু এসব নিয়ে ভাবতেই রাজি নন মোলিনা। তিনি এখনও ফোকাস ঠিক রাখার কথাই বলে চলেছেন, 'কোচিতে তিন পয়েন্ট পেয়ে আমরা আরও একটু কাছে পৌঁছালাম ঠিকই কিন্তু কাজ তো এখনও শেষ হয়নি। রবিবার থেকেই আমাদের আবার ওডিশা ম্যাচ নিয়ে ভাবনা শুরু করতে হবে। সব ম্যাচের মতো ওই ম্যাচেও আমরা তিন পয়েন্টই চাই। সেই লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। তবেই হয়তো সেদিন ঘরের মাঠে নিজেদের লক্ষ্যপূরণ করতে পারব।'

কোচিতে পরিষ্কার ৩ গোল ও আরও সব ভালোর মধ্যে একটাই চিন্তার বিষয়। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি চোট পেয়ে বসে যান মনবীর সিং। তাঁর চোট কতটা গুরুতর তা জানা না গেলেও মনবীরকে অন্যের সাহায্যে বাইরে আসতে দেখা যায়। সোমবার স্ক্যান হওয়ার সম্ভাবনা। তারপরেই জানা যাবে, আদৌ ওডিশা ম্যাচ তিনি খেলতে পারবেন কিনা।

গোলের পর জার্সিতে চুমু নাওরেম মহেশ সিংয়ের। ছবি : ডি মণ্ডল। গোল করে উচ্ছ্বসিত ডেভিড লালহালানসাঙ্গাও।

# নিরুত্তাপ 'ডার্বি'-তে জয় ইস্টবেঙ্গলের

**মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১ (ফাঙ্কা)**
**ইস্টবেঙ্গল-৩**
**(মহেশ, সাউল, ডেভিড)**

**সায়ন ঘোষ**

**কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** ম্যাচটা দুই দলের কাছেই ছিল সম্মানরক্ষার। সেই লড়াইয়ে ৩-১ গোলে জিতে কিছুটা অক্সিজেন পেল ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে পরপর হারের ধাক্কায় আরও অন্ধকারে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

নিরুত্তাপের ডার্বির শুরুটাই হল একটু ধীরগতিতে। মহমেডান আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার পরিকল্পনা নিয়ে নামলেও মাঠে সেটা দেখা গেল না। বরং একের পর এক মিস পাসের বহর দেখা গেল। তুলনায় ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা ছিল মন্দের ভালো। তুলনায় তাদেরকেই বেশি আক্রমণে যেতে দেখা গেল।

২৭ মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পায় ইস্টবেঙ্গল। পিভি বিষ্ণুর বাড়ানো বল ধরে দ্রুতগতিতে বক্সে ঢুকে প্রথম পোস্টে ফিনিশ করেন নাওরেম মহেশ সিং। তিনি শট নেওয়ার আগে মহমেডান গোলরক্ষক পদম ছেত্রী কেন যে প্রথম পোস্ট ফাঁকা রেখে বাঁদিকে শুয়ে পড়লেন তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। প্রথম ডার্বিতে লাল কার্ড দেখেছিলেন মহেশ। এদিন সেই গোল করে যেন প্রায়শ্চিত্ত করলেন তিনি।

৩১ মিনিটে অবশ্য গোলশোধের সুযোগ পেয়েছিল সাদা-কালো শিবির। মনবীর সিংয়ের বাড়ানো পাস থেকে বল পেয়ে মার্ক আন্দ্রে সমারবক সরাসরি প্রভসুখান সিং গিলের হাতে মেরে বসেন। এই একটি ক্ষেত্র ছাড়া মহমেডানের অস্ট্রিয়ান তারকাকে সেভাবে মাঠে খুঁজে পাওয়া গেল না। তাই গোলশোধ করতে মার্ককে তুলে সন্তোষ ট্রফির সর্বাধিক গোলদাতা রবি হাঁসদাকে মাঠে নামান মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু।

৬৪ মিনিটে পরিবর্ত সাউল ক্রেসপোর সৌজন্যে আরও একবার মুখে হাসি ফুটে ওঠে লাল-হলুদ সমর্থকদের। মাফেলার কাছ থেকে বল কেড়ে রাফায়েল মেসি বাউলিকে বাড়িয়ে দেন তিনি। ক্যামেরুনের স্ট্রাইকার নিজে শট না নিয়ে ফের সাউলকেই বাড়িয়ে দেন তিনি। সেখান থেকে দুরন্ত ফিনিশ স্প্যানিশ মিডিওর। মিনিট চারেকের মধ্যে মহমেডান একটি গোলশোধ করে। সৌজন্যে সন্তোষ নায়ক রবি। তাঁর বাঁ পায়ের দুরন্ত থ্রু পাস খুঁজে নেয় কার্লোস ফ্রাঙ্কাকে। গোল করতে কোনও ভুল করেননি এই ব্রাজিলিয়ান।

৭৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল প্রায় করেই ফেলেছিল মহমেডান। অ্যালেক্সিস গোমেজের শট প্রভসুখান বাঁচালে ফিরতি বলে রবির দুরন্ত শট ক্রসপিসে লেগে ফিরে আসে। ফিরতি বলে রেমসাঙ্গা ফানাইয়ের দুরন্ত বাইসাইকেল কিক গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন আনোয়ার আলি। এরপরেই প্রভসুখানকে তুলে দেবজিৎ মজুমদারকে মাঠে নামান অস্কার ব্রুজোঁ। এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ লাল-হলুদ গোলরক্ষক উঠে যাওয়ার আগে কর্নার ফ্ল্যাগে লাথি মেরে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

৮৯ মিনিটে মহমেডানের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। প্রভাত লাকড়ার পাস থেকে দুরন্ত ভলিতে পূর্বতন দলের জাল কাঁপিয়ে দিলেন তিনি। এই ম্যাচ জয়ের পরে লিগ টেবিলে দুই দলের অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি। ২০ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে রইল ইস্টবেঙ্গল। সমসংখ্যক ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে সবার শেষে মহমেডান।

**মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব : পদম, জুইডিকা, ফ্লোরেন্ট, গৌরব, জোহেরলিয়ানা, মাফেলা, অ্যালেক্সিস, ফ্রাঙ্কা, রেমসাঙ্গা (বিকাশ), সমারবক (রবি) ও মনবীর (মাকান)।**

**ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান (দেবজিৎ), নীশু, হেক্টর, আনোয়ার, রাকিপ, সৌভিক, মহেশ (প্রভাত), নন্দকুমার (সাউল), বিষ্ণু, দিয়ামান্তাকোস ও রাফায়েল (ডেভিড)।**

# 'গোল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম'

## মোহনবাগানকে জিতিয়ে বলছেন ম্যাকলারেন

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** জেমি ম্যাকলারেন এখনও তেমন বিধ্বংসী ফর্মে আসতে পারেননি কেন?

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে ম্যাচের আগে এই প্রশ্নটাই হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে করেন এক সাংবাদিক। কথাটা তাঁর কানে কেউ তোলেন কিনা জানা নেই। তবে তারপর থেকে সেই সাংবাদিকের জন্য তুলে রাখাটা রাগটা বোধহয় এই অজি তারকা উগরে দিচ্ছেন সব প্রতিপক্ষের উপর। মাত্র ৩৩ শতাংশ বল পজেশন নিয়েও কেরালা ব্লাস্টার্সকে স্রেফ ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে এদিন কলকাতায় ফিরছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। আর এই জয়ের প্রধান কারিগর ম্যাকলারেনই। ম্যাচের পর তিনি, টম অ্যালড্রেড, জেসন কামিংসরা কোচিতে উপস্থিত সমর্থকদের উদ্দেশ্যে নিজেদের জার্সি ছুড়ে দিয়ে তাঁদের সঙ্গে আনন্দে মাতলেন। পরে ম্যাকলারেনের মুখেও সমর্থকদের কথা, 'অ্যাওয়ে ম্যাচ হলেও গ্যালারিতে প্রচুর আমাদের সমর্থক এসেছিলেন। ওদের ধন্যবাদ এতটা সফর করে আমাদের পাশে থাকার জন্য।' মোলিনার মুখেও ম্যাকলারেনের প্রশংসা। বাগানের হেডস্যর বলেছেন, 'জেমির পারফরমেন্স দুর্দান্ত। প্রথম গোলটা লিস্টন কোলাসোর একটা দুর্দান্ত মুভ থেকে আসে এবং দ্বিতীয়টার সময়ে জেসন ভালো পাস বাড়ায়। জেমির দুইটি গোলই আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং কেরালার কাজটা কঠিন করে দেয়।'

জোড়া গোলের পর অভিনব সেলিব্রেশনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জেমি ম্যাকলারেন।

দুই গোল করায় স্বাভাবিকভাবেই ম্যাকলারেনই ম্যাচের সেরা। যদিও অনেকেই মনে করছেন, এদিন ডিফেন্ডারদের বা এমনকি বিশাল কেইথকেও দেওয়া যেত এই পুরস্কার। অজি বিশ্বকাপারের মুখেও সতীর্থদের কথা। বিশেষ করে কামিংসের ভূয়সী প্রশংসা করলেন, 'দ্বিতীয় গোলটার ক্ষেত্রে জেসন দুর্দান্ত বল বাড়ায়। আশপাশে ওর মতো ফুটবলার থাকলে কাজটা সহজ হয়ে যায়। ও যে এত ভালো অ্যাসিস্ট করতে পারে, সেটা আমার সেভাবে জানা ছিল না।' জোড়া গোলের নায়ক অবশ্য তাঁর কোচের মতোই বলছেন, এখনও কাজ বাকি আছে, 'গোল স্বস্তি দিয়েছে একথা বলব না। বরং আত্মবিশ্বাস ছিল গোল আসবেই। প্রথম গোলের পর সেই আত্মবিশ্বাস আরও বাড়ে। তবে এখনও অনেক কাজ বাকি আছে আমাদের।' মোহনবাগানকে সত্যিকারের চ্যাম্পিয়নের মতোই লাগছে এবার। যা নিয়ে গর্বও আছে ম্যাকলারেনের, 'ওরা চেষ্টা করেছিল আমাদের উপর চেপে বসার। কিন্তু আমরা সেটা হতে দিইনি। চ্যাম্পিয়নদের এরকমই খেলা উচিত। আমাদের সবকিছুই ঠিকটাক চলছে।'

মোহনবাগানে এখন একাধিক গোল করার ফুটবলার। তারই মধ্যে ১০ গোল করে ফেলেছেন ম্যাকলারেন। আর মাত্র ২ গোল করলেই তিনি ছুঁয়ে ফেলবেন কামিংসকে। তিনি গত মরশুমে সবুজ-মেরুনের হয়ে ১২ গোল করেন।

# ডার্বি জিতেও আক্ষেপ অস্কারের

## গোল না পেলেও হতাশ নন রবি

**সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** আইএসএলে ১৬ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গলের নয়, পরিসংখ্যানটা অস্কার ব্রুজোঁর।

আগেও আক্ষেপ শোনা গিয়েছে লাল-হলুদ কোচ অস্কারের গলায়। শুরুর দিকের ম্যাচগুলো থেকে যদি আরও কয়েকটা পয়েন্ট পেত ইস্টবেঙ্গল। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পাওয়ার পরও পরোক্ষে বোধহয় একই কথা বলতে চাইলেন। আসলে এবারের মতো ইস্টবেঙ্গলের আইএসএল সুপার সিক্সের স্বপ্ন কার্যত শেষ। তবে অস্কার রবিবারও বলেছেন, 'মরশুমের শুরুটা ভালো হয়নি। সেখানেই আমরা অনেকটা পিছিয়ে পড়ি। তবে আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর শেষ ১৫-১৬টা ম্যাচের নিরিখে দেখলে আমরা প্রথম ছয়ের মধ্যেই থাকব। এত সমালোচনার মাঝেও এটা আমাদের জন্য ইতিবাচক দিক।' আসলে অস্কার বরাবরই স্পষ্টভাষী। আর এই মন্তব্যে সম্ভবত তিনি বোঝাতে চাইলেন, মরশুমের শুরু থেকে দায়িত্ব নিলে এই দলটাই হয়তো আরও ভালো জায়গায় থাকত।

মহমেডানের বিরুদ্ধে হলেও আইএসএলের মঞ্চে এটাই ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ডার্বি জয়। অস্কার বলেছেন, 'ডার্বি জিততে না পারলে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। সেখানে এটা আমাদের প্রথম বড় ম্যাচ জয়। সেইদিক থেকে এই জয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' এদিকে এদিন ম্যাচের শেষদিকে গোলরক্ষক প্রভসুখান সিং গিলকে তুলে দেবজিৎ মজুমদারকে নামায় ইস্টবেঙ্গল। আসলে প্রভসুখানের সম্ভবত পেশির সমস্যা হচ্ছিল। তবুও মাঠ ছাড়ার সময় বিরক্তি প্রকাশ করেন লাল-হলুদ গোলরক্ষক। বদলির কারণ ব্যাখ্যা করে অস্কার বলেছেন, 'চোটের জন্য এমনিতেই অনেকে মাঠের বাইরে। চাই না আর কেউ নতুন করে সেই তালিকায় নাম লেখাক।' এদিকে ক্লাবের খারাপ সময়ও মহমেডান ফুটবলাররা যেভাবে লড়ছেন তার প্রশংসা করেন ইস্টবেঙ্গল কোচ।

এদিকে আইএসএল অভিষেকেই নজর কাড়লেন মহমেডানের রবি হাঁসদা। কার্লোস ফ্রাঙ্কার গোলে অবদান রাখলেন। নিজে অল্পের জন্য একটি গোল করতে পারলেন না। তবুও হতাশ নন। রবি বললেন, 'কোচ বলেছিলেন সেরাটা উজাড় করে দিতে। সেটাই চেষ্টা করেছি। নিজে গোল করতে না পারলেও হতাশ নই। সাজঘরে অনেকেই আমার খেলার প্রশংসা করেছেন।'

**e-Tender Notice**

Office of the Padamati II Gram Panchayet, P.O Helapakri, Block Maynaguri, Dist Jalpaiguri. E Tender Notice No- e NIT/15(2nd call),16(2nd call),17(2nd call)/ Pada II/2024-2025.eNIT 18/ Pada/2024-25 Date.12.02.25 Visit: **WWW.wbtenders.gov.in** & **www.wbprd.nic.in** and Office Notice Board.

**Sd/- Prodhan**
**Padamati-II G.P.**

উত্তরের খেলা

## হারল উত্তর দিনাজপুর

**জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃজেলা ক্রিকেটে গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচে রবিবার বর্ধমান ১৭৫ রানে উত্তর দিনাজপুরকে হারিয়েছে। জেওয়াইএমএ মাঠে বর্ধমান টসে জিতে ৪০.৩ ওভারে ২২১ রানে অল আউট হয়। সায়ন মণ্ডল ৭৯ ও রোহিত রায় ২৮ রান করে। ম্যাচের সেরা শুভদীপ রায় ৭০ রানে পেয়েছে ৬ উইকেট। ভালো বোলিং করেন রীতেশ চৌধুরী (৬২/৪)। জবাবে উত্তর দিনাজপুর ২৪.৩ ওভারে ৪৬ রানে গুটিয়ে যায়। ঈশান কেশরী ৩ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে অনুভব চট্টোপাধ্যায় (৭/৩)।

## জিতল রেঞ্জার্স

**চালসা, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** বিধাননগর প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট রবিবার পিএনএস রয়্যাল রেঞ্জার্স ৮৩ রানে আমির সুপার জায়েন্টকে হারিয়েছে। টসে জিতে রেঞ্জার্স ১২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে। জবাবে আমির ৯.৩ ওভারে ৮৪ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা দীপ বর্মন।

# এসটিএসি-তে চ্যাম্পিয়ন সাভানা হান্টার্স

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** শিলিগুড়ি টি অকশন কমিটির ষষ্ঠ বর্ষ এসটিএসি স্পোর্টস কার্নিভালে চ্যাম্পিয়ন হল সাভানা হান্টার্স। রবিবার জুগিভিটার উৎসব রিসর্টে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট, ফুটসল, রিলে রেস (৪x১০০ মিটার), টাগ অফ ওয়ার ও টানেল বলে সম্মিলিত পয়েন্টের নিরিখে সর্বাধিক সংগ্রহের ভিত্তিতে তারা খেতাব নিশ্চিত করে। রানার্স হয়েছে মিলিওনেয়ার বয়েজ। তৃতীয় স্থান ফাইভ স্টারের (প্রিমিয়ার কোয়ালিটি) দখলে যায়। এছাড়া বেশ কিছু ব্যক্তিগত পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে। ক্রিকেটে ফাইনালের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন সাভানার প্রবেশ আগরওয়াল। প্রতিযোগিতার সেরা মিলিওনেয়ারের প্রদীপ ঝা। ফুটসলে ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা মিলিওনেয়ারের অভিনব গান্ধি নির্বাচিত হয়েছেন। পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজু বিস্ট, এসটিএসি-র চেয়ারম্যান মহেন্দ্রপ্রসাদ বনসল, ভাইস চেয়ারম্যান অরুণকুমার পেরিয়াল, প্রাক্তন চেয়ারম্যান কমলকিশোর তিওয়ারি, প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান অনুজ পোদ্দার প্রমুখ।

শুধু খেলার উত্তেজনা নয়, ডিজের গানের সঙ্গে চিয়ার লিডারদের নাচ, মাঠের ধারেই লাইভ সম্প্রচার ও রঙিন পোশাকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল টি অকশন কমিটির স্পোর্টস কার্নিভাল। মহেন্দ্রপ্রসাদ ও অরুণের কথায়, 'ক্রেতা-বিক্রেতা-ব্রোকারদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি করতেই এই টুর্নামেন্টের আয়োজন ছয় বছর ধরে করা হচ্ছে। প্রথম পাঁচ বছরের তুলনায় এবার প্রতিযোগিতায় বেশ কিছু নতুন জিনিস সংযোজন করা হয়েছে।' যার জন্য আয়োজকদের তরফে অনুজের প্রশংসাও করা হয়।

সাংসদ রাজু বিস্টের হাত থেকে ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস সাভানা হান্টার্সের। রবিবার জুগিভিটায়।

## মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স বাণীমন্দিরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৪০তম উত্তরবঙ্গ মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিযোগিতা শুরু হবে আগামী রবিবার সকাল ৯.৩০ মিনিটে। গোটা উত্তরবঙ্গ থেকেই তাঁরা প্রতিযোগীদের আশা করছেন বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

## সোনা দীপ্তি, বিনয়ের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি :** জলপাইগুড়ি মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স সংস্থার অ্যাথলেটিক্স মিটে সোনা জিতলেন মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার শিলিগুড়ি শাখার দীপ্তি পাল ও বিনয়কুমার বিশ্বাস। মহিলাদের ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগে দীপ্তি ৪০০ মিটার রেস ওয়াকিংয়ে সোনা জেতেন। ১০০ মিটার ও লং জাম্পে দ্বিতীয় হয়েছেন তিনি। বিনয় পুরুষদের ৭৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে ডিসকাসে প্রথম ও শট পাটে দ্বিতীয় হয়েছেন। এছাড়াও পুরুষদের ৭০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ১০০ মিটার ও লং জাম্পে দ্বিতীয় হয়েছেন তপন সেনগুপ্ত। গণেশ ধর পুরুষদের ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ৪০০ মিটারে তৃতীয় ও লং জাম্পে দ্বিতীয় হয়েছেন। তুহিন বিশ্বাস ১০০ ও ৪০০ মিটারে দ্বিতীয় হয়েছেন। সংস্থার তরফে পদকজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন বিদ্যুৎ বসাক।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জিত রায় - কে 06.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81J 01927 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এখন প্রচণ্ড হতচকিত ও উত্তেজনার মধ্যে আছি। এখন আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হয়েছি এবং আমার মনে হচ্ছে আমার কাঁধ থেকে বিশাল একটি বোঝা সরে গেছে। আমি এখন আমার জীবনশৈলীকে কতটা সুন্দরভাবে পরিচালিত করা যায় তাঁর দিকে মনস্থির করতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।